উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৮ কার্তিক ১৪৩০ বুধবার ৪.০০ টাকা 15 November 2023 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

দূষণের জেরে দিল্লি ছেড়ে জয়পুরে

তিনের পাতায়

ঐশ্বর্যকে টেনে অশালীন মন্তব্য রজ্জাকের

বারোর পাতায়

প্রদীপের নীচের অন্ধকারে আমরা আলো ফেলি

চলে গেল আরও একটা শিশু দিবস। কত জায়গায় শোনা গেল, শিশুদের উন্নয়নে গালভরা প্রতিশ্রুতি। কিন্তু সেসবের বাস্তব প্রতিফলন কোথায়! শিশুশ্রমিকদের জন্য ছিল স্পেশাল স্কুল। সেই স্কুলের ঝাঁপ বন্ধ কবেই। শিক্ষকরাই বরং পেট চালাচ্ছেন দিনমজুরি করে। কোথাও আবার শৈশব কাটছে অপরাধে জড়িয়ে। সেই অন্ধকারে আলো ফেলল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বন্ধ শিশুশ্রমিক স্কুল, শিক্ষকই দিনমজুর

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : কাজ ছেড়ে আসা শিশুশ্রমিকদের স্কুলে পড়ানোই ছিল তাঁদের পেশা। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য অনুদান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উত্তর দিনাজপুর জেলায় ৩৯টি শিশুশ্রমিক স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে পড়ুয়ারা আবার শিক্ষাঙ্গনের পরিবর্তে কাজে ফিরে গিয়েছে। প্রায় ১৫০ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীও পেশা বদলে কেউ পুরোহিত, কেউ মুদির দোকানদার, কেউ টোটোচালক, কেউ বা বিড়িশ্রমিক হয়েছেন। দেশজুড়ে ঘটা করে যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের স্কুলমুখী করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, তখন এমন ছবিই উঠে এসেছে উত্তর দিনাজপুর জেলাজুড়ে।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় ৩৯টি স্কুলের মধ্যে ৩০টি শিশুশ্রমিক স্কুল ছিল করণদিঘি ব্লকে। এখানে সবচেয়ে বেশি বিড়ি কারখানা থাকায় শিশুশ্রমিকের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। যদিও মাধ্যমিক শিক্ষা মিশনের দাবি, শিশুশ্রমিক বলে জেলায় কিছু নেই। সবাই মূলস্রোতে এসে গিয়েছে। তবে জেলা জাতীয় শিশুশ্রমিক প্রকল্প সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলায় এখন প্রায় আট হাজার শিশুশ্রমিক আছে। মাধ্যমিক শিক্ষা মিশনের অধীনে এদের নিয়ে আসার কথা বলা হলেও এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। এদিকে, অভাবের জেরে অনেক পরিবারই ছোট ছেলেমেয়েকে দোকান ও কারখানায় পাঠাতে বাধ্য হচ্ছে।

অন্ধকার ভবিষ্যৎ ১

স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপদে পড়েছেন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা। আলতাপুরের একটি শিশুশ্রমিক স্কুলের শিক্ষক সেনারুল হক এখন দিনমজুরি করছেন। শিক্ষক প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী পুজোপাঠ করে দিনযাপন করেন। অনেকে বিড়ি বাঁধার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন।

এরপর আটের পাতায়

খোলা মাঠে কাটছে শৈশব

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৪ নভেম্বর : স্কুলে যেতে মোটেই ভালো লাগে না দীপ-সিকন্দরদের। তার চেয়ে বরং এই প্যারেড গ্রাউন্ডই ভালো। দিনেরবেলা খোলামেলা জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করে, খেলাধুলো করে সময় কেটে যায়। রাতে একটু সমস্যা হয় বটে। বিশেষ করে এই শীতকালটায়। তবে মাথা গোঁজার জন্য তো আশপাশের দোকানের শেড রয়েছেই। খাওয়াদাওয়াও জুটে যায় ঠিক চেয়েচিন্তে। যাকে বলে আক্ষরিক অর্থেই ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে দশা। না আছে কোনও অভিভাবকের নজরদারি। না আছে সঠিক দিশা দেখানোর কেউ। তাই অল্প বয়সেই তাদের মধ্যে অনেকেই জড়িয়ে পড়ছে নানা আসামাজিক কাজে। এমনকি ছিঁচকে চুরির মতো অভিযোগে পুলিশকাকুরাও তুলে নিয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

দীপ বা সিকন্দরকে ঠিকানা জিজ্ঞেস করুন। বলতে পারবে না। আসলে ওদের ঠিকানা হল আলিপুরদুয়ার শহরের কেয়ার অফ প্যারেড গ্রাউন্ড। খোলা আকাশের নীচেই বড় হচ্ছে জনাদশেক শিশু। প্রাথমিকের গণ্ডি পার হওয়ার আগেই অনেকে হাত পাকাচ্ছে চুরির মতো দুষ্কর্মে। ইতিমধ্যেই জনাপাঁচেক নাবালক ও নাবালিকার বিরুদ্ধে অসামাজিক কাজে যুক্ত হয়ে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। বারবার চুরির অভিযোগ ওঠার পর ৪ জন নাবালককে হোমেও পাঠিয়েছে পুলিশ। তাতে হবেটা কী? হোম থেকে ফিরে এসে তাদের আবার খোলা আকাশের নীচেই আশ্রয় নিতে হচ্ছে। প্রশাসন মাঝে মাঝে গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে। মুক্ত পাঠশালা হবে, সবাই পড়াশোনা শিখবে বলে প্রতিশ্রুতি মেলে। খবরের কাগজে সেসব ছাপাও হয়। তারপর সব একটু থিতিয়ে গেলেই যে-কে-সেই। প্যারেড গ্রাউন্ডের ওই শিশুরা ধুলোমাখা পায়ে, ছেঁড়া জামা গায়ে ঘুরে বেড়ায় উদ্দেশ্যহীন।

অন্ধকার ভবিষ্যৎ ২

এরপর আটের পাতায়

সাগরপারে নীল স্বপ্ন

অপ্রতিরোধ্য ভারতের সামনে আজ সংযমী নিউজিল্যান্ড

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরাটের পাখির চোখ এখন ফাইনাল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে নামার আগে প্রস্তুতিতে।

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর : ভাইয়া, এক টিকিট মিলেগা? কুছ ভি পয়সা দেনে কে লিয়ে তৈয়ার হ্যায় হাম!

মঙ্গলবারের বেলা ১টা। অন্যান্য দিনের তুলনায় মেরিন ড্রাইভে ভিড়টা একটু কম। যদিও মেরিন ড্রাইভকে বাঁদিকে রেখে ডি রোডে ঢুকে পড়লে ভাবনাটা বদলে যেতে বাধ্য!

চারদিকে থিকথিক করছে পুলিশ। গলায় সচিত্র পরিচয়পত্র না থাকলে মেরিন ড্রাইভের ঢিল ছোড়া দূরত্বের ডি রোডে প্রবেশ করা কার্যত অসম্ভব। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের আবেগ, পাগলামিটা যে ভিন্ন স্তরের। তাই অনেকেই কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী পার করে ঢুকে পড়েছেন। যাঁরা ঢুকতে পেরেছেন, তাঁদের সবারই ছিল জোড়া লক্ষ্য। এক, যদি কোনওভাবে আগামীকাল ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচের মহার্ঘ টিকিট পাওয়া যায়। দুই, একবারের জন্য যদি রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের দেখা মেলে। কেউ সফল হয়েছেন, আবার কেউ বা ব্যর্থ। সঙ্গে মুম্বইজুড়ে চলছে টিকিটের কালোবাজারি। ওয়াংখেড়ের টিকিটের দর কালোবাজারিতে এক লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। শহরজুড়ে রয়েছে টিকিট না পাওয়ার হাহাকারও।

বিকেল পাঁচটার কিছু পরে টিম ইন্ডিয়ার বাস যখন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের সামনে হাজির হল, তখন সেখানে শুধুই পুলিশ। ক্রিকেটপ্রেমীরা বহুদূরে। আর সেখান থেকেই ভারতীয় দলের নামে জয়ধ্বনি। যা শুনলে মনে হতেই পারে, ভারত বোধহয় একদিনের বিশ্বকাপ জিতে ফেলেছে। যদিও বাস্তব হল, লিগ পর্যায়ে টানা নয় ম্যাচ জয়ের পর টিম ইন্ডিয়ার আসল পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে আগামীকালই। আজ দুপুরের দিকে মুম্বইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সের মাঠে স্থানীয় ক্রিকেট সংস্থার তরফে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন দিলীপ বেঙ্গসরকার। ভারতীয় ক্রিকেটের কর্নেল রোহিতদের হুঁশিয়ারি দিয়ে আজ বলে দিয়েছেন, ‘লিগ পর্বের সাফল্য এখন অতীত। নক আউট দুই দলের জন্যই নতুন শুরু। নতুন চ্যালেঞ্জও। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে রোহিতদের কাজটা সহজ নাও হতে পারে।’

রোহিত বনাম ট্রেন্ট বোল্ট। শুভমান বনাম টিম সাউদি। বিরাট কোহলি বনাম মিচেল স্যান্টনার। রাচিন রবীন্দ্র বনাম জসপ্রীত বুমরাহ। কেন উইলিয়ামসন বনাম মহম্মদ সামি। ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচে আগ্রহ-আকর্ষণের কোনও অভাব নেই। রয়েছে ওয়াংখেড়ের বাইশ গজের অতিরিক্ত বাউন্সও। পরিস্থিতি বুঝে ঘূর্ণি পিচের আবদার জানানো টিম ইন্ডিয়া শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে কতটা সফল হল, তা নিয়ে রয়েছে সংশয়। পাশাপাশি রয়েছে, চার বছর আগে বিলেত বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারের যন্ত্রণাও। কিউয়ি শিবিরেও এমন যন্ত্রণা রয়েছে। দিনকয়েক আগেই ধরমশালায় ভারতের বিরুদ্ধে হেরেছিল নিউজিল্যান্ড। সেই ম্যাচের বদলা নেওয়ার ভাবনা প্রবলভাবে রয়েছে কিউয়ি শিবিরের অন্দরেও। আজ দুপুরে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে অনুশীলন শুরুর আগে কেন উইলিয়ামসন যেভাবে নিজেদের ‘আন্ডারডগ’ বলে চিহ্নিত করেছেন, তারপর একটা বিষয় স্পষ্ট। কিউয়িরা আগামীকাল সেমির যুদ্ধে অনেক বেশি তৈরি হয়ে, পরিকল্পনা করে মাঠে নামতে চলেছেন।

নয় ম্যাচ। নয় ম্যাচেই অনায়াস জয়। একদিনের বিশ্বকাপের আঙিনায় টিম ইন্ডিয়াই একমাত্র দল, যারা হারতে পারে বা কোনও দল ভারতকে হারাতে পারে- এমনটা মনে হয়নি।

এরপর আটের পাতায়

মুখোমুখি ৫ জুটি

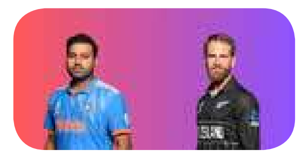

কেন বনাম সামি

চলতি আসরে কিউয়ি অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন মাত্র তিনটি ম্যাচ খেলেছেন। কিন্তু মাঝের ওভারে ইনিংস চালানোর ক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধহস্ত। সেখানে সামি ৫ ম্যাচে ১৬ উইকেট নিয়ে দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন

রোহিত বনাম বোল্ট

রোহিত শর্মা চলতি বিশ্বকাপে সর্বাধিক রান সংগ্রাহকের তালিকায় চার নম্বরে রয়েছেন। বুধবার তাঁর সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে হাজির হবেন বাঁহাতি পেসার ট্রেন্ট বোল্ট। বোল্টের প্রথম স্পেল রোহিত সামলে দিলে টিম ইন্ডিয়ার মিডল অর্ডারের অনেকটাই সুবিধা হবে

বিরাট বনাম স্যান্টনার

বাঁহাতি স্পিনারের বিরুদ্ধে বিরাট কোহলির পরিসংখ্যান ভালো নয়। চলতি বিশ্বকাপে ৯ ম্যাচে ৫৯৪ রান করা বিরাট বুধবার মিচেল স্যান্টনারের বিরুদ্ধে এই দুর্বলতা কাটাতে চাইবেন। এখনও পর্যন্ত ১৬ উইকেট নেওয়া স্যান্টনারকে কীভাবে কোহলি সামলান তার উপর ভারতের ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করবে

রাচিন বনাম বুমরাহ

চলতি বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা আবিষ্কার রাচিন রবীন্দ্র। ওপেনিংয়ে নেমে ৯ ম্যাচে ৫৬৫ রান করে বিশেষজ্ঞদের চমকে দিয়েছেন তিনি। নতুন বলে রাচিনের সামনে কাঁটা বিছিয়ে রাখবেন বুমরাহ। ৯ ম্যাচে ১৭ উইকেট পাওয়া জসপ্রীত বুমরাহকে খেলা রাচিনের পক্ষে সহজ হবে না

মিচেল বনাম কুলদীপ

গ্রুপ পর্বে ভারতের বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ড হারলেও ড্যারিল মিচেল শতরান করেছিলেন। আগামীকালও তিনি সেই পুনরাবৃত্তি করতে চাইবেন। মাঝের ওভারে মিচেলের ব্যাটকে থামানোর দায়িত্ব থাকবে কুলদীপ যাদবের উপর

জেলে খাবার নিয়ে বালুর আবদারে না

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : পাঁচ পদে মধ্যাহ্নের আহার। তা বলে মোটেও ভূরিভোজ নয় কিন্তু। নিছকই ডায়াবিটিক রোগীর পথ্য। প্রথমে আপত্তি করলেও সেই খাবারই মঙ্গলবার মুখে তুলতে হল বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। কোনও আপত্তিই তাঁর খাটছে না। সোমবার সন্ধ্যায় জেলে আসার পর সেলে থাকতে বেঁকে বসেছিলেন। এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানোর আবদার জুড়েছিলেন।

কারা দপ্তর সূত্রে খবর, প্রেসিডেন্সি জেলে হম্বিতম্বি না করলেও জ্যোতিপ্রিয়র যুক্তি ছিল, ‘আমি রাজ্যের মন্ত্রী। জেল রাজ্যের আওতায়। আমি এই সেলে থাকব না। আমাকে এসএসকেএমে পাঠাও। আমার বাঁদিক প্যারালাইসড হয়ে গিয়েছে।’ সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ সেই আবদারে কান দেয়নি। বরং মন্ত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে সংশোধনাগারের হাসপাতাল জানিয়ে দিয়েছে, ‘আপনার শারীরিক অবস্থা ঠিকই আছে। হাসপাতালে ভর্তি করার দরকার নেই।’

তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছেন র‍্যাশন দুর্নীতিতে ধৃত প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী। যিনি ঘনিষ্ঠ মহলে বালু নামে বেশি পরিচিত। ইডি’র জেরার সময় অনেক তথ্য মনে পড়ছে না কিংবা ভুলে গিয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে হনুমান চালিশা পাঠ করতে ভুললেন না। মঙ্গলবার বজরংবলীর পুজো করা জ্যোতিপ্রিয়র দীর্ঘদিনের অভ্যাস। সংশোধনাগারে বজরংবলীর পুজো করার সুযোগ পাননি বটে, কিন্তু সকালে স্নান করে হনুমান চালিশা পাঠ করতে বসে পড়েন।

প্রাতরাশ সামান্যই করেছেন মঙ্গলবার। চিনি ছাড়া লাল চা, দু’পিস মাখন লাগানো পাউরুটি ও ১টি কলা দেওয়া হয়েছিল তাঁকে।

এরপর আটের পাতায়

শহরে পরিত্যক্ত আবাসনে মিলল কঙ্কাল

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : শিলিগুড়ি শহরের সম্ভ্রান্ত এলাকা বলে পরিচিত হাকিমপাড়ায় একটি পরিত্যক্ত নির্মীয়মাণ আবাসন থেকে নরকঙ্কাল উদ্ধার হল। সোমবার বিকেলে এমন ঘটনায় গোটা শহরেই হইচই পড়ে যায়। মৃতদেহটি কার, কীভাবে সেটি সেখানে এল, তা নিয়ে জল্পনার শেষ ছিল না। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

সোমবার বিকেলে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিকে ভদ্র সরণির প্রবীণ বাসিন্দা জ্যোতিষ মজুমদার রোজকার মতো পথকুকুরদের খাবার দিচ্ছিলেন। পাড়ার সবার প্রিয় রোজিকে খাওয়ানোর হাজার চেষ্টা করলেও সে মুখে খাবার তোলেনি। যতবার রোজির মুখে খাবার তুলে দিতে যাচ্ছিলেন ততবারই মুখ সরিয়ে নিচ্ছিল রোজি। জ্যোতিষবাবু একটু জোরে বকুনি দিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টা করতেই রোজির চোখ থেকে জল ঝরতে থাকে। চারদিকে তাকিয়ে জ্যোতিষবাবু বুঝতে পারেন রোজির কান্নার কারণ। কিছুদিন আগেই রোজির ছয়টি বাচ্চা হয়েছে। কিন্তু সোমবার তার চারটি বাচ্চা আশপাশে ঘোরাঘুরি করলেও বাকি দুটি নিখোঁজ। রোজিকে কিছু আর না বলে জ্যোতিষবাবু তাঁর বাড়ির পরিচারিকাকে বলেন, বাচ্চা দুটিকে খুঁজে দেখতে।

রোজির দুটি বাচ্চার খোঁজে পাশের একটি পরিত্যক্ত বহুতলে ঢোকেন ওই পরিচারিকা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেড়তলায় দরজা খোলা একটি ঘরে ঢুকে চিৎকার করে ওঠেন তিনি। কোনওরকমে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠেন। তাঁর চিৎকারে ছুটে আসেন পড়শিরাও। কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানা হয়, ঘরটিতে পড়ে রয়েছে একটি নরকঙ্কাল।

কমলার কথা শুনে চমকে ওঠেন প্রতিবেশীরা। প্রথমে কেউ বিশ্বাস করতে পারেননি। পাড়ার ছেলেরা বাড়ির ঘরটিতে গিয়ে দেখেন, একটি নরকঙ্কাল পড়ে রয়েছে মেঝেতে। পরনে শার্ট-প্যান্ট থাকলেও তা কোনওভাবে কঙ্কালের উপর জড়ানো। কীভাবে কঙ্কালটি এল এখানে, তবে কি এখানে কাউকে হত্যা করে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে, রাতের অন্ধকারে কি এখানে অসামাজিক কাজকর্ম হয়, নাকি ভবঘুরে কারও এখানে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে- এমন নানা প্রশ্নে তোলপাড় হতে থাকে এলাকা।

বহুতলটির মালিক নিলয় মজুমদারের বক্তব্য, ‘পারিবারিক সমস্যার কারণে আদালতের নির্দেশে কাজ বন্ধ থাকায় বাড়িটি পড়ে রয়েছে।

এরপর আটের পাতায়

আতঙ্কে স্থানীয়রা

- হাকিমপাড়ার পরিত্যক্ত আবাসনে প্যান্ট-শার্ট পরা কঙ্কালটি উদ্ধার হয়
- এলাকার একটি পথকুকুরের দুটি ছানার খোঁজে ওই বাড়িতে ঢুকেছিলেন এক মহিলা
- দেড়তলার একটি খোলা ঘরে কঙ্কালটি পড়ে থাকতে দেখেন তিনি
- নীচে নেমে তাঁর চিৎকারে পাড়ায় বিষয়টি জানাজানি হয়

নজরকাড়া

হাসপাতালেই রোগীদের গণকবর

তিনের পাতায়

মিজোরামে আশ্রয়

তিনের পাতায়

আতশবাজির দূষণে দমবন্ধ শিলিগুড়ির

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : কেউ প্রাতর্ভ্রমণের মাঝপথেই বাড়ির পথ ধরলেন, অনেকে আবার রণে ভঙ্গ দিয়ে চায়ের দোকানে চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। অন্যান্য দিন শিলিগুড়ির কলেজপাড়ায় যে ছবি দেখা যায় এদিন সেই ছবি একেবারেই আলাদা ছিল। শ্বাসকষ্টের সমস্যাই দায়ী, প্রত্যেকের দাবি। পরিস্থিতির হঠাৎ এই ভোলবদলের পিছনে আবহবিদরা বায়ু দূষণের প্রসঙ্গের অবতারণা করছেন। দীপাবলিকে কেন্দ্র করে শহরে প্রচুর সংখ্যায় আতশবাজি পোড়ানোর জেরেই এই সমস্যা বলে তাঁরা জানাচ্ছেন। আতশবাজির কল্যাণে দূষণের মাত্রা যে বেড়েছে, তা শহরের এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) পরিসংখ্যানেও পরিষ্কার। চিকিৎসকরা এহেন পরিস্থিতিতে সবাইকে সকাল-রাতে বাড়ির বাইরে না থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন। বাড়ির বাইরে পা রাখতে হলে তাঁরা মাস্ক ব্যবহার করতে বলছেন।

আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুসারে, ১৪ অক্টোবর শিলিগুড়িতে শেষ বৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ, শহর এক মাস ধরে বৃষ্টিহীন। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বললেন, ‘এসময় বৃষ্টি না থাকায় বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ বেড়ে যায়। যা ঠান্ডা পড়লেই অনেকটা নীচে ভাসতে থাকে। তার মধ্যে মাত্রারিক্ত আতশবাজি পোড়ানোয় দূষণের মাত্রা আরও বেড়েছে।’

বিভিন্ন মহল থেকে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হলেও, শিলিগুড়ি শহরের একটি বড় অংশই এবারও তাতে কর্ণপাত করেননি। কালীপুজোর আগের রাত থেকেই শহরে কান ফাটিয়ে নিষিদ্ধ শব্দবাজির দাপট শুরু হয়। আতশবাজির দাপটও পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শিলিগুড়িতে দূষণের মাত্রা বেড়ে যায়। একিউআই অনুসারে, কালীপুজোর আগের দিন অর্থাৎ ১১ নভেম্বর সন্ধে সাড়ে ৫টায় প্রতি কিউবিক বর্গমিটারে ২.৫ পিএমের (পার্টিকুলার ম্যাটার) পরিমাণ ছিল ১০৬ মাইক্রোগ্রাম। কালীপুজোর রাত সাড়ে ৯টায় তা বেড়ে ১৫৭-তে পৌঁছে যায়। রাত সাড়ে ১২টায় তা ১৬৮-তে পৌঁছায়। কিছুটা কমলেও সোমবার রাত সাড়ে ৯টায় তা ১৪৯ ছিল। কিন্তু রাতে বাজি পোড়ানো শুরু হতেই রাত সাড়ে ১১টার সময়, অর্থাৎ দুই ঘণ্টার ব্যবধানে প্রতি কিউবিক বর্গমিটারে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৬৪ মাইক্রোগ্রামে দাঁড়ায়। ২.৫ পিএমের এই বৃদ্ধির মধ্যেই স্পষ্ট গত দু’দিনে শহরে কীভাবে দূষণের পরিমাণ বেড়েছে।

দীপাবলির রাতে এভাবেই বাজি পুড়েছে শহরে। -ফাইল চিত্র

দূষণ বৃদ্ধির এই প্রবণতার জন্য অসচেতনভাবে বাজি পোড়ানোকে বিভিন্ন সংগঠন দায়ী করেছে। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপনারায়ণ তালুকদার বললেন, ‘বিধিনিষেধ উপেক্ষা করেই শহরে প্রচুর বাজি পুড়েছে। পরিবেশের কথা কেউ চিন্তা করেনি। ফলে নিজেরাই বিপদ ডেকে এনেছি।’ দূষণের জন্য চোখ, ফুসফুস ও ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে বলে চিকিৎসকরা মনে করছেন। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, ‘বাজিকে রঙিন করার জন্য এখন বিভিন্ন ধাতব পদার্থ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যার মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়ামের মতো পদার্থ রয়েছে। এগুলি ফুসফুস সহ শরীরের বিভিন্ন অংশে জমাট বেঁধে ক্ষতি করছে।’ গত দু’দিনে শ্বাসকষ্টজনিত রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে বলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চেস্ট বিভাগের প্রধান ডাঃ ইন্দ্রনাথ ঘোষ জানিয়েছেন। নানা ওষুধের দোকান সূত্রে খবর, ইনহেলার বিক্রি হার অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৫৭৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭০৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭০৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ঋণ নিয়ে নির্মিত 'স্বপ্নপুরী'তে বহু স্বপ্ন

সিউড়ি, ১৪ নভেম্বর ঃ তখন তিনি ক্লাস ইলেভেনে। অন্য মেয়েরা মগ্ন নিজের জীবনটাকে সুন্দর করে সাজানোর স্বপ্নে। সেই সময় ছবিলা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, সংসারে ব্রাত্য মহিলাদের জন্য কিছু করবেন। বড় হওয়ার পরও ইচ্ছেটা জিইয়ে রেখেছিলেন। সিউড়ি থানার সাইবার ক্রাইম বিভাগের কর্মী ছবিলা খাতুনের সেই স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। ঋণ নিয়ে তিনি তৈরি করেছেন আশ্রম। তার নাম দিয়েছেন 'স্বপ্নপুরী'। সেই স্বপ্নপুরীতে ঠাঁই পেয়েছেন ২২ জন অসহায় মহিলা।

রাস্তাটা কিন্তু মসৃণ ছিল না মোটেই। ছবিলার কথায়, 'ছোট থেকে যে স্বপ্নটা দেখতাম, পুলিশে চাকরি করতে এসে সেটা আরও জোরদার হয়। থানার ডিউটি করতে গিয়েই দেখেছি সমাজ-সংসারের জাঁতাকলে পড়ে এক-একজন মহিলার কী দুঃসহ পরিস্থিতি। আমার অনেক ভাগ্য যে তাঁদের জন্য একটা আশ্রয় গড়তে পেরেছি আমি।' কাজটা কিন্তু সহজ ছিল না মোটেই। একার উদ্যোগে এমন কিছু গড়তে গিয়ে বারবার হোঁচট খেতে হয়েছে ছবিলাকে। তবু দমে যাননি। এর থেকে তার থেকে ধার করে দাঁড় করিয়েছেন তাঁর স্বপ্নপুরী। একে একে এসেছেন নিরাশ্রয় মহিলারা। সমাজ-সংসারে যাঁদের দাঁড়ানোর এতটুকু জায়গা ছিল না। বাড়তে বাড়তে এখন ২২ জন মহিলা স্বপ্নপুরীর বাসিন্দা। মাথার উপর এক টুকরো ছাদ আর দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের নিশ্চিন্ত আশ্বাস তাঁদের দিতে পেরে খুশি ছবিলাও। জিপিএফ থেকে আট লাখ টাকা লোন নিয়ে এখন অনেকটাই মিটিয়ে ফেলেছেন ধারদেনা।

রোজ ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে ওঠেন ছবিলা। নিজের ছোট্ট ঘরকন্না সামলে একেবারে তৈরি হয়ে চলে আসেন আশ্রমে। একেবারে রোজের বাজার নিয়ে। প্রতিটা আবাসিকের দেখভাল করে তারপর যান সিউড়ি থানায়। নিজের কর্মস্থলে। পেশা আর নেশা দুটোর প্রতিই সমান দায়িত্বশীল ছবিলা। তাঁর আশ্রয়ে মায়েরা ভালো থাকুক এই স্বপ্নটা সফল হয়েছে। এখন স্বপ্নপুরী লাগোয়া আদিবাসী গ্রামের ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে ভাবনা ছবিলার। রবিবার করে তাদের জন্য নাচ-গান-ছবি আঁকা শেখার ব্যবস্থা করতে চলেছেন। যাতে হতদরিদ্র পরিবারগুলিতে লালিত সাদা-কালো শৈশবে একটু রং লাগে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

হেঁটে বিয়ের আসরে বর

কটক, ১৪ নভেম্বর ঃ আচমকাই গাড়িচালকরা ধর্মঘট ডেকেছেন। সব ধরনের গাড়ি চলাচল বন্ধ। একটাও গাড়ি না পেয়ে ২৮ কিলোমিটার পথ হেঁটে বিয়ে করতে গেলেন বর। ঘটনাটি ঘটেছে ওড়িশার রায়গড় জেলায়। বরযাত্রী সহ নতুন বরের হেঁটে বিয়ে করতে যাওয়ার সেই ভিডিও সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে। সবাই বরকে এর জন্য কুর্নিশ জানাচ্ছেন।

পাত্রের বাড়ি ওড়িশার রায়গড় জেলার সুনাখান্ডি পঞ্চায়েত এলাকায়। পাত্রীর বাড়ি সেখান থেকে ২৮ কিলোমিটার দূরে কল্যাণসিংহপুর ব্লকের দিবালপাড়ু গ্রামে। বিয়ের একদিন আগেই তাঁরা গাড়ি ধর্মঘটের কথা জানতে পারেন। কেউই কোনও কূলকিনারা বের করতে পারেননি। বিয়ের তারিখ থাকলেও কোনও চালকই ধর্মঘট ভেঙে স্টিয়ারিং হাতে নিতে রাজি হননি। শেষপর্যন্ত পাত্র জানান, গাড়ি না পেলে হেঁটেই বিয়ে করতে যাবেন। সেই মতো বাড়ির কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে বিয়ের একদিন আগেই হবু শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন পাত্র। বিয়ের দিন নির্ধারিত সময়ে পাত্রীর বাড়ি পৌঁছান তাঁরা। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বিয়েতে বসেন বর। তারপর সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয় বিয়ে।

গাছ রক্ষায় মেহগনিতে ফোঁটা শিক্ষিকার

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর ঃ বাড়ির ভিতরে বিশাল মেহগনি গাছ। এই গাছকেই ভাই হিসাবে সম্বোধন করেন শিক্ষিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার প্রতিপদে মেহগনি গাছে ভাইফোঁটা দিলেন রমা। জলপাইগুড়ি শহরে অরবিন্দনগরের এই শিক্ষিকার বাড়িতে প্রচুর গাছ রয়েছে। চারদিকে বৃক্ষনিধন দেখে তিনি ব্যথিত এবং মর্মাহত। প্রতি বছর মেহগনি গাছে ভাইফোঁটা দেন তিনি। গাছটির বয়স ২২ বছর। মঙ্গলবার সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে শিশির সংগ্রহ করেছেন রমা। রেকাবিতে চন্দন বেটে রেখেছিলেন। প্রতিপদের ভাইফোঁটার নির্ঘণ্ট শুরু হতেই তিনি বিশাল গাছের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করলেন, ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যম দুয়ারে পড়ল কাঁটা... প্রতীকী হিসাবে ভাই মেহগনি গাছকে মিষ্টিমুখও করান রমা। জলপাইগুড়ির অন্যতম প্রাচীন জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, 'গাছ আমাদের সম্পদ। এই সম্পদকে যে কোনও মূল্যেই রক্ষা করতে হবে। ভারতের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বন সাফাইয়ের কারণে বাস্তুতন্ত্রের উপর আঘাত আছড়ে পড়েছে। যার পরিণতিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হচ্ছে বারেবারেই।' তাঁর অভিযোগ, ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর নির্মাণের সময়ে বহু গাছ কাটা পড়েছে। মাথায় রাখতে হবে একটি গাছ কাটলে দশটি গাছ লাগাতে হয়। তবেই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকবে। প্রকৃতিপ্রেমী এই শিক্ষিকা বলেন, 'লাটাগুড়িতে ফ্লাইওভার নির্মাণের সময়ে বহু গাছ কাটা হয়েছে যার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটেছে। সাম্প্রতিক সিকিমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের গাছ আরও বেশি করে লাগাতে হবে।' রমাদেবীর বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, ছোট ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠরত এবং স্বামী সমাজকর্মী। ছেলেদের পাশাপাশি স্বামীর কাছ থেকে বনায়নের ক্ষেত্রে কাজ করবার বিষয়ে সব সময় অনুপ্রেরণা পান তিনি। গাছে ফোঁটা দেওয়ার জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা এই শিক্ষিকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বিজ্ঞানকর্মী তথা জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক রাজা রাউত বলেন, 'মেহগনি গাছে ভাইফোঁটা দেবার ঘটনা খুবই অভিনন্দনযোগ্য। এই কাজের মাধ্যমে জনসচেতনতা জাগ্রত হবে। রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের অনুসরণ করা উচিত।'

গাছকে ফোঁটা দিচ্ছেন রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে।

রকমারি মিষ্টি। ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে কলকাতার হেদুয়ার একটি দোকানে। মঙ্গলবার।

জৈব রসায়ন নিয়ে গবেষণা
জার্মানিতে দিনহাটার সমীরণ

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৪ নভেম্বর ঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেব কনক সাহা, সৌমিক সরখেল অনেক আগেই দিনহাটার নাম উজ্জ্বল করেছেন। এবার সেই তালিকায় সংযোজন হলেন সমীরণ দেব। দিনহাটা পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সমীরণ গবেষণার জন্য সুযোগ পেয়েছেন জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউটে। বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ডের ঠিক পরের তালিকাতেই রয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। আর সেখানেই দিনহাটার ছেলে সমীরণের সুযোগ নিঃসন্দেহে যে বড় পাওনা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সমীরণের বাবা পরিতোষ দেব পেশায় একজন ব্যবসায়ী, মা শম্পা দেব গৃহবধূ। ছেলের সাফল্যে রীতিমতো বাকরুদ্ধ পরিতোষবাবু। তিনি বলেন, ছেলেকে পড়া নিয়ে সেভাবে কখনও বলতে হত না, ওর সাফল্যে স্বভাবতই আমরা সকলেই খুব খুশি।

সমীরণ ২০১৪ সালে গোপালনগর এমএসএস উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন, এরপর দিনহাটা হাইস্কুল থেকে ২০১৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। এবিএন শীল কলেজ থেকে ২০২০ সালে স্নাতক সম্পূর্ণ করে ২০২২ সালে মাদ্রাজ আইআইটি থেকে স্নাতকোত্তর সম্পূর্ণ করেন। তবে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ সম্পর্কে সমীরণ জানান, ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোর্টালে আবেদনের সুযোগ দেয়। সেখানেই সারা বিশ্বের পড়ুয়ারা আবেদন করেন। সমীরণ আবেদন করলে তার ভিত্তিতে ইন্টারভিউ হয়। তাতে উত্তীর্ণ হলে দিনহাটার যুবকের কাছে গবেষণার সুযোগ আসে। সমীরণ বলেন, 'জৈব রসায়ন নিয়ে গবেষণা করব। গাছের যে উপকারী রাসায়নিক উপাদান থাকে তাকে বের করাই আমার মূল লক্ষ্য।'

উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, 'তুলসী গাছের উপকারী উপাদানের জন্য আমরা গোটা তুলসী গাছ তুলে ফেলতে পারি না। বরং তার মধ্যে কোন উপকারী যৌগ আছে তার অনুসন্ধান করাই হবে আমার গবেষণার বিষয়। গবেষণা শেষ করে দেশে ফিরে কোনও বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র গড়ার ইচ্ছে যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে আরও উচ্চতর গবেষণার কাজ করার ইচ্ছে।' তবে সুখপ্রাপ্তির মাঝে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতি নিয়ে সমীরণ হতাশ। তিনি এর ভুক্তভোগী না হলেও বলেন, এখানে গবেষণার কাজ শেষ করতে প্রায় পাঁচ বছর লেগে যেতে পারে। সেখানে জার্মানিতে তিন বছরেই হয়ে যেতে পারে।

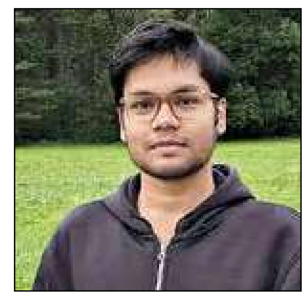

দিনহাটা হাইস্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক জয়ন্ত চক্রবর্তী বলেন, 'ওর শিক্ষক হিসেবে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি। সমীরণ দিনহাটার নবীন প্রজন্মের কাছে একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।'

আয়া / পরিচারিকা

24 ঘণ্টার জন্য পিছুটানহীন মহিলা সত্বর প্রয়োজন, থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। Mob. - 8617038942 / 9051909820 (M-104908)

চলচ্চিত্র

বিখ্যাত শিল্পীর সিনেমায় অভিনয়ে নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। বয়স 10-65, ফ্রি অডিশন শিলিগুড়িতে। 7595865299. (C/108210)

বিক্রয়

নিউ কোচবিহারে বাইশগুড়ির মেইন রোডের পাশে ফ্লাইওভারের নীচে। তিনদিকে দেওয়াল দেওয়া ৩ কাঠা জমি সত্বর বিক্রয় হইবে। (M) 9434028924. (C/107337)

দানের টাকায় অ্যাম্বুল্যান্স

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : বিভিন্ন বড়-ছোট মন্দিরের সামনে কিংবা বিগ্রহের সামনে রাখা থাকে দানবাক্স। সেই বাক্সে দান করে যান ভক্তরা। পরে সেই টাকা মন্দিরের উন্নয়নের কাজে লাগান মন্দির পরিচালন কমিটিগুলি। কিন্তু এর ভিন্ন ছবি দেখা গেল জলপাইগুড়ির নবারুণ সংঘ ক্লাব ও পাঠাগারের পুজোমণ্ডপে। তাদের মণ্ডপের দানবাক্সের অর্থ দিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু হচ্ছে।

এবার নবারুণ সংঘ ক্লাব ও পাঠাগারের থিম অসমের কামাখ্যা মন্দির। সেই মন্দিরের রেপ্লিকা বানাতে কোনও খামতি রাখেননি পুজো উদ্যোক্তারা। গত বছর ছিল কেদারনাথ মন্দির। পুজো কমিটির সম্পাদক রাজেশ মণ্ডল বলেন, 'গত বছর মন্দিরের ভেতরে রাখা রেপ্লিকা দানবাক্সে প্রণামী পড়ে। ওই বাক্স খোলা হলে দেখা যায় তাতে রয়েছে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮৬৭ টাকা। এই টাকার অঙ্ক দেখে সবাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিই, ওই টাকা পুজোর কাজে নয় বরং মানুষের সেবায় ব্যয় করা হবে।'

সব দিক বিচার করে তাঁরা ঠিক করেন ওই অঞ্চলে অ্যাম্বুল্যান্স খুব দরকার। ওই টাকা খরচ করে কেনা হয় একটি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি। কমিটির কোষাধ্যক্ষ সুখদেব চন্দ বলেন, 'গতবারের টাকা দিয়ে আমরা একটি সেকেন্ড হ্যান্ড মার্শাল গাড়ি কিনে সেটাকে সারাই করে অ্যাম্বুল্যান্স বানিয়েছি। ১৬ তারিখ আমরা সেই অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা বিনামূল্যে দেওয়ার কাজ শুরু করব। সঙ্গে ওই দিন ১০ জন বিশেষভাবে সক্ষমদের হাতে হুইলচেয়ার তুলে দেব। সবটাই দানবাক্সের টাকায়।'

মায়ের পায়ে টাকার ঢিপি।

এবছর কোনও দানবাক্স রাখা হয়নি পুজোমণ্ডপে। ক্লাবের সদস্য সৌতম ঘোষ বলেন, 'এবছর আমরা দানবাক্স না রাখলেও মণ্ডপের ভেতরে ঢুকে দেখি মায়ের মূর্তির পায়ে টাকার ঢিপি। সব টাকা মানুষের উপকারেই খরচ করব।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার সঙ্গে অহেতুক মনোমালিন্য। আজ পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা এবং আনন্দ। **বৃষ :** সারাদিন অস্থিতার মধ্যে কাটবে। ব্যবসার প্রয়োজনে বাইরে যেতে হতে পারে। **মিথুন :** নতুন কোনও অফিসে যোগ দেওয়ার সুযোগ আসতে পারে। হাঁটুর ব্যথায় ভোগান্তি। **কর্কট :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। মায়ের শরীরের দিকে নজর রাখতে হবে। পেটের সমস্যা। **সিংহ :** কোনও শুভ যোগাযোগে আনন্দ। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করা যেতে পারে। **কন্যা :** হঠাৎ কোনও চেনা লোক খারাপ ব্যবহার করতে পারে। পথে খুব সাবধানে চলুন। **তুলা :** ব্যবসার জন্য খুব বেশি ঋণ নিলে ভুল করবেন। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। **বৃশ্চিক :** মিথ্যে অপবাদ আপনার ওপরে কেউ চাপাতে পারে। সারাদিন উৎকণ্ঠা। **ধনু :** বাবার শরীর নিয়ে তেমন কোনও চিন্তার কারণ নেই। পাওনা আদায় হওয়ায় নিশ্চিন্ত। **মকর :** অংশীদারি ব্যবসায় সমস্যা হতে পারে। আজ প্রেমের সঙ্গীকে অবশ্যই সময় দিন। **কুম্ভ :** কোনও সমস্যার সমাধান আজ হয়ে যাবে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর খারাপ। মীন : হঠাৎ দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। ছেলের চাকরির সংবাদে খুশি হবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৮ কার্তিক ১৪৩০, ভাঃ ২৪ কার্তিক, ১৫ নভেম্বর ২০২৩, ২৮ কাতি, সংবৎ ২ কার্তিক সুদি, ৩০ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৫৪ অঃ ৪।৫০। বুধবার, দ্বিতীয়া দিবা ১।৫৬। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।৯। অতিগণ্ডযোগ দিবা ১।৫৪। কৌলবকরণ দিবা ১।৫৬ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১। ২৬ গতে গরকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, শেষরাত্রি ৪।৯ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ১।৫৬ গতে দোষ নাই। যোগিনী-উত্তরে, দিবা ১। ৫৬ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৮।৩৮ গতে ১০।০ মধ্যে ও ১১।২২ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩৮ গতে ৪।১৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১০।২০ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, দিবা ১। ৫৬ গতে মাত্র পূর্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৯ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- সাধভক্ষণ নিষ্ক্রমণ মুখ্যান্নপ্রাশন (গৃহপ্রবেশ) বিক্রয়বাণিজ্য হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যবৃদ্ধিদান কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং তৃতীয়ার সপিণ্ডন। দিবা ১। ৫৬ মধ্যে ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকৃত্য (ভাইফোঁটা)। যম-যমুনা-চিত্রগুপ্ত ও যমদূত পুজো। অমৃতযোগ- ৬।৫১ মধ্যে ও ৭।৩৪ গতে ৮।১৬ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৩২ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪১ গতে ৬।৩৪ মধ্যে ও ৮।২১ গতে ৩।২৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৫১ গতে ৭।৩৪ মধ্যে ও ১।১৫ গতে ৩।২২ মধ্যে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) এতদ্বারা মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে আউট অফ হোম (ওওএইচ), রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল এবং ডিজিটাল)-এর চুক্তির জন্য ই-অকশন আহ্বান [illegible]

মালদা ডিভিসনে আউট অফ হোম (ওওএইচ)-এর জন্য ই-অকশন [illegible]

মালদা ডিভিসনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল)-এর জন্য ই-অকশন [illegible]

মালদা ডিভিসনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (আরডিএন-ডিজিটাল)-এর জন্য ই-অকশন [illegible]

[illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

MLD-83/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING E-TENDER
E-Tender No. 23 (2nd Call) of 2023-2024 of EE/BD/PHED, vide Memo bearing No. 1831/BD Dated-10/11/2023

E-Tender is hereby invited on behalf of the Governor of West Bengal, vide e-Tender No. WBPHED/EE/BD/NIeT_23 (2nd Call) of 2023-2024 [Tender ID :- 2023_PHED_603483_1) in connection with 01 (One) no. work related to allied distribution Pipeline laying work at Gangarampur Block under Balurghat Division, PHE Dte. For details please see website : https://wbtenders.gov.in & https://wbphed.gov.in Online Bid Submission Start and end date 11/11/2023 at 10.00 A.M. and 23/11/2023 up to 03.00 P.M. respectively. Sd/- Executive Engineer, Balurghat Division, P.H.E. Dte.
ICA-T23264(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Assistant Director of Agriculture (Admn.), Soil Conservation, Coochbehar
TENDER NOTICE
e-NIT No. 09/SOIL/NFSM/2023-24 & 10/SOIL/NMEO/2023-24 dated 03.11.2023
(https://wbtenders.gov.in)

E-tender is hereby invited in percentage of rate basis (below/ at par/ above) for In-situ Soil moisture conservation by construction of Periphery Bundh (PB) in Two Cover System (E-procurement) under Site Specific Activities of Soil and Water Conservation for NFSM-Rice & NMEO-Oilseeds on watershed basis from resourceful & bonafide agencies. Last date of application for tender papers is 17.11.2023, 11:00 Hrs. For Details, please visit the site or office of the Asstt. DA (Admn), Soil Cons., Coochbehar.
ICA-T23212(2)/2023

যোগীঘোপায় প্রস্তাবিত পিএফটি সাইডিংয়ের সাথে যুক্ত সিগন্যালিং কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: আরএন-এসটি-২১-২০২৩-২৪, তারিখ: ০৯-১১-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং.: আরএন-এসটি-২১-২০২৩-২৪; কাজের নাম : রঙ্গিয়া ডিভিশনে বিজি।। সেকশনের যোগীঘোপায় (জেপিজেডে) প্রস্তাবিত পিএফটি সাইডিংয়ের সাথে যুক্ত সিগন্যালিং কাজ। টেন্ডার মূল্য: ₹ ৮১,২৯,৭৩৮.৫৫; বায়না মূল্য: ₹ ১,৫৬,৬০০/-; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ০৫-১২-২০২৩ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডিআরএম (এসএন্ডটি), রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ডিএসডিসি-এর জন্য বিভিন্ন গার্ডার ব্রিজে ওএইচই পরিবর্তনের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-২৫-২০২৩-২৪, তারিখ : ১০-১১-২০২৩। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম : রঙ্গিয়া ডিভিশনে :- ডিএসডিসি (ডাবল স্ট্যাক ডাওয়ার্ফ কন্টেনার)-এর জন্য বিভিন্ন গার্ডার ব্রিজে ওএইচই পরিবর্তনের কাজ। টেন্ডার মূল্য: ২,৩৪,২৬,৫০৮.৭৭ টাকা। বায়নার ধন : ২,৬৭,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৯-১১-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি/রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আইএমএফ-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএছ-৫২৩ তারিখঃ ০৭-১১-২০২৩। নিম্নে উল্লিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে কাজের নামঃ সিএণ্ডডব্লিউ নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপে ০১ (এক) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের এসি কোচসমূহের ফায়ার ডিটেকশন এবং এলার্ম সিস্টেম ও পাওয়ারপেন্ট্রি কারসমূহে ফায়ার ডিটেকশন এবং সাপ্রেশন সিস্টেমের জন্যে বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা প্রদান করা। টেন্ডার রাশিঃ ৯১,৭৯,৭৪৫.১০ টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৮৫,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২১-১১-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট অবলোকন করুন।
সিডব্লিউএম, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Kendriya Vidyalaya Sevoke Road
Admission Notice
Course Name
Assistant Yoga Instructor Under Skill Hub (PMKVY 4.0)

Kendriya Vidyalaya Sevoke Road is inviting applications from Indian individuals having age between 15-45 years for the skill-based certification courses offered under the PMKVY 4.0 (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) at Kendriya Vidyalaya Sevoke Road and have a course duration of approximately 240 hours. Interested individuals can register for the following skill-based certification courses under PMKVY 4.0 at Kendriya Vidyalaya Sevoke Road.

Sr. No.	Name of the Course	Course Duration (Hours)
1	Assistant Yoga Instructor (Assistant Yoga Instructor/HSS/Q4002)	240 hrs.

Registration Guidelines :
- The course will be in Offline mode at Kendriya Vidyalaya Sevoke Road.
- Online registration is **free of cost** for the candidates.
- No fees will be charged from the candidates for the said training/ course.
- Last date for applying is **16th November 2023.**
- Interested candidates may report to KV Sevoke Road Salugara from 15th to16th November 2023 between 10 AM to 01 PM.
- Interested candidates are advised to apply online at the following link.

https://www.skillindiadigital.gov.in/courses

Contact us :
For any query, please feel free to contact at kvsevokeroad1981@gmail.com

Principal
Kendriya Vidyalaya, Sevoke Road.

PUBLIC NOTICE

Memo No-3077/15-Veh **Dated : 15th November 2023**

It is hereby informed that the under mentioned seized vehicles are lying unclaimed in the custody of Forest Department in C/W different forest offences.
Claimants, if any, are requested to appear in person before the undersigned at Office Chamber on 14.12.2023 with vaild documents, otherwise the vehicles will be confiscated to the State of West Bengal under Section 59A of Indian Forest Act (West Bengal Amendment 1988) Act, 1927.

Sl No.	Vehicle No	Vehicle Type
1	Engine No-DHZCCG84469, Chassis No-MD2A110Z8CCG86676	Motor Bike
2	WB 66 F 0314	Motor Bike
3	Chassis No MD2D8DJ270CJ02282	Motor Bike
4	AS 17 B 4912	Pick Up
5	Chassis No-ST91 IN 579232	Motor Bike
6	AS 16A 0962	Motor Bike
7	Chassis No-99L19F09276	Motor Bike
8	Chassis No-02G20F4419	Motor Bike
9	Chassis No-ST911137202	Maruti Van
10	Chassis No-335NCIAXA456XAL50	Mahindra Pick Up
11.	WB 63 8812	Mahindra Pick Up
12.	WB 72A 8546	Motor Bike
13.	WB 63 9995	Pick Up
14.	WB 70H 2582	Motor Bike
15.	WB 72C 3596	Motor Bike
16.	AS 01 KC 9458	Truck
17.	WB 25B 4602	Pick Up
18.	WB 70A 5603	Motor Bike
19.	AS 17 8628	Truck
20.	WB 63 8297	Motor Bike
21.	WB 64A 8154	Motor Bike
22.	AS 19 8857	Motor Bike
23.	AS 17B 4912	Pick Up Van
24.	AS 17 8628	Maruti Van
25.	Chassis No-1102A11CY7KRM01622	Motor Bike
26.	WB 73D 1556	Tata Maximo
27.	WB 74C 6216	Maruti Van
28.	WB 70A 7860	Tata Sumo
29.	WB 16 3129 (Engine No-165259021)	Motor Bike
30	No Number Plate (Chassis No-MAT52400SERB00808)	Tata Pick Up
31.	WB 69 2023	Tata Pick Up

Sd/- Authorized Officer
District of Alipurduar &
Deputy Field Director
Buxa Tiger Reserve (East), Alipurduar

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অবরুদ্ধ হাসপাতালে রোগীদের গণকবর

গাজা, ১৪ নভেম্বর : ইজরায়েলের একটানা হামলা–অবরোধে বিধ্বস্ত গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল শিফা। কয়েকদিন ধরে জ্বালানিহীন হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়েছে। অধিকাংশ ইউনিট কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। ইনকিউবেটরে থাকা একের পর এক শিশুর মৃত্যু হচ্ছে। হাসপাতালের প্রধান মোহম্মদ আবু সালমিয়াহ বলেন, 'এখনও পর্যন্ত ৭টি শিশু সহ ১৭৯ জন রোগী প্রাণ হারিয়েছেন। হাসপাতাল চত্বরে তাঁদের গণকবর দেওয়া হয়েছে।' তিনি জানান, সময়ের আগে ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুদের চিকিৎসা পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। শিশুগুলির ওজন দেড়কিলোর কম। ইনকিউবেটর কাজ না করায় তাদের চিকিৎসা করতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকরা।

সালমিয়াহ বলেন, 'ইনকিউবেটর বন্ধ থাকায় অসুস্থ শিশুদের সাধারণ বিছানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বিছানা খালি না থাকায় পরবর্তীকালে কয়েকটি শিশুকে ন্যাপির প্যাকেট এবং জীবাণুমুক্ত গজের প্যাকেটে রাখা হয়েছে। কারণ, ইনকিউবেটর চালানোর জেনারেটরের জ্বালানি শেষ হয়ে গিয়েছে। অবরোধ চলায় বাইরে থেকে জ্বালানি আনা সম্ভব হচ্ছে না। জীবনদায়ী ওষুধপত্রের অভাব দেখা দিয়েছে।' জ্বালানি ও ওষুধের অভাবে অদূর ভবিষ্যতে গাজার হাসপাতালগুলি অভূতপূর্ব মানবিক সংকটের সাক্ষী হবে বলে আশঙ্কা সালমিয়াহের। হাসপাতালগুলির অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি বলেন, 'আমার আশা হাসপাতালগুলিকে সংঘর্ষের আওতার বাইরে রাখা হবে। সেগুলির নিরাপত্তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।'

এদিকে উত্তর গাজার হাসপাতালগুলিতে ইজরায়েলের সেনা অভিযান থামার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মঙ্গলবারও আল শিফার সদর দরজার বাইরে ইজরায়েলি ট্যাংকের গতিবিধি নজরে এসেছে। গাজা স্ট্রিপের দ্বিতীয় বৃহত্তম হাসপাতাল আল কুসদও অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে।

বুলেটপ্রুফ দরজার আড়ালে হামাসের সুড়ঙ্গ

ইজরায়েলের হানায় গাজার হাসপাতালে স্বজনের মৃতদেহ দেখে কান্না।

প্যালেস্তিনীয় পার্লামেন্ট ঘিরে ফেলেছে ইজরায়েলি সেনা। হামাসের প্রশাসনিক ভবনগুলিও তাদের কবজায় চলে এসেছে বলে ইজরায়েলি সেনার দাবি।

বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সরকারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, হাসপাতালগুলিতে ঘাঁটি গেড়ে নাশকতার ছক কষছে হামাস জঙ্গিরা। একাধিক হাসপাতালে যাতায়াতের জন্য তারা সুড়ঙ্গ তৈরি করেছে। রান্টিসি হাসপাতালের ২০ মিটার নীচে এমনই একটি সুড়ঙ্গের ছবি প্রকাশ করেছে ইজরায়েলি সেনা। বাহিনীর মুখপাত্র ড্যানিয়েল হাগারি জানিয়েছেন, সুড়ঙ্গের মুখটি বুলেটপ্রুফ দরজা দিয়ে বন্ধ করা ছিল। সুড়ঙ্গের ভিতরে আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করেছিল জঙ্গিরা। সেখানে প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক বোঝাই বডিভেস্ট, হ্যান্ড গ্রেনেড ও কালাশনিকভ রাইফেল পাওয়া গিয়েছে। মিলেছে মহিলাদের বেশ কিছু জামাকাপড়, দড়ি দিয়ে বাঁধা একটি চেয়ার, ডায়পার এবং জলের বোতল।

মনে করা হচ্ছে, বন্দিদের সেখানে রাখা হয়েছিল। সুড়ঙ্গের মধ্যেই রান্নাঘর, শৌচালয় তৈরি করেছিল জঙ্গিরা। এক হামাস নেতার বাড়ির পাশ থেকে হাসপাতাল পর্যন্ত সুড়ঙ্গটি খোঁড়া হয়েছিল। ওই নেতাই ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামাসের হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে ইজরায়েলের অভিযোগ। ইজরায়েলি সেনার এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে লেখা হয়েছে, 'এই সুড়ঙ্গগুলির ভিতরে হামাস জঙ্গিরা ইজরায়েলি বন্দিদের লুকিয়ে রাখে।'

আতঙ্ক কাটেনি জয়নগরে

মঙ্গলবারের ঘটনার পর বামনগাছির অধিকাংশ বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ছবি : অভীক পুরকাইত

ঘরছাড়াদের ফেরাতে গিয়ে বাধার মুখে বাম নেতৃত্ব

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : তৃণমূল নেতা খুনের পর গণপ্রহারে এক অভিযুক্তের মৃত্যু কেন্দ্র করে সোমবার ভোররাত থেকে জ্বলছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর। সিপিএম নেতৃত্বের অভিযোগ, তৃণমূল অন্যায়ভাবে তাঁদের কর্মীদের ওপর খুনের অভিযোগ এনে দলীয় সমর্থক, কর্মীদের ওপর অত্যাচার শুরু করায় তাঁরা গ্রাম ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন। মঙ্গলবার ঘরছাড়াদের বাড়ি ফেরাতে এলাকায় পৌঁছান সিপিএম নেতৃত্ব। আর সেই সময়েই তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় সমগ্র এলাকায়।

সোমবার দলীয় নেতা খুনের খবর পেয়েই জয়নগরের বিধায়ক ও স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেন অভিষেক। অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করার জন্য তিনি পুলিশকে অনুরোধ করেন। পাশাপাশি এই ঘটনায় স্থানীয় কর্মীদের মনোবলে যাতে কোনও ঘাটতি না আসে তার জন্য স্থানীয় নেতাদের ময়দানে থাকার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি।

গ্রামবাসীদের ঘরে ফেরাতে গিয়ে মঙ্গলবার পুলিশি বাধার মুখে পড়েন সুজন চক্রবর্তী, কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় সহ বাম নেতারা। পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় তাঁদের। অভিযোগ, ভাঙড়ের বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীকেও গ্রামে ঢুকতে বাধা দেয় পুলিশ।

অন্যদিকে, তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিন লস্করকে খুনের ঘটনায় ধৃত শাহরুলকে এদিন তোলা হয় বারুইপুর আদালতে। ডায়মন্ড হারবারের নেতড়ায় তার বাড়ি। ধৃত শাহরুল জানায়, সইফুদ্দিনকে সে খুন করেনি। খুনের নির্দেশ দিয়েছিল 'বড়ভাই' নাসির, তার বাড়ি সংগ্রামপুরের টেকপাঁজা এলাকায়। বিচারক শাহরুলকে ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এই ঘটনার মাঝেই ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লাকে ফোনে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, যারা জয়নগরের তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিনকে খুন করেছে তারাই তাঁকে খুনের হুমকি দিয়েছে।

পুলিশের কাছে শাহরুল স্বীকার করে, সে জিনিসপত্র ফেরি করার সঙ্গে চুরিও করে। মৃত তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিনের প্রাসাদোপম বাড়ির কাছে কিছুদিন ধরে ভাড়া বাড়িতে থাকত সে। তাকে বলা হয়েছিল, সইফুদ্দিনের বাড়িতে নজর রাখতে। সইফুদ্দিন কখন নমাজ পড়তে বাড়ির বাইরে যান তা সেই অপরাধীদের জানিয়ে দেয়।

সোমবার ভোরে নমাজ পড়তে বেরিয়ে খুন হন জয়নগরের তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিন। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, এই খুনের ঘটনার জন্য দায়ী সিপিএম। এরপরেই ঘটনাস্থল থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে দলুয়াখাঁকি গ্রামে শুরু হয় তাণ্ডব। অভিযোগ, তৃণমূল সমর্থকরা সিপিএম সমর্থকদের বাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটায়। মঙ্গলবার বিকালে ঘরছাড়া সমর্থকদের বাড়িতে ঢোকাতে গিয়েছিল সিপিএম প্রতিনিধিদল। দলে ছিলেন প্রবীণ সিপিএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, সুজন চক্রবর্তী, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। গ্রামে ঢোকার বহু আগে তাঁদের পথ আটকায় পুলিশ। বারুইপুর জেলার এসডিপিও, কুলতলি থানার আইসির নেতৃত্বে এক বিশাল পুলিশবাহিনী গুদামেরহাট সংলগ্ন রাস্তার মোড়ে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। কেন তাঁদের পথ আটকানো হচ্ছে? জানতে চান সুজন। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'আমরা মহিলাদের নিয়ে থানায় গিয়ে অভিযোগ জানাব। পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে পুলিশ কতটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে তা দেখব। তিনদিন সময় দেব। তার মধ্যে কাজ না হলে পূর্ণশক্তি নিয়ে আসব আমরা।' কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রশ্ন তোলেন, ১৪৪ ধারা না থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। বিধায়ক নৌশাদের সঙ্গেও এসডিপিও'র তীব্র বাদানুবাদ হয়। কিন্তু পুলিশ স্পষ্ট জানায়, বহিরাগতদের ঢুকতে দেওয়া হবে না। ঘরছাড়ারা সবাই নিরাপদে ফিরতে পারবেন। পুলিশ তাঁদের দায়িত্ব নিয়ে ঘরে ফেরাবে।

ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়ার পরও আতঙ্কের রেশ কাটেনি বামনগাছির দলুয়াখাঁকি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে। অধিকাংশ বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এদিন দুপুরে আগুনের ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। অঝোরে কাঁদছেন মহিলারা। দুপুরবেলাতেও সন্তানদের মুখে তুলে দিতে পারেননি কোনও খাবার। খিদের জ্বালায় কাঁদছে শিশুরা। তাঁরা জানান, ঘরের চাল, ডাল যা ছিল সবই লুট হয়েছে। সোমবার থেকে গোটা এলাকা বিদ্যুৎহীন। বাচ্চাদের নিয়ে খোলা আকাশের নীচেই রয়েছেন তাঁরা। গ্রামের মহিলারা জানান, তাঁরা এখনও আতঙ্কে রয়েছেন। সোমবার সন্ধ্যায় এলাকায় রুটমার্চ করেছে পুলিশ। গভীর রাত পর্যন্ত পাহারা দিয়েছে পুলিশ। বাড়ির পুরুষরা প্রাণের ভয়ে কেউ এলাকায় ঢুকতে পারেননি।

মায়ানমারের গৃহযুদ্ধের আঁচ ভারতে

সীমান্ত পেরিয়ে মিজোরামে ৫০০০

আইজল, ১৪ নভেম্বর : মায়ানমারের গৃহযুদ্ধের আঁচ এবার ভারতের গায়ে এসে লাগল।

মায়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের হামলায় একের পর এক এলাকা হাতছাড়া হচ্ছে মায়ানমার সেনার। প্রাণ বাঁচাতে গ্রামবাসীদের সঙ্গে ভারতে ঢুকে পড়ছে তারাও। গত ২৪ ঘণ্টায় সীমান্ত পেরিয়ে মিজোরামে ঢুকেছেন ৩৯ সেনা সহ অন্তত ৫ হাজার মায়ানমারের নাগরিক। এই তথ্য মিজোরাম পুলিশের।

রাজ্য পুলিশের আইজি লালবিয়াকথাঙ্গা খিয়াংটে মঙ্গলবার বলেন, 'মিজোরামের চাম্পেই জেলা লাগোয়া সীমান্তের অদূরে মায়ানমার সেনার রিখাওদর এবং খাওমাওয়ি ছাউনি দু'টি সোমবার সন্ধ্যায় বিদ্রোহী বাহিনী দখল করে নেয়। প্রাণভয়ে ৩৯ জন মায়ানমার সেনা জোকাওথার সীমান্ত চেকপোস্ট পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁরা এ দেশে আশ্রয় চেয়েছেন।' তিনি জানান, সীমান্তবর্তী একাধিক গ্রামেরও দখল নিয়েছে বিদ্রোহী বাহিনী। মায়ানমারের প্রায় ৫ হাজার গ্রামবাসী তিয়াউ নদী পেরিয়ে ভারতে চলে এসেছেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে।

মিজোরাম পুলিশ জানিয়েছে, গুলিতে জখম কয়েকজন গ্রামবাসীকে চাম্পেই জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। ৭ নভেম্বর বিধানসভার ভোটপর্ব মিটলেও এখনও ভোটগণনা হয়নি মিজোরামে। এই পরিস্থিতিতে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী এসে পড়ায় সেখানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে চূড়ান্ত উদ্বিগ্ন মিজোরাম প্রশাসন। উত্তর–পূর্বের অরুণাচলপ্রদেশ এবং হিংসাদীর্ণ মণিপুরের সঙ্গেও মায়ানমারের স্থলসীমান্ত রয়েছে। সীমান্ত এলাকায় নজরদারিতে নিযুক্ত বিএসএফ এবং অসম রাইফেলস বাহিনীকে সতর্ক করা হয়েছে।

অক্টোবরের মধ্যপর্বে মায়ানমারের তিনটি বড় বিদ্রোহী গোষ্ঠী 'তাঙ ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি' 'আরাকান আর্মি' এবং 'মায়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স আর্মি'–র নয়া জোট (ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স) সামরিক জুন্টা সরকারের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান শুরু করেছে। মায়ানমারের গণতন্ত্রপন্থী শক্তির স্বঘোষিত সরকার 'ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট' বিদ্রোহীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে উত্তর এবং উত্তর–পশ্চিম মায়ানমারের শান এবং সাগিয়াং প্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকার দখল নিয়েছে বিদ্রোহীরা। মায়ানমার–চিন সংযোগরক্ষাকারী প্রধান সড়কও বিদ্রোহীদের দখলে চলে গিয়েছে। এবার লড়াই বেধেছে পশ্চিমের চিন প্রদেশে।

গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতিতে মায়ানমারের লক্ষাধিক মানুষ ইতিমধ্যে ঘরছাড়া হয়েছেন বলে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সংস্থা জানিয়েছে। এক দশক আগে রোহিঙ্গা বিতাড়ন পর্বের পরে মায়ানমারের বর্তমান গৃহযুদ্ধ নতুন করে শরণার্থী সমস্যা তৈরি করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে চিন্তা বেড়েছে নয়াদিল্লির।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মায়ানমারের গণতন্ত্রকামী নেত্রী আউং সান সু কি–র দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসি নেতৃত্বাধীন সরকারকে উৎখাত করে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছিল মায়ানমার সেনা। আড়াই বছরের মধ্যে সেনা সরকার এক বিরাট সঙ্কটের মুখোমুখি হল।

মূর্খদের সর্দার, মোদির তোপ রাহুলকে

ভোপাল, ১৪ নভেম্বর : মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার বৈতুলে বিজেপির জনসভায় নাম না করে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে নিশানা করেন তিনি।

সোমবার মধ্যপ্রদেশে প্রচারে এসে রাহুল দাবি করেছিলেন, চিনে তৈরি মোবাইল ফোনে ভারতের বাজার ছেয়ে গিয়েছে। শার্টের কলারেও লেখা মেড ইন চায়না। ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদের সেই মন্তব্যকে এদিন হাতিয়ার করেন মোদি। রাহুলকে মূর্খদের সর্দার বলে সম্বোধন করে তিনি বলেন, 'জানতে পারলাম সোমবার কংগ্রেসের একজন জ্ঞানী নেতা জনসভায় বলেছেন, আপনাদের হাতে হাতে নাকি চিনে তৈরি মোবাইল ফোন ঘুরছে। একথা মূর্খদের সর্দার ছাড়া আর কে বলতে পারেন?' মোদির যুক্তি, এখন দেশেই প্রচুর মোবাইল ফোন তৈরি হচ্ছে। তাই ভারতের বাজারে চিনা ফোনের রমরমার অভিযোগ ভিত্তিহীন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যখন কেন্দ্রে কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল তখন দেশে ২০ হাজার কোটি টাকার কম মূল্যের মোবাইল ফোন তৈরি হত। এখন সেটা বেড়ে সাড়ে ৩ লক্ষ কোটি টাকার বেশি হয়েছে।' কংগ্রেসের উদ্দেশে তোপ দেগে তিনি বলেন, বছর পাঁচেক আগে কংগ্রেস নেতারা আমাকে দিনে ৫ বার গালি দিতেন। এখন ৫০ বার দেন। কিন্তু আমার এসবে কিছু আসে যায় না। কংগ্রেসের দুর্ভাগ্য যে ওরা দেশকে চিনতে পারেনি। ভারতের উন্নয়ন, বিবর্তন কংগ্রেস নেতাদের চোখে পড়ছে না।

এদিন প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা শাসক দলের বিভিন্ন জনসভায় বক্তব্য রাখেন। কংগ্রেসের তরফে ময়দানে নেমেছিলেন রাহুল গান্ধি এবং দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। দুই শিবিরের নেতারাই বিরোধী পক্ষের উদ্দেশে একের পর এক তোপ দাগেন। রাহুল বলেন, 'কংগ্রেসের পক্ষে ঝড় চলছে। মধ্যপ্রদেশে দল এবার ১৪৫–১৫০টি আসনে জিতবে। ৫ বছর আগেও মানুষ এখানে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় এনেছিল। কিন্তু বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদি, শিবরাজ সিং চৌহান, ও অমিত শা বিধায়কদের কিনে আপনাদের সরকার ফেলে দিয়ে ছিলেন।' ১৭ নভেম্বর রাজ্যে বিধানসভার ভোটগ্রহণ। ফল ঘোষণা হবে ৩ ডিসেম্বর।

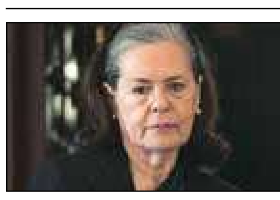

দিল্লির দূষণ থেকে বাঁচতে জয়পুরে সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : দিল্লির বাতাসের গুণমান (একিউআই) হাজারের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল সম্প্রতি। মঙ্গলবার তা অনেকটা কম (৩৭৫) থাকলেও দূষণের মাত্রার নিরিখে তা 'ভয়ানক'। রাজধানীর ভয়াবহ দূষণের হাত থেকে বাঁচতে সাময়িকভাবে দিল্লি ছাড়তে হল কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধিকে। চিকিৎসকদের পরামর্শে মঙ্গলবারই তিনি দিল্লি ছেড়ে জয়পুরে চলে গিয়েছেন। শ্বাসকষ্টের অসুখ রয়েছে সোনিয়ার। এই অবস্থায় চিকিৎসকরাই তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য দিল্লি ছেড়ে তুলনামূলকভাবে কম দূষিত কোনও জায়গায় গিয়ে থাকতে। জয়পুরের বাতাসের গুণমান ৭২, দূষণের মাত্রার নিরিখে যাকে মাঝামাঝি বলা যায়। সেই জন্য ঐতিহাসিক শহর জয়পুরকেই বেছে নেন সোনিয়া। এর আগেও দূষণ এড়াতে হাওয়া বদল করার অভিজ্ঞতা রয়েছে সোনিয়ার।

সোনিয়া দু'বার কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এর ফলে তাঁর ফুসফুস কমজোরি হয়ে পড়েছে। এর ওপর দূষণের থাবা তাঁর ফুসফুসকে আরও অকেজো করে ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা চিকিৎসকদের। ফুসফুসে সংক্রমণের আশঙ্কা থাকায় তাঁকে হাওয়া বদলের নিদান দেন চিকিৎসকরা। সূত্রের খবর, রাহুল গান্ধি মঙ্গলবার রাতে জয়পুর গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন।

শ্রমিকদের খোঁজে খনন

দেরাদুন, ১৪ নভেম্বর : ৩ দিন কেটে গিয়েছে। এখনও উত্তর কাশীতে সুড়ঙ্গের মধ্যেই আটকে রয়েছেন ৪০ জন শ্রমিক। তাঁদের বার করতে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে সুড়ঙ্গ খননের চেষ্টা চলছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর এক সদস্য জানিয়েছেন, শ্রমিকদের বার করতে ভেঙে পড়া অংশে একটি সুড়ঙ্গ খুঁড়ে তার মধ্যে ৯০০ মিলিমিটার ইস্পাতের পাইপ ঢুকিয়ে বার হওয়ার পথটিকে নিরাপদ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ৪০ মিটার দীর্ঘ ওই পথ দিয়ে আটক শ্রমিকরা বেরিয়ে আসতে পারবেন। এর মধ্যে ২১ মিটার অংশের কাজ শেষ হয়েছে। ১৯ মিটার অংশে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ এখনও চলছে।

প্রয়াত পৃথ্বীরাজ ওবেরয়

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : ওবেরয় গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান পৃথ্বীরাজ সিং ওবেরয় ওরফে 'বিকি' প্রয়াত হলেন। এই গোষ্ঠীর এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। এদিনই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন।

পৃথ্বীরাজ সিং ওবেরয় দেশের হোটেল ব্যবস্থা ও ব্যবসায় কিংবদন্তি ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে ওবেরয় গ্রুপ বিদেশে পরিচিতি লাভ করে। পৃথ্বীরাজ দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান পদ্মবিভূষণ পেয়েছিলেন ২০০৮ সালে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ওবেরয় গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান পদ্মবিভূষণ পিআরএস ওবেরয়ের মৃত্যুতে আমি শোকাহত।'

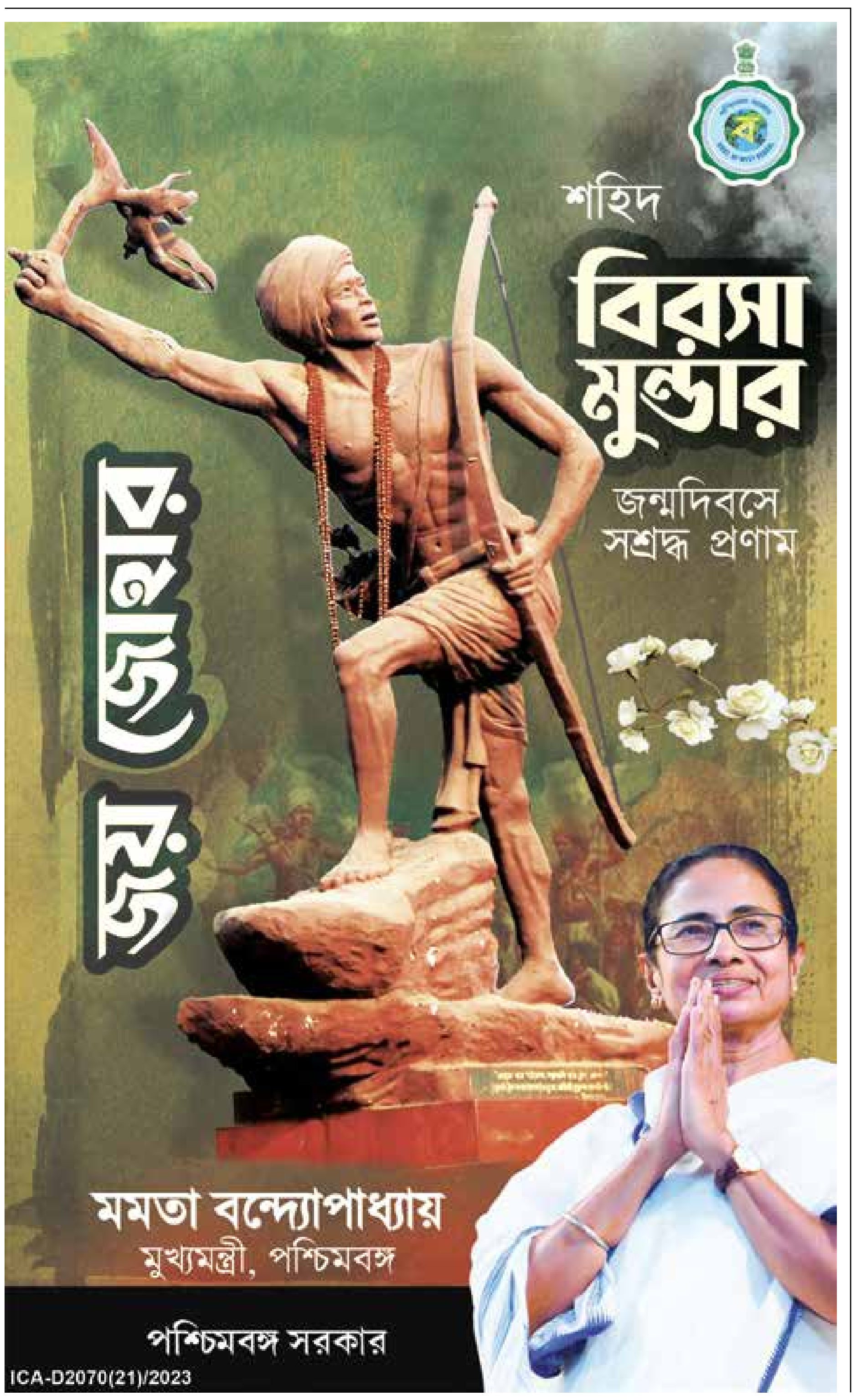

নেহরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ১০৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি পুরনিগমে নেহরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অন্যরা।

বাড়ির কালীপ্রতিমা বিসর্জনের পথে। শিলিগুড়িতে তপন দাসের তোলা ছবি।

ক্র্যাশারের দাপটে সংকটে মহানন্দার বন্যপ্রাণ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : মহানন্দা অভয়ারণ্যের বন্যপ্রাণকে ক্র্যাশার সমানে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এমনই দাবি করে একাধিক প্রশ্ন তুলে পরিবেশ নিয়ে কাজ করা শিলিগুড়ির আইনজীবী সুমন্ত ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠালেন। রাজ্য প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে তিনি গ্রিন ট্রাইবিউনালে মামলা করবেন বলেও জানিয়েছেন। যদিও ক্র্যাশারটি অভয়ারণ্য এলাকার মধ্যে নেই বলে কার্সিয়াংয়ের এডিএফও (বন্যপ্রাণ) সন্তু দাসের দাবি।

নদী সংলগ্ন এলাকায় ক্র্যাশার বসানো নিয়ে অনেক আগেই প্রশ্ন উঠেছে। কয়েকটির ক্ষেত্রে বেআইনি কারবারের অভিযোগও রয়েছে। এবার মিলন মোড় সংলগ্ন গুলমাখাড়ির ক্র্যাশারটি নিয়ে পেশায় আইনজীবী সুমন্ত ঘোষ প্রশ্ন তুললেন। মহানন্দা নদীর চরে থাকা ক্র্যাশারটির পাশেই মহানন্দা অভয়ারণ্য রয়েছে। যা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে সুমন্ত বিস্তর প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, ক্র্যাশারটি কোন সংস্থা বসিয়েছে, কী কাজের জন্য তা ব্যবহার হচ্ছে, কোথা থেকে ক্র্যাশার বসানোর জন্য অনুমতি পাওয়া গিয়েছে– কোনও কিছুরই উল্লেখ নেই। তাঁর বক্তব্য, 'বোর্ড থাকা উচিত। যেখানে সমস্ত কিছুই উল্লেখ থাকবে। কিন্তু কোনও কিছুই নেই। এখানেই বেআইনি কাজ নিয়ে সন্দেহ জাগে।'

কীভাবে বন্যপ্রাণের ক্ষতি হচ্ছে, নিজের চিঠিতে তাও তিনি তুলে ধরেন। পাথর ভাঙার যন্ত্রটি যখন চলে, তখন যথেষ্টই শব্দের সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি ধূলিকণা বাতাসে মিশে যায়। ফলে বনাঞ্চল এবং বন্যপ্রাণকে ক্ষতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে মনে করছেন তিনি। ক্র্যাশারের জন্য নদীর বাঁধে ভাঙন ধরার আশঙ্কাও তিনি প্রকাশ করেছেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ উপেক্ষার অভিযোগও তুলেছেন। সুমন্ত বলেন, 'মহানন্দা অভয়ারণ্য এলাকাকে ইকো-সেনসেটিভ জোন হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করেছে। ফলে এই এলাকায় ক্র্যাশার বসানো যায় না। এরপরেও কী করে এমন কাজ হচ্ছে, বুঝতে পারছি না। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছি। আশা করছি সরকার পদক্ষেপ করবে।' অন্যথায় গ্রিন ট্রাইবিউনালের দ্বারস্থ হবেন বলে তিনি জানান। কার্সিয়াং ডিভিশনের এডিএফও (বন্যপ্রাণ) সন্তু দাস বললেন, 'ক্র্যাশারটি অভয়ারণ্য এলাকার মধ্যে নেই। যে এলাকায় রয়েছে, সেখানে বন্যপ্রাণীর তেমন চলাচলও নেই।'

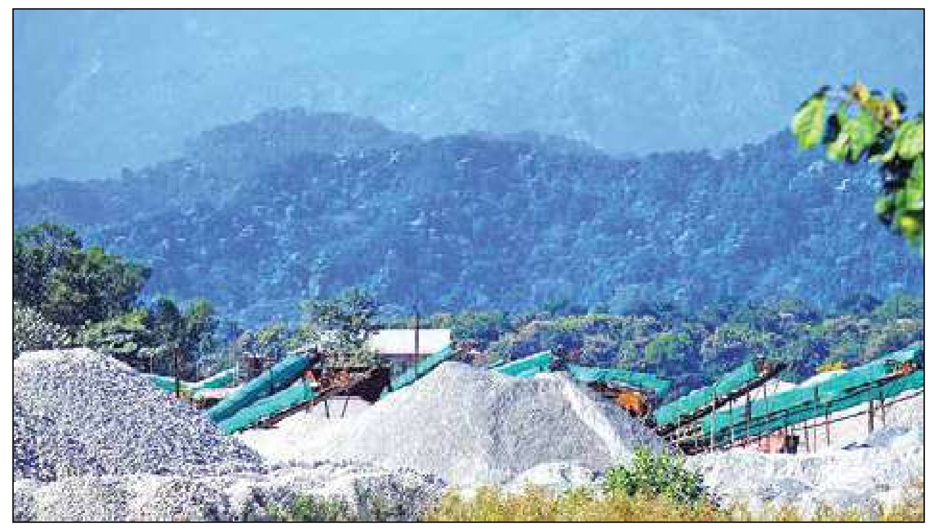

মহানন্দা অভরায়ন্য সংলগ্ন গুলমায় বিতর্কিত ক্র্যাশার। ছবি : সূত্রধর

রাহির খুনিকে গ্রেপ্তারের দাবিতে আজ মিছিল

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৪ নভেম্বর : পাঞ্জিপাড়ার প্রধান মহম্মদ রাহি খুন হওয়ায় দু'মাস পেরিয়ে গেলেও সুপারি কিলিংয়ের মাস্টারমাইন্ড গোলাম মুস্তাফাকে পুলিশ ধরতে ব্যর্থ। সেই অভিযোগে বুধবার প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। এই মিছিলে রাহির পরিবারের সদস্যরাও অংশ নেবেন বলে জানান প্রয়াত প্রধানের ছেলে মাশরুফ রাহি।

যদিও এই মিছিলকে প্রতিবাদ নয়, সরকারিভাবে শোক মিছিল বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করতে মরিয়া ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। গোয়ালপোখর ব্লক তৃণমূল সভাপতি গোলাম রসুল বলেন, 'খুনের মাস্টারমাইন্ড মুস্তাফা দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পালিয়েছে। ফলে পুলিশের সময় লাগছে। তাই বুধবারের মিছিল প্রতিবাদের নয়, শোক প্রকাশের মিছিল। আমি নিজেও মিছিলে অংশ নেব।'

যদিও তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের দাবি, শাসকদলের হয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে বড় নেতারা মুখ খুলতে পারছেন না বলে শোকের মোড়কে প্রতিবাদ মিছিল হতে চলেছে। কারণ এলাকার মানুষ গোটা ঘটনায় রীতিমতো হতাশ। বুধবার মিছিল 'জাস্টিস ফর রাহি' প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে প্রধানের বাড়ির সামনে থেকে শুরু হবে। মিছিল পাঞ্জিপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। সেখানে পুলিশকর্তাদের স্মারকলিপি দেবে তৃণমূল নেতৃত্ব।

গত ২০ সেপ্টেম্বর ভরদুপুরে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে রাহিকে পাঁচ রাউন্ড গুলি চালিয়ে দুষ্কৃতীরা খুন করে। এই ঘটনায় পুলিশ বিহার সহ পাঞ্জিপাড়া এলাকার একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিং সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে এই সুপারি কিলিংয়ের মাস্টারমাইন্ড মুস্তাফা বলে জানান। কিন্তু প্রায় দু'মাস কেটে গেলেও পুলিশ মুস্তাফাকে ধরতে পারেনি। মুস্তাফার স্ত্রী তথা তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য সাহেবা খাতুনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পাঞ্জিপাড়ার একাধিক সাধারণ মানুষ বুধবারের ইনসাফ র‍্যালিতে অংশ নিতে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। এই বিষয়ে রাহির ছেলে মাশরুফের প্রতিক্রিয়া, 'মাস্টার মাইন্ডকে পুলিশ ধরতে না পারায় আমরা সবাই হতাশ, তা অস্বীকার করার

> **মাস্টার মাইন্ডকে পুলিশ ধরতে না পারায় আমরা সবাই হতাশ, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। দলের পক্ষ থেকে বুধবার ডাকা মিছিলে আমরা শামিল হয়ে বিচার চাইব। বাকি যা বলার দলের নেতারা বলবেন।**
>
> **–মাশরুফ রাহি**
> *মৃতের ছেলে*

উপায় নেই। দলের পক্ষ থেকে বুধবার ডাকা মিছিলে আমরা শামিল হয়ে বিচার চাইব। বাকি যা বলার দলের নেতারা বলবেন।' তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ফিরোজ খানের বক্তব্য, 'শোক মিছিল হিসেবেই আমরা বিষয়টি দেখছি। তবে মূল অপরাধী ধরা না পড়ায় আমজনতার মধ্যে ক্ষোভ আছে তা অস্বীকারের জায়গা নেই।' অন্যদিকে, মুস্তাফার প্রসঙ্গে জানতে পুলিশ সুপার জসপ্রীতকে ফোন করা হলেও তিনি সারা দেননি।

সরকারি লিজের জমির অবৈধ বিক্রি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : খাতায়-কলমে জমি চা বাগানের লিজে রয়েছে। রাজ্য সরকার জমির মালিক। অথচ সেই জমিই তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা কাঠা হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। বিক্রেতারা সেকথা স্বীকারও করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, বাগানের কাছে আমরা এই জমি কিনেছি। এবার আমরা কাঠা হিসাবে জমিগুলি বিক্রি করছি। জমি কেনার পর স্ট্যাম্প পেপারে লিখে দেওয়া হবে, কিছুদিনের মধ্যে জমির পাট্টাও হয়ে যাবে। বিক্রেতারা এসবই বলছেন। মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিশ্চিন্তপুর চা বাগানে এমনই ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ, শাসক ও বিরোধী সব পক্ষকে খুশি করেই এই কারবার হচ্ছে।

পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ সাহিদ বলেন, 'ওই জমি চা বাগানের লিজে রয়েছে। সেখানে কীভাবে জমি দখল হচ্ছে তা বাগান কর্তৃপক্ষই বলতে পারবে। আমাদের কিছু জানা নেই।' বাগানের ম্যানেজার নবীন বসুর সঙ্গে বহুবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার (টাই) তরাই শাখার সম্পাদক সুমিত ঘোষ বলেন, 'এটা বাগানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এই ব্যাপার নিয়ে আমাদের কিছু জানা নেই।'

রাজ্য সরকার চা বাগানে টি টুরিজম প্রকল্পের ছাড়পত্র দেওয়ার পর থেকে তরাইয়ের প্রায় প্রতিটি চা বাগানেই অরাজকতা শুরু হয়েছে। মালিকপক্ষের একটা বড় অংশই কোনও নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে কোথাও বাগানের পতিত জমিতে আবার কোথাও রাতের অন্ধকারে চা গাছ উঠিয়ে ফেলে সেখানে আবাসন, রিসর্ট, নার্সিং কলেজ, হাসপাতাল সহ অন্যান্য প্রকল্প তৈরি করছে। ফলে টি টুরিজম প্রকল্পই প্রশ্নের মুখে। কিন্তু প্রশাসন বা শাসক, বিরোধী কোনও পক্ষেরই হেলদোল না থাকায় বাগানগুলিতে বিনা বাধায় একের পর এক ইমারত উঠছে। ফাঁসিদেওয়া ও মাটিগাড়া ব্লকের অধীনে থাকা চা বাগানগুলিতে এই অপকর্ম বেশি হচ্ছে। নিশ্চিন্তপুর চা বাগানের চিত্রটাও অনেকটা এমনই। এই বাগানে ঢুকতেই একদিকে বহুতল আবাসন প্রকল্প তৈরি হয়ে গিয়েছে। অন্যপাশে টিনের উঁচু ঘেরা দিয়ে ভিতরে রিসর্ট জাতীয় কিছু তৈরি হচ্ছে। এবার এই চা বাগানের পতিত জমি বিক্রি শুরু হয়েছে। চা বাগানের একেবারে পিছনের দিকে গেলে দেখা যাবে, একটু একটু করে জায়গা দখল করে বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে। এদিন সেখানে গিয়ে দেখা গেল নিউ চামটা নদীর ধার ঘেঁষে বেশ কিছু বাড়ি টিনের বেড়া, টিনের চাল দিয়ে তৈরি হয়েছে। আরও একাধিক বাড়ি তৈরির কাজ চলছে। শ্রমিকদের সূত্রে খবর, দখল হওয়া জমির পুরোটাই চা বাগানের লিজে রয়েছে। এই বাগানের পরেই চাঁদমণি চা বাগানের একটি প্লট রয়েছে। এলাকাটির নাম ধুকুরিয়াবস্তি।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, আগে নদীর পাশে ওই জমিগুলি ফাঁকাই ছিল। কিছুদিন আগে ফাঁকা জমিতে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরির জন্য বাগান কর্তৃপক্ষ জমির এনওসি দিয়েছিল। ওই আইসিডিএস কেন্দ্র তৈরির কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই সেখানে বহিরাগতরা এসে বাড়ি তৈরি করছে। সেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবাও ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ধুকুরিয়াবস্তির স্থানীয় বাসিন্দা সুরিন্দর ও তাঁর ভাই এই জমি বিক্রি করছেন। তাঁদের কাছেই সাড়ে তিন লক্ষ টাকা কাঠা হিসাবে জমি নিয়ে বহিরাগতরা বাড়ি করছেন। সুরিন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জমি বিক্রির বিষয়টি অকপটে স্বীকার করে তাঁর বক্তব্য, 'বাগানের কাছে জমি কিনে নিয়েছি। এখন এই জমি আমরা তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা কাঠা হিসাবে বিক্রি করছি। জমি নিলে কোর্ট থেকে স্ট্যাম্প পেপারে লিখে দেওয়া হবে। চাইলে ব্যাংক লোনও নিতে পারেন। কয়েকদিন পরেই এই জমির পাট্টাও হয়ে যাবে। বিদ্যুৎ, পানীয় জল নিয়েও কোনও সমস্যা হবে না।'

প্রশ্ন উঠেছে, কার মদতে এই জমির দালালরা চা বাগানের লিজে থাকা সরকারি জমি লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি করছে? আবার সেখানে পানীয় জল, বিদ্যুৎ সহ সমস্ত ব্যবস্থা এমনকি শীঘ্রই জমির পাট্টাও পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। আইএনটিটিইউসির দার্জিলিং জেলা সভাপতি নির্জল দে এই ঘটনার দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন।

নিশ্চিন্তপুর চা বাগান

- এই বাগানে একদিকে বহুতল আবাসন প্রকল্প তৈরি হয়ে গিয়েছে
- অন্যপাশে টিনের উঁচু ঘেরা দিয়ে ভিতরে রিসর্ট জাতীয় কিছু তৈরি হচ্ছে
- এবার এই চা বাগানের পতিত জমি বিক্রি শুরু হয়েছে
- দখল হওয়া জমির পুরোটাই চা বাগানের লিজে রয়েছে, প্রশাসন চুপ
- ধুকুরিয়াবস্তির দুই ভাইয়ের বক্তব্য, বাগানের কাছে জমি কিনে তাঁরা অন্যদের বিক্রি করছেন

পদক্ষেপের দাবি

নীলগাইয়ের দেহ উদ্ধার

চোপড়া, ১৪ নভেম্বর : লোকালয় থেকে একটি নীলগাইয়ের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। মঙ্গলবার চোপড়া থানার লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে নীলগাইয়ের দেহটি উদ্ধার করেন বন দপ্তরের কর্মীরা। তবে ঠিক কী কারণে নীলগাইটির মৃত্যু হল, তা স্পষ্ট নয়। বন দপ্তরের চোপড়া রেঞ্জ অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, সম্ভবত দৌড়ঝাঁপের কারণে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নীলগাইটির মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে গাঞ্জাবাড়ি এলাকায় চা বাগানের ধারে গ্রামবাসীরা একটি নীলগাইকে ঘুরতে দেখে তাড়া করেন। পরে সংশ্লিষ্ট এলাকার চা বাগানের ভেতর থেকে সেটিকে ধরে ফেলা হয়। যদিও ঘটনাস্থলেই সেটি মারা যায় বলে জানা গিয়েছে। এই খবর চাউর হতেই এলাকায় মানুষের ভিড় জমতে থাকে। খবর দেওয়া হয় চোপড়া বন দপ্তরে। বনকর্মীরা এসে নীলগাইয়ের দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যান। বন দপ্তর সূত্রে খবর, বুধবার নীলগাইয়ের দেহটির ময়নাতদন্তে পাঠানো হবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশু দিবস

মাটিগাড়া ও চোপড়া, ১৪ নভেম্বর : কেক কেটে মঙ্গলবার শিশু দিবস পালন করলেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীরা। এদিন মাটিগাড়ার পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা বাচ্চাদের পড়াশোনার পাশাপাশি আয়োজন করেন নানা অনুষ্ঠানের। সেইসঙ্গে শিশুদের সঠিক পুষ্টির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরেন গ্রামবাসীদের সামনে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের এই বিশেষ উদ্যোগ দেখে খুশি গ্রামবাসীরা।

অন্যদিকে, চোপড়ার ঘিরনিগাঁওয়ে লালবাজার এলাকাতেও এদিন একটি বেসরকারি স্কুলের উদ্যোগে শিশু দিবস পালিত হয়। শিশু দিবস উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জাহাঙ্গির আলম বলেন, 'এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মজয়ন্তী উদযাপনের পাশাপাশি শিশু দিবসও পালন করা হল।'

ফুলবাড়িতে বিপদ ডেকে আনছে জঞ্জাল

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : ডেঙ্গি আতঙ্ক যখন শহর ছাপিয়ে গ্রামেও, তখন বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার পাশাপাশি ফুলবাড়িতে বিপদ ডেকে আনছে জঞ্জালের স্তূপ। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের তরফে এখানকার দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে তিনটি করে ই-রিকশা দেওয়া হলেও, জঞ্জাল অপসারণের ক্ষেত্রে তা এখনও কাজে লাগেনি। ফলে উৎসবের মরশুমে ডেঙ্গি নিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে এলাকায়। এসবের মধ্যে কবে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট চালু হবে, জানতে চাইছেন গ্রামবাসীরা।

মঙ্গলবার ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আনন্দ সিনহা বলেন, 'কয়েকদিন আগেই তিনটি আবর্জনা পরিষ্কারের গাড়ি আমাদের এখানে এসেছে। এবার জায়গা খোঁজার কাজ শুরু করব।' অন্যদিকে ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রফিকুল ইসলামের বক্তব্য, 'এই সময় পুজোর মরশুম চলছে। অফিস খুললে বোর্ড মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

অতীতেও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালুর জন্য সংশ্লিষ্ট দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতকেই নির্দেশ দিয়েছিল জেলা প্রশাসন। ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জন্য প্রায় এক বিঘা বা একটু বেশি জমির প্রয়োজন। কিন্তু জমির সমস্যা কাটেনি। কিছুদিন আগে অতিরিক্ত জেলা শাসক তেজস্বী রানা চলতি বছরের মধ্যেই সমস্যা মেটানোর কথা বলেছিলেন। সেইমতো গ্রাম পঞ্চায়েত দুটিকে আবর্জনা পরিষ্কারের গাড়িও দেওয়া হয়েছে। এদিন অবশ্য জেলা পরিষদের অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক বা অতিরিক্ত জেলা শাসক তেজস্বীর ফোন বন্ধ থাকায় নতুন কোনও বক্তব্য জানা যায়নি।

চা শিল্পপতি, ক্রীড়া সংগঠক এপি রায় প্রয়াত

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের অন্যতম চা শিল্পপতি এবং ক্রিকেট এবং ফুটবল পরিচালনায় দক্ষ জলপাইগুড়ির ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব অশোকপ্রসাদ রায় মারা গেলেন। সিএবি'র সহ সভাপতির দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি আইএফএ'র কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। জেলার ক্রীড়া পরিচালনা ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিহার্য। মঙ্গলবার কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। অশোকবাবুর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ ক্রীড়ামহল।

উত্তরবঙ্গের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায় (এসপি রায়)-এর সন্তান অশোকপ্রসাদ রায়ের (এপি রায়) খেলাধুলোর প্রতি ভালোবাসা ছিল অন্য রকম। ইডেনে আট এবং নয়ের দশকে টেস্ট খেলার লোকাল ম্যানেজার হিসেবে থাকতেন সিএবি'র পক্ষে।

জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যকরী সভাপতি হিসাবেও দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকারের সঙ্গে এপি রায়ের বেশ সখ্য ছিল। রাজ্য অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। টি বোর্ডের সদস্য হিসাবেও কাজ করেছেন তিনি। কলকাতায় মিলন সমিতির হয়ে প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লিগে প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

আমৃত্যু জলপাইগুড়ির আর্য্য নাট্য সমাজ, রবীন্দ্র ভবনের সভাপতি ছিলেন। জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাবের কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন এপি রায়। কয়েক বছর আগে তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন। তাঁর একমাত্র কন্যা রাখি রায় বর্তমান। অতীতদিনের দিকপাল খেলোয়াড় ও অশোকপ্রসাদ রায়ের বন্ধু সন্তু চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রুবি (অশোকবাবুর ডাক নাম) বড় মনের মানুষ ছিলেন। জলপাইগুড়িতে খেলোয়াড় তৈরির ক্ষেত্রে ওঁর অবদান অনেক।'

অন্য সংস্করণের খবর

কমল মুরগির মাংসের দাম

কোচবিহার, ১৪ নভেম্বর : শীত এলেই দেখা যায় ব্রয়লার মুরগির মাংসের দাম হঠাৎ করে বেড়ে যায়। তার ওপর এখনও উৎসবের মরশুম শেষ হয়নি। কিন্তু এবার যেন উলটো ছবি। কোচবিহারে শীতের মুখে হঠাৎ করেই ব্রয়লার মুরগির মাংসের দাম কেজি প্রতি ৬০ থেকে ৮০ টাকা কমে গিয়েছে। কিছুদিন আগেও মুরগির মাংসের দাম ছিল কেজি প্রতি ২৪০-২৬০ টাকা, তাই এখন নেমে দাঁড়িয়েছে

কোচবিহার

১৬০ থেকে ১৮০ টাকা প্রতি কেজি। ভাইফোঁটার আগের দিনও দাম সেভাবে বাড়েনি। কোচবিহার শহরের কয়েকটি বাজারের হাতেগোনা বিক্রেতা অবশ্য এখনও ২০০ টাকা কেজি দরে মাংস বিক্রি করছেন।

কিন্তু হঠাৎ করে মাংসের দামের পতনের কারণ কী? পোলট্রির ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, অসম সরকার তাদের রাজ্যে মুরগি পাঠানোর জন্য বার্ড ফ্লু সার্টিফিকেট চাইছে। সার্টিফিকেট না থাকলে সেখানে মুরগি পাঠানো যাচ্ছে না। কিন্তু এই সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য ল্যাব সারা উত্তরবঙ্গেই নেই। অসমে মুরগি পাঠানো বন্ধ হয়ে যেতেই দাম কমতে শুরু করেছে। মুরগির দাম এতটা কমে যাওয়ায় চিন্তায় পড়েছেন পোলট্রি ব্যবসায়ীরা। তবে কালীপুজো ও ভাইফোঁটার বাজারে হঠাৎ মাংসের দাম কমায় খুশি সাধারণ মানুষ। দাম কম পেয়ে অনেকেই দেদারে মুরগির মাংস কিনেছেন।

মঙ্গলশঙ্খ বাজে না

রায়গঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : কাঁটা ফেলে ভাইকে যমের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তবে আর সেই ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেওয়া হয় না দুই বোনের। এই বাড়িতে আর ভাইফোঁটার দিন শাঁখ বাজে না।

প্রথমে একটা গুলি। দাদার পেট দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। দাদাকে বাঁচাতে গিয়ে ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন দুই বোন। গুলি এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল তাঁদের। দুষ্কৃতীদের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে স্থির হয়ে গেলেন দুই বোনই। তবে ছ'মাসের চিকিৎসায় বেঁচে যান

উত্তর দিনাজপুর

দাদা। তারপর থেকেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় শুনসান থাকে দেবীনগরের প্রাক্তন পুলিশকর্তা মজুমদার বাড়ি। এবারও সেই একই ছবি।

ভাইদের ফোঁটা দেওয়ার কেউ নেই

কালিয়াগঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : বাড়ি থেকে সামান্য দূরে সমাধিতে শুয়ে আছে দিদি। বাড়িতে আছে নিজের ছোট্ট ভাই আর জ্যাঠতুতো দাদারা। প্রতি বছর ভাইফোঁটার দিকেই তাকিয়ে থাকত ওরা। বাড়ির উঠোনে এক লাইন করে বসত সবাই মিলে। দাদা-ভাইদের কপাল শিশিরের জলকণা দিয়ে চন্দনের টিপ পরিয়ে দিয়ে বলে উঠত, 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যম দুয়ারে পড়ল কাঁটা...।'

কিন্তু এবার ফোঁটা দেওয়ার কেউ নেই। থাকবেই বা কীভাবে? কারও দিদি, কারও বোন যে শুয়ে আছে সমাধিতে।

দেখতে দেখতে মাস সাতেক হয়ে গেল। নৃশংসভাবে মরতে হয়েছিল কালিয়াগঞ্জের এক নাবালিকাকে। বাড়ির কাছে এক পুকুরের ধারে তার দেহ পড়ে

উত্তর দিনাজপুর

থাকতে দেখা যায়। পরিবারের তরফে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ তোলা হয়েছিল। সিবিআই তদন্তের দাবিও তোলা হয়। কিন্তু, পুরো বিষয়টি এখনও হাইকোর্টে বিচারাধীন। কিন্তু পঞ্জিকা তো আর থেমে থাকবে না। নিয়ম মেনেই আবারও চলে এসেছে ভাইফোঁটা। কিন্তু এবার দাদা-ভাইদের ফোঁটা দেওয়ার কেউ নেই। কালিয়াগঞ্জের মতো একই পরিস্থিতি রাধিকাপুরের চাঁদগাঁওয়ের বর্মন পরিবারে। এই দিনটিতে বিবাহিত বোন মৌসুমির আসার অপেক্ষায় দিন গুনত মৃত্যুঞ্জয় এবং তাঁর দাদা মৃণাল। এ বছর এসব পার্বণের অনেক দূরে দাঁড়িয়ে এই পরিবার। উৎসব মুখর পরিবারে আজ শুধুই বেদনার আবহ।

স্বাস্থ্য শিবির

বাগডোগরা, ১৪ নভেম্বর : বাগডোগরা ব্রহ্মকুমারীর তরফে মঙ্গলবার থেকে বাগডোগরা রূপসিংজোতের মমতানগরের কমিউনিটি হলে তিনদিনের নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির শুরু হয়েছে। এখানে প্রাকৃতিকভাবে চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিরাময় করা হচ্ছে। বাগডোগরা থানার ওসি নির্মলকুমার দাস, চিকিৎসক শ্যামদাস গাঙ্গুলি, বিকে কেশর, সমাজসেবী ধীরাজ ঘোষ প্রমুখ শিবিরের সূচনা করেন। এদিনের শিবিরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। গোঁসাইপুর সহ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা শিবিরে এসে নিজেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। ২১-২২ নভেম্বর বাগডোগরা ক্ষুদিরামপল্লি মোড়ে অনুরূপ শিবির হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

বসে আঁকো

ফাঁসিদেওয়া, ১৪ নভেম্বর : ফাঁসিদেওয়া থানা সর্বজনীন কালীপুজো কমিটির তরফে মঙ্গলবার বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ৫০ জন প্রতিযোগী সেখানে অংশগ্রহণ করে। প্রথম থেকে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত দুটি বিভাগ ছিল। উভয় বিভাগেই প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

হাতির ভয়ে ধানের পরিবর্তে গাঁদার চাষ

নিবেদিতা দাস

মাটিগাড়া, ১৪ নভেম্বর : এলাকায় হাতির হানা নতুন কিছু নয়। মাঝেমধ্যেই হাতি এসে পাকা ধান খেয়ে চলে যায়। ফলে যা ক্ষতি হয়, তা বন দপ্তরের ক্ষতিপূরণে মেটে না। সেজন্য হাতির ভয়ে বিকল্প আয়ের উৎস খুঁজলেন শিলিগুড়ি সংলগ্ন সুকনা খায়রানি পুণ্ডিং এলাকার চাষিরা। পরীক্ষামূলকভাবে গাঁদার চাষ শুরু করলেন কৃষকরা। এতদিন ধরে বংশপরম্পরায় ধান চাষ করতেন সঞ্জীব সুব্বা। তিনি বলেন, 'প্রায় ৪০ দিন আগে পাহাড় থেকে গাঁদার বীজ এনেছিলাম। তারপর গ্রামের প্রত্যেকেই নিজেদের জমিতে এই চাষ শুরু করি। প্রথমবার হওয়ায় চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে খুব একটা বেশি কিছু জানতাম না। তাছাড়া, পাহাড় ও সমতলে এবছর প্রচুর গাঁদার উৎপাদন হয়েছে। তাই লাভের পরিমাণটা এবার খুব বেশি না হলেও একেবারে ক্ষতিও হয়নি।'

সুকনা প্রাথমিক হাসপাতাল পেরিয়ে মহানন্দার গভীর অভয়ারণ্যের ভেতর দিয়ে ওই এলাকায় যাওয়া যায়। গ্রামের বেশিরভাগ বাড়িই কাঠের একতলা। নীচে গবাদিপশু রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলে শোওয়ার ঘর। গ্রামবাসীরা জানালেন, বন্যজন্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচতে গ্রামের সবার বাড়িই এভাবে বানানো। সুকনা এবং চম্পাসারির খুব কাছেই এই গ্রাম রয়েছে। কিন্তু যাতায়াতের তেমন কোনও ব্যবস্থা নেই। হাঁস-মুরগি পালন করলে খেয়ে ফেলে অজগর, চিতা। ধান চাষ করেও রেহাই মেলে না। হাতি এসে অর্ধেক ধান সাবাড় করে, অর্ধেক ধান নষ্ট করে দেয়। তাই এসব থেকে বাঁচতে সাইপাত্তি গাঁদার চাষ শুরু করেছেন চাষিরা।

তবুও লাভ নেই

- হাঁস-মুরগি পালন করলে অজগর, চিতার পেটে যায়
- ধান চাষ করলে হাতি এসে হয় সাবাড় করে নয়তো নষ্ট করে
- তাই এসব থেকে বাঁচতে গাঁদার চাষ শুরু করেছেন খায়রানি পুণ্ডিং এলাকার চাষিরা

গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা সুদেশ গিরির কথায়, 'বন্যজন্তুদের উৎপাতে বহুবার সুকনা বনবিভাগের তরফে কাঁটাতার দিয়ে গ্রাম ঘেরা হয়েছিল। এছাড়া, একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বছরখানেক আগে সতর্কতামূলক অ্যালার্মের ব্যবস্থা করেছিল। যাতে বন্যজন্তু গ্রামে প্রবেশ করলে আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু সবেতেই আমরা ব্যর্থ হয়েছি।' তাঁর সংযোজন, 'এই গ্রামের মাটি খুব ভালো, তাই কখনও চাষে রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়নি। জৈব সার ব্যবহার করে এবার আশি শতাংশ জমিতে গাঁদা চাষ করেছি। এসবে হাতির উপদ্রব কম হলেও সর্ষেখেতে ময়ূরের উপদ্রব বেড়েছে। তাই পাহারা দিতে হয়।'

অন্ধকারে ব্যাগ ছিনতাই ‘ভূতের’

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : ভূতের রাজা তো বর দিলই না, উলটে মোবাইল ফোন আর নগদ টাকাভর্তি কাঁধের ব্যাগ ছিনিয়ে নিল। রীতিমতো হইহই রইরই কাণ্ড। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি শহরতলির এলাকায় একটি কালীপুজোর মণ্ডপের ঘটনা। ভূত সেজে যারা ভূত শো-তে শামিল হয়েছিল তারাই ঘটনার পিছনে বলে পুলিশে অভিযোগ জমা পড়ে। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ সংশ্লিষ্ট পুজো উদ্যোক্তাদের থানায় ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। উদ্যোক্তারা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে জানান। অভিযোগকারিণী পরে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলে বিষয়টি মিটে গেলেও শহরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। আইসি অর্ঘ্য সরকার বলেন, ‘গোটা ঘটনাটি জানিয়ে একজন অভিযোগ জমা করেন। পরে আবার সেটি প্রত্যাখ্যান করেন।’ তবে এ বিষয়ে তাঁদের নজরদারি জারি রয়েছে বলে আইসি জানিয়েছেন।

কালীপুজোয় ভূত শো বরাবরই হিট। জলপাইগুড়ি শহরতলির এলাকার সংশ্লিষ্ট ক্লাবটি গত কয়েক বছর ধরে এই শোয়ের আয়োজন করে এসে দর্শকদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এলাকার শিশু-কিশোররাই ভূত সেজে এই শোয়ে অভিনয় করছে। এজন্য পাড়ার বড়রা মাসখানেক ধরে এই ছোটদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। এই শোয়ে গা ছমছমে পরিবেশ, ছোটদের ভূতের সাজ, বিকট অঙ্গভঙ্গি, ভয় ধরানো শব্দ, একইসঙ্গ ভয়ের ও মজার। সোমবারও শো দেখতে পুজোমণ্ডপের সামনে দর্শনার্থীদের লাইন পড়েছিল। এক নাবালিকা দিদির সঙ্গে এই শো দেখতে এসেছিল। অভিযোগ, শো চলাকালীন সেই নাবালিকা আতঙ্কিত হয়ে পড়লে সেই সুযোগে তার কাঁধের ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। মেয়েটি সেই সময় চিৎকার চ্যাঁচামেচি করলেও শোয়ের চ্যাঁচামেচিতে তা ঢাকা পড়ে যায়।

ওই নাবালিকার মা ফনিতা দাস বলেন, ‘আমার দুই মেয়ে একসঙ্গেই ছিল। ভূত সাজা একজন ছোট মেয়ের হাত থেকে ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়েছে বলে বড় মেয়ে দেখেছে। শো শেষ হওয়ার পর ওরা উদ্যোক্তাদের ঘটনাটি জানায়। যে জায়গায় ছিনতাই হয়েছিল পরে সেখানেই ছেঁড়া অবস্থায় ব্যাগটি উদ্ধার হয়। কিন্তু ব্যাগের ভেতর থাকা স্মার্ট ফোন এবং দু’হাজার টাকা মেলেনি।

উদ্যোক্তাদের জানালেও তাঁরা এ বিষয়ে গা করেননি। উলটে তাঁরা আমাদের পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেন। সেইমতোই আমরা পুলিশে যাই।’ সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের তরফে একজন বললেন, ‘যারা আমাদের ভূত শোতে যুক্ত তারা কেউই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়। অভিযোগ পুরোপুরিভাবে ভিত্তিহীন। তবে শো চালকালীন সবাইকেই আমরা সতর্ক থাকতে অনুরোধ করি।’ অভিযোগ প্রত্যাহার করার পর ফনিতা বলেন, ‘ঘটনার বিষয়ে পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মিটমাট হয়ে গিয়েছে। তাই অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছি।’

সংশ্লিষ্ট কালীপুজোর পাশাপাশি জলপাইগুড়ি শহর ও শহরতলি এলাকার আরও কয়েকটি কালীপুজোয় ভূত শোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সোমবার রাতে শহরতলির ওই পুজোটি ভূত শো দেখতে প্রায় হাজারখানেক মানুষ ভিড় করেছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী, উদ্যোক্তাদের এখানে সিসিটিভির বন্দোবস্ত থাকলেও সংশ্লিষ্ট পুজোমণ্ডপটিতে সেই ব্যবস্থা নেই। মঙ্গলবার সন্ধ্যাতেও শো দেখার জন্য শতাধিক মানুষ লাইনে দাঁড়ান। এদিন শো দেখতে এসে আগের রাতের ঘটনার কথা শুনে পাতকাটার তপতী রায় বললেন, ‘ঘটনাটি ভয় ধরানোর মতোই। ফের যাতে এমন কিছু না ঘটে সেজন্য দর্শনার্থীদের জন্য উদ্যোক্তাদের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।’

লেপচা বোর্ডের চেয়ারম্যান তামসাং প্রয়াত

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : লেপচা ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান এলএস তামসাং (৭৮) প্রয়াত হলেন। মঙ্গলবার বিকেলে কালিম্পংয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। তাঁর প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ‘তামসাংয়ের মৃত্যু আমার কাছে বিরাট ক্ষতি। পাহাড়ের লেপচা জনজাতি সহ আমাদের সমস্ত জাতির কাছেই এটা অপূরণীয় ক্ষতি। উনি আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং আমাকে লেপচাদের পক্ষে সর্বোচ্চ সম্মানও দেওয়া হয়েছিল। আমার একটি বইও তিনি লেপচা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। আমরা একজন ভালো, গুণী মানুষকে হারালাম।’ মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। রাজ্যের বিদ্যুৎ, ক্রীড়া এবং যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও এলএস তামসাংয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন।

কালিম্পংয়ের বিধায়ক রুদেন লেপচা এদিন খবর পেয়েই হাসপাতালে পৌঁছান। তিনি বলেন, ‘দুপুরে কালিম্পংয়ের বোমবস্তির বাসিন্দা এলএস তামসাং এদিন দুপুর আড়াইটা নাগাদ লাঞ্চের পর বিশ্রাম নিতে যান। সেই সময়ই তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করেন। সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষী সহ অন্যরা তাঁকে নিয়ে শহরের এক চিকিৎসকের চেম্বারে নিয়ে আসেন। ওই চিকিৎসক পরীক্ষা করার সময়ই তিনি সেখানে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। দ্রুত তাঁকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।’ বিধায়ক জানিয়েছেন, তামসাং প্রাক্তন সেনাকর্মী ছিলেন। নিয়ম মেনে মরদেহ ময়নাতদন্ত করা হবে। তার পরেই সম্ভবত বুধবার মরদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। গোর্খাল্যান্ড

প্রয়াত লেপচা বোর্ডের চেয়ারম্যান।

টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা শোকবার্তায় বলেছেন, ‘আমার সঙ্গে তামসাংয়ের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। তামসাংয়ের মৃত্যু শুধু লেপচা জনজাতির জন্যই নয়, গোটা পাহাড়ের বিশাল ক্ষতি। পাহাড় একজন দক্ষ নেতাকে হারাল।’ পাহাড়ের বিভিন্ন জনজাতির উন্নয়নের জন্য মমতা পৃথক উন্নয়ন বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে

“

তামসাংয়ের মৃত্যু আমার কাছে বিরাট ক্ষতি। পাহাড়ের লেপচা জনজাতি সহ আমাদের সমস্ত জাতির কাছেই এটা অপূরণীয় ক্ষতি। আমরা একজন ভালো, গুণী মানুষকে হারালাম।

–মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,
মুখ্যমন্ত্রী

পাহাড়ে আসা শুরুর পরপরই তামসাংয়ের সঙ্গে আলাপ হয়। তামসাংকে সামনে রেখেই মুখ্যমন্ত্রী ২০১৪ সালে লেপচা উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছিলেন। তামসাংয়ের দক্ষ নেতৃত্বে লেপচা জনজাতির মানুষের প্রভূত উন্নয়নের কথা বার বার বিভিন্ন সময় উল্লেখ করেছেন। মমতা পাহাড়ে এলেই তামসাংয়ের সঙ্গে বৈঠক করে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নিতেন।

খালের রাস্তা বেহালে ক্ষোভ

চোপড়া, ১৪ নভেম্বর : তিস্তা খালের রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। চোপড়া ব্লকের তিস্তার খালের ফল ব্রিজ থেকে হাপতিয়াগছ পর্যন্ত প্রায় ছয় কিলোমিটার রাস্তা সারাইয়ের জোরালো দাবি উঠেছে। তিস্তা খালের এই রাস্তাটির অধিকাংশ এলাকাজুড়ে পাথর ও পিচ উঠে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। রাস্তাটির একাধিক জায়গায় ভাঙনও ধরেছে। রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকলেও কারও কোনওরকম ভ্রূক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ। অভিযোগ, প্রতিনিয়ত বালির গাড়ি যাতায়াত করার ফলে রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়েছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। এলাকার প্রধান আবিনা টুডুর কথায়, ‘গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে রাস্তাটির বেহাল দশার কথা ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলের নজরে আনা হয়েছে।’ হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান শাকির আহমেদ বলেন, ‘এই রাস্তাটি সমস্যার বিষয়ে তিস্তার আধিকারিকদের নজরে অনেকবার নজরে এনেও কাজ হয়নি।’ চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সিরাজুল হকের কথায়, রাস্তাটি তিস্তার অধীনে হওয়াতে পঞ্চায়েত থেকে কাজ করা যাচ্ছে না। বিষয়টি তিস্তার আধিকারিকদের নজরে আনা হচ্ছে।

বিশ্ব ডায়াবিটিস দিবসে ওয়াকাথন

নিউজ ব্যুরো

১৪ নভেম্বর : বিশ্ব ডায়াবিটিস দিবসে শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়ন্স আই হসপিটাল ও বেগরাজ আগরওয়াল গ্রেটার লায়ন্স ডায়াবিটিস সংস্থা যৌথভাবে ওয়াকাথনের আয়োজন করেছে। ৩০০-র বেশি মানুষ সেখানে হাঁটেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ডায়াবিটিসের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা। পাশাপাশি সীমিত ডায়াবিটিস চিকিৎসা, বেশি পরিমাণে প্যাকেট জাতীয় খাবার গ্রহণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি। ওই অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করেছিল এসএসবি, বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থা ও পড়ুয়ারা। একসঙ্গে বক্তারা ডায়াবিটিস রোধে প্রয়োজনীয় জীবনধারার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, আগাম চিকিৎসা করানোর বিষয়ে কথা বলেন, যা ওই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ভোগান্তি রোগীদের

পরিষেবা দিতে টাকা দাবি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : চিকিৎসা পরিষেবা পেতে গরিব মানুষকে টাকা গুনতে হচ্ছে। দাবিমতো টাকা না দিলে মুমূর্ষু রোগীর ডায়পার বদলানো থেকে শুরু করে শৌচালয়ে নিয়ে যাওয়া, সব ক্ষেত্রেই সমস্যা হয়। রোগী এবং পরিজনদের অভিযোগ, গরিবরা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসেন। কিন্তু এখানে তাঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাকা চাওয়া হচ্ছে। পরিবারের লোকজন টাকা দিতে বাধ্য হন। কিন্তু এই অন্যায় কবে বন্ধ হবে। হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, ‘নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মানুষ সরকারি হাসপাতালে এসে যেন কোনও স্বাস্থ্যকর্মী বা অন্যকে টাকা না দেন। কেউ টাকা দাবি করলে আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ করুন, অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।’

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে দালালচক্রের রমরমা কারবার দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে। ব্লাড ব্যাংক থেকে শুরু করে বিভিন্ন বহির্বিভাগ, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি, সার্জারি, অর্থোপেডিক সহ অন্যান্য অন্তর্বিভাগেও দালালদের দাপট অব্যাহত। অভিযোগ, চিকিৎসকদের একাংশ ছাড়াও হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের অনেকেই এই দালালদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। যার ফলে বছরের পর বছর দালালরা বহালতবিয়তে বিভিন্ন বিভাগ থেকে রোগীকে ‘ম্যানেজ করে’ নার্সিংহোম এবং বেসরকারি ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যাচ্ছে।

শিলিগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীর ভিড়।

অন্তর্বিভাগেও রোগীদের থেকে নিয়মিত তোলাবাজি অভিযোগ উঠেছে সাফাইকর্মীদের বিরুদ্ধে। মেল, ফিমেল মেডিসিন থেকে শুরু করে সার্জারি, পেডিয়াট্রিক, অর্থোপেডিক, প্রসূতি প্রতিটি অন্তর্বিভাগেই সাফাইকর্মীদের একটা বড় অংশ মুমূর্ষু রোগীকে সাহায্যের নামে ৩০০-৫০০ টাকা করে দাবি করছে।

মঙ্গলবার হাসপাতালের মেল মেডিসিন বিভাগের সামনে দাঁড়িয়ে ভুটকিরহাটের বাসিন্দা অনন্ত দাস বললেন, ‘আমার এক আত্মীয় ভর্তি রয়েছেন। ওয়ার্ডের কর্মীরা ডায়পার বদলানোর জন্য ৩০০ টাকা করে চাইছেন। পায়খানা না হলে একটা ওষুধ দিতে হয়। সেটা দেওয়ার জন্যও ওঁরা ২০০ টাকা করে নিচ্ছেন। আচ্ছা বলুন তো এভাবে সরকারি হাসপাতালে কি টাকা নিতে পারেন?’ কেন টাকা দিচ্ছেন? জবাব এল, ‘বাধ্য হয়ে দিচ্ছি। আমার রোগীটাকে তো সুস্থ করে বাড়ি ফেরাতে হবে। টাকা না দিলে ওঁরা কাজ করছেন না। এভাবেই রোগী পড়ে থাকছে। এসব কি হাসপাতালকর্তারা দেখেন না?’

একই অভিযোগ পাওয়া গেল ফিমেল মেডিসিন বিভাগ থেকেও। সেখানকার এক সাফাইকর্মী আবার রোগী ছুটি করে নিয়ে যাওয়ার সময়ও পরিবারের কাছে টাকা চেয়ে বসেছেন। ওই পরিবারের এক সদস্য বললেন, ‘আমাকে এক মহিলা এসে বলেন, আপনাদের রোগী তো সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছে। আমরা অনেক কাজ করে দিয়েছি। মিষ্টি খাওয়ার জন্য কিছু দিন। ৫০ টাকা দেওয়ায় নিতে অস্বীকার করে। পরে ১০০ টাকা নিয়েছে।’ প্রসূতি বিভাগে এই অন্যায় আবদার কম নয়। সেখানে সন্তান প্রসবের পরে মা যখন হাসপাতাল থেকে ছুটি পান সেই সময় সাফাইকর্মীরা মিষ্টি খাওয়ার জন্য তাঁদের কাছে টাকা দাবি করেন।

এ তো গেল রোগীর চিকিৎসা এবং সুস্থতার পরে বাড়ি ফেরার সময়কার কথা। মেডিকেলে চিকিৎসাধীন কোনও

সক্রিয় দালালচক্র

- উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে দালালচক্রের রমরমা কারবার দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে।
- চিকিৎসা পরিষেবা পেতে গরিব মানুষকে টাকা গুনতে হচ্ছে।
- টাকা না দিলে মুমূর্ষু রোগীর ডায়াপার বদলানো, শৌচালয়ে নিয়ে যাওয়া, সব ক্ষেত্রে সমস্যা হয়।

রোগীর মৃত্যুর পর সেই মরদেহ গাড়িতে তুলে দেওয়ার নাম করে ৫০০-৬০০ টাকা পর্যন্ত দাবি করছেন সাফাইকর্মীরা। আগে দাবিমতো টাকা দিতে হবে, তারপরেই মরদেহ শববাহী গাড়িতে উঠবে, এমনটাই হুংকার ছাড়েন তাঁরা। এসব নিয়ে রীতিমতো সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে।

প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক সন্দীপ সেনগুপ্ত বলেন, ‘একটা সরকারি হাসপাতালে সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবাই বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তারপরেও এমন ঘটনা আমাদেরও নজরে আসছে। এতে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।’

পাপিয়াকে সংবর্ধনার হিড়িক

বাগডোগরা, ১৪ নভেম্বর : তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব দ্বিতীয় দফায় পাপিয়া ঘোষকে দার্জিলিং জেলা সমতলের সভানেত্রীর দায়িত্ব দেওয়ার খবর চাউর হতেই তাঁর বাড়ির সামনে শিলিগুড়ি মহকুমার গ্রামীণ ও পুর এলাকার নেতা-নেত্রীদের লাইন পড়ল। সোমবার বাগডোগরা এয়ারপোর্ট মোড়ে পাপিয়ার বাড়ির সামনে বাজি ফাটানো হয়। ফুলের তোড়া, মিষ্টি, কেক নিয়ে সভানেত্রীর বাড়ির বসার ঘরে, অফিসে লাইন দিতে দেখা যায় পার্টির নেতা-কর্মীদের। পাপিয়া বলেন, ‘দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই যে তাঁরা আমার বিগত দিনের কাজ দেখে আমাকে দ্বিতীয়বারের জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন। আমার ওপর তাঁরা ভরসা রেখেছেন। আমিও সততা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দলের কাজ করে যেতে চাই।’ তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক দীপক শীল, অসীম অধিকারী, আনন্দ ঘোষ, শিলিগুড়ি টাউন ব্লক-৩ আইএনটিটিইউসি’র সভাপতি সুজয় সরকা পাপিয়াকে সংবর্ধনার জোয়ারে ভাসিয়ে দেন।

হেনস্তার শিকার পুলিশ

নকশালবাড়ি, ১৪ নভেম্বর : একটি বাইক চুরির মামলায় অভিযুক্ত মহম্মদ আলমকে গ্রেপ্তার করতে রবিবার রাতে তোতারামজোত সংসদের ছোট কাঠপুলে যায় নকশালবাড়ি থানার পুলিশের একটি দল। আলমের বাড়িতে ঢোকার আগেই পুলিশের সঙ্গে বেশ কয়েকজন গ্রামবাসীর বিবাদ শুরু হয়। পুলিশকে দেখে গালিগালাজ করেন আলমের আত্মীয়স্বজনরা। গ্রামবাসী পুলিশের ওপর চড়াও হলে তিনজন সিভিক ভলান্টিয়ার আহত হন। এদিকে, আসামি পালিয়ে যায়।

গত শনিবার দার্জিলিংয়ের একটি বাইক চুরির মামলাকে কেন্দ্র করে পুলিশ তোতারামজোত ছোট কাঠপুলের বাসিন্দা আনবর রাজা এবং মহম্মদ রাহুলকে গ্রেপ্তার করেছিল। ধৃতদের পুলিশ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত থেকে চারদিনের পুলিশি হেপাজতে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই মূল পান্ডা আলমের নাম উঠে আসে। এরপর রবিবার রাতে নকশালবাড়ি থানার সাব-ইনস্পেকটর এনামুল হোসেনের নেতৃত্বে দশজন সিভিক ভলান্টিয়ার আলমকে গ্রেপ্তার করতে গেলে হেনস্তার শিকার হন। আলমের বাড়িতে ঢোকার আগেই বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী লাঠি নিয়ে পুলিশের রাস্তা আটকে দেন। শুরু হয় বিবাদ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশকে খালি হাতেই ফিরতে হয়। এদিকে, সোমবার রাতে নকশালবাড়ি থানার তরফে সরকারি কাজে বাধা এবং পুলিশের উপর লাঠি নিয়ে হামলা করার অভিযোগে আটজন গ্রামবাসীর নামে মামলা করা হয়।

রক্তদান শিবির

খড়িবাড়ি, ১৪ নভেম্বর : শ্যামাপুজো উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবির ও ভীমবারের স্নেহাশ্রম দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের পুজো প্যান্ডেল পরিক্রমা করিয়ে শীতবস্ত্র উপহার দিল খড়িবাড়ির ইয়ং স্টার ক্লাব। খড়িবাড়ি পিডব্লিউডি মোড়ে ক্লাব মণ্ডপে মঙ্গলবার ক্লাবের তরফে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

আমবাড়িতে অকাল দুর্গাপুজোর প্রতিমা।

অকাল দুর্গাপুজোয় মেতে ওঠে আমবাড়ি

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৪ নভেম্বর : কালীপুজোর পর দুর্গাপুজোয় মেতে উঠল চোপড়ার আমবাড়ি। হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ি এলাকায় মঙ্গলবার অকাল দুর্গাপুজো ও দু’দিনব্যাপী মেলা শুরু হল। পঞ্জিকা মেনে দুর্গাপুজো আগেই শেষ হয়েছে। লক্ষ্মীর আরাধনা, এমনকি কালীপুজোও শেষ। এই সময় আমবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা আবার অকালবোধনে মাতলেন।

কেন এখানে কালীপুজোর পর দেবী দুর্গার আবাহন? উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, পূর্বপুরুষদের সময় থেকেই এখানে কালীপুজোর পর দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। শতাব্দীপ্রাচীন এই পুজো ঘিরে প্রতিবার মেলা বসে।

স্থানীয় প্রবীণরা জানালেন, কালীপুজোর পর গোবর্ধনপুজোর দিন এখানে নিষ্ঠার সঙ্গে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়। স্থানীয় আমবাড়ি, হরিনাথগছ, নয়াবাড়ি খেরিবাড়ি, তিস্তা কলোনি, আদিবাসীপাড়ার বাসিন্দারা মিলেমিশে পুজোয় আয়োজন করেন। সব পাড়ার প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরি হয় পুজো কমিটি। শতাব্দীপ্রাচীন পুজোর নিয়ম আজও নিষ্ঠাভরে মেনে চলেন সকলে। আশপাশের কয়েকটি গ্রামের মানুষ পুজোয় শামিল হন। চারপাশে চা বাগান ঘেরা, মাঝে কিছুটা জঙ্গলের একপ্রান্তে স্থায়ী দুর্গা মন্দিরও রয়েছে। সেই মন্দির ঘিরেই পুজো ও মেলার আয়োজন করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা পুজো ও মেলা কমিটির অন্যতম সদস্য নকুল সিংহের কথায়, ‘দু’দিনব্যাপী মেলা ও পালাগানের আসর বসে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বিহার, এমনকি নেপাল থেকে দর্শনার্থীরা প্রতিবার আসেন।’ পুজো কমিটির সভাপতি সাজন সিংহ বলেন, ‘একদিনেই এখানে দেবীর পুজো হয়। সিংহবাহিনী দুর্গার সঙ্গে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতীও থাকেন। মন্দির প্রাঙ্গণে আরও দেবদেবীর আসনও রয়েছে। পুজো উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, প্রতিবার মেলায় পালাটিয়া গানের আসর বসানো হয়। সেই নিয়ম আজও চালু আছে।

আমবাড়ির অকাল দুর্গাপুজোর মেলায় ‘বাঘচাবা’ ফলের ব্যাপক চাহিদা থাকে। স্থানীয় চাষিদের একাংশ আলুর মতো দেখতে এক ধরনের ফল চাষ করেন। এলাকায় এই ফল বাঘচাবা নামে পরিচিত। ফল কিনতেই অনেকেই দূরদূরান্ত থেকে এই মেলায় আসেন। স্থানীয় ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের কয়েকজন চাষি প্রতিবার এই ফল চাষ করেন। ফল বিক্রেতাদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সিংহ ও কাশীনাথ সিংহের কথায়, ‘এই মেলার জন্যই বাঘচাবা ফল চাষ করা হয়। গোটা গ্রামের মাত্র ১০-১২ জন চাষি এই ফল চাষ করেন। মেলার দিন ওই ফল সিদ্ধ করে বিক্রি করা হয়। এবার ১৫০ টাকা কেজি দরে বাঘচাবা বিক্রি হচ্ছে। প্রতিবার অন্তত ১০-১৫ কুইন্টাল বাঘচাবা বিক্রি হয়।

১৯৮৬ সালের এই দিনে ভারতের অন্যতম টেনিস খেলোয়াড় সানিয়া মির্জার জন্ম হয়।

প্রথম শবব্যবচ্ছেদকারী বাঙালি চিকিৎসক মধুসূদন গুপ্তর মৃত্যু ১৮৫৬ সালের এই দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বুধবার, ২৮ কার্তিক ১৪৩০

■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৭৬ সংখ্যা

দূষণের ভয়াবহতা

প্রহসন ছাড়া আর কীই বা বলা যায় বাজি নির্দেশিকাকে। সবুজ বাজি হয়ে রইল সোনার পাথরবাটি। বাজিবাজার বানিয়ে আটকানো গেল না পাড়ায় পাড়ায় শব্দদৈত্যের রক্তচোখ। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কীসের লাগাম টানতে নিযুক্ত, বোঝাই গেল না। প্রশাসন ঠুঁটো জগন্নাথ। বরং বাজির শব্দের অনুমতিযোগ্য মাত্রা ৯৫ থেকে বাড়িয়ে ১২৫ করে দিল রাজ্য পরিবেশ দপ্তর। শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা, এমনকি রাজধানী দিল্লি শিকার হল ভয়াবহ শব্দদূষণ ও পরিবেশ দূষণের।

ভয়াবহ শব্দটাও যেন কম মনে হচ্ছে। দীপাবলির রাতে আলোর উৎসবের মাঝে দেশের রাজধানীর দূষণ মাত্রা স্থায়ী ছাপ রেখে গেল। সেদিন দিল্লির কোথাও কোথাও এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) পৌঁছে গিয়েছিল ৯৯৯ থেকে ১০০০-এর ঘরে। অথচ এই ইনডেক্সের স্বাভাবিক মাত্রা ধরা হয় মাত্র ১০০। বাংলার রাজধানী সেই স্বাভাবিক মাত্রার দ্বিগুণ ছাড়িয়ে গেল।

কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত দীপাবলিতে হাঁসফাঁস করল ২৫০ থেকে ২৬৪ একিউআই-এর মধ্যে থেকে। উত্তরবঙ্গের প্রধান শহর শিলিগুড়িতে দীপাবলির পরের সকালটায় একিউআই পৌঁছে গিয়েছিল ১৬২-তে। পরিণাম কী হতে পারে। এই অস্বাভাবিক একিউআই মাত্রা শ্বাসকষ্টের অভিশাপ নামিয়ে আনে জনজীবনে। ফুসফুসের নানা রোগে স্থায়ীভাবে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। ডায়াবিটিসের রোগীদের জন্য এই দূষণের প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক। এমনকি, শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তিকে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারে।

শুধু মানুষ নয়, প্রাণীকুলে এই দূষণ প্রাণঘাতী হতে পারে। পারে নয়, হয়েছেও। এবার কালীপুজোর রাতে শব্দবাজির তাণ্ডবে তিনটি পথকুকুরের মৃত্যু হয়েছে ফালাকাটার মতো ছোট মফসসল শহরে। গৃহপালিত কুকুরের দল ঘরের মধ্যেও স্বস্তিতে কাটাতে পারেনি। চরম অস্থিরতা তাদের শরীরের স্থায়ী ক্ষতি করে দিয়ে গিয়েছে। কোথাও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে পোষ্য সারমেয়রা। তামিলনাড়ুতে একটি চিতাবাঘ বাইরে থেকে এসে একটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল বাজির শব্দে ভয় পেয়ে।

অথচ শব্দদানবের অত্যাচার ঠেকাতে আয়োজন কম ছিল না। শব্দবাজি আটকাতে ব্যাপক ধরপাকড়, তল্লাশি ইত্যাদি হয়েছে। হেল্পলাইন খুলে বসেছিল দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। ছিল প্রশাসনের নজর ও পুলিশের টহল। কিন্তু সবই যেন বজ্রআঁটুনি ফসকা গেরো। যথেচ্ছ বাজি পুড়েছে প্রায় সর্বত্র। অনুমতিযোগ্য মাত্রার তোয়াক্কা না করে বিকট শব্দে বাজি ফেটেছে। শব্দের অত্যাচার সহনশীলতা ছাড়িয়ে গিয়েছে। বাজির ধোঁয়া বাড়িয়েছে দূষণ মাত্রা। চড়চড় করে বেড়েছে একিউআই।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জনজীবন ও প্রাণীকুলের ওপর এই অত্যাচার দেখেছে প্রশাসন। নামকে ওয়াস্তে কিছু গ্রেপ্তার হলেও শব্দের কারবারিদের সঙ্গে যেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বাহিনীর চোর-পুলিশ খেলা চলেছে। গরিব বস্তি থেকে শুরু করে উচ্চবিত্তের আবাসন, যত শব্দ, তত যেন উল্লাস। আনন্দোৎসবের চরম বিকৃতি যেন। পরিস্থিতির সামনে পরিবেশ সংগঠন, পরিবেশকর্মীরা কার্যত অসহায়। শুধু মামলার হুমকি ছাড়া আর যেন কোনও অস্ত্র নেই তাদের হাতে।

ফি বছর বাজির দূষণ আটকাতে ঢক্কানিনাদ কম হয় না। বৈঠকের পর বৈঠক হয়। পুলিশের অভিযান চলে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নানারকম নির্দেশিকা প্রকাশ পায়। দিল্লিতে ও রাজ্যে। কিন্তু সব নিষ্ফল হয়। ৯৯৯ একিউআই দূষণের পক্ষে কতটা ভয়াবহ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তবে শুধু প্রশাসন বা পুলিশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে কোনওদিনই এই অত্যাচার বন্ধ হবে না। শব্দদানব আটকাতে ও বাজির দূষণ ঠেকাতে সর্বাগ্রে চাই জনসচেতনতা। বিশেষ করে নবীন প্রজন্ম যদি বোঝে, এই দূষণ শুধু অন্যের নয়, নিজেদের শরীর ও মনের ওপর স্থায়ী ক্ষত তৈরি করছে, তাহলেই সম্ভবত সমস্যা ঘোচানো সম্ভব হবে।

অমৃতধারা

প্রিয়ের প্রতি ভালোবাসা বা মঙ্গলবিহীন-কর্ম কখনই প্রেমের পরিচায়ক নয়। প্রিয়তমের জন্য কিছু করতে ইচ্ছা করে না-অথচ খুব ভালোবাসি-এ কথাও যা', আর, সোনার পিতলে ঘুঘুও তাই। স্বার্থবুদ্ধিই প্রায় উক্ত প্রকার ভালোবাসে, তাই ওই প্রকার নিষ্কাম-ধর্মাক্রান্ত ভালোবাসা দেখে সাবধান হওয়া ভালো, নতুবা বিপদের সম্ভাবনাই অধিক। ভালোবাসো-অথচ সে তোমার উপর জোর বা আধিপত্য, শাসন, অপমান, অভিমান কিংবা জিদ করলেই সুখ না হয়ে বরং উলটো হয় বা মুছে যায়-আমি বলছি-তুমি ঠকবে ও ঠকাবে নিশ্চয়-তা তুমি যতদিন এমনতর থাক-তাই এখনও সাবধান হও। প্রেমের মোহ-বাধা পেলেই বৃদ্ধি, প্রেমাস্পদের অত্যাচারেও ঘৃণা আসে না, বিচ্ছেদে সতেজ হয়, মানুষকে মূঢ় করে না, চিরদিন অতৃপ্তি, একবার স্পর্শ করলে আর ত্যাগ হয় না-অপরিবর্তনীয়।

– শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৮০

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। ঠান্ডা কিন্তু ভালো ৫। জ্বলজ্বল করছে ৬। বিজয় নিশান ৮। আড়াল ৯। চটকানো ১১। বাজনা যার পেশা ১৩। মনে আছে, বলা হয়নি ১৪। বিশ্বকর্মার বাহন।

উপর-নীচ : ১। চালাক ও চটপটে ২। ঘুমিয়ে আছে ৩। আত্মমগ্ন ৪। সুতো কাটার যন্ত্র ৬। পানের মশলা ৭। টাকার ছোট একক ৮। হাওয়া বা বাতাস ৯। ইশারা ১০। অজুহাত ১১। জিনিস কেনার অগ্রিম টাকা ১২। কাঠ দিয়ে তৈরি ১৩। ভ্রাতৃবধূ।

সমাধান ■ ৩৬৭৯

পাশাপাশি : ১। মোলায়েম ৩। সনদ ৫। চিনিরবলদ ৬। জারুল ৭। শতেক ৯। কালানুক্রমিক ১২। লাবণি ১৩। করণিক।

উপর-নীচ : ১। মোলাহেজা ২। মউনি ৩। সজীব ৪। দরদ ৫। চিল ৭। শক ৮। কপর্দক ৯। কামিলা ১০। নুরানি ১১। মিশুক।

আমাদের দেবতারা নেমে এসেছেন ভুঁইয়ে, পূজার সিংহাসনে, হাতেগড়া শিবমূর্তিতে

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি

তখনকার পূর্ববঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব হিন্দুদের ওপর অনেক বেশি ছিল। বিশেষত সমাজের নিম্নবর্ণ থেকে ইসলামের যে ধর্মান্তর ঘটেছিল, চৈতন্য মহাপ্রভুর উদার ধর্ম ভাবনায় সেই ধর্মান্তর ইসলামের দিকে না গিয়ে বৈষ্ণব হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করেছিল।

কালীপীঠ হিসেবে কালীঘাটই

আমাদের সর্বতীর্থসার। এখানে নাকি দেবীর দক্ষিণ পদাঙ্গুলি পড়েছিল। আর শুধু এই পশ্চিমবঙ্গ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে কালীপীঠ বলতে কালীঘাটের নাম আসবে সবার আগে। তবে কিনা, এটাও বলা ভালো যে, ভারতবর্ষে আমাদের শক্তিপীঠ যত আছে, সেগুলির সবগুলির সঙ্গে সতী ভগবতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যোগ নেই। অনেক শক্তিপীঠই আছে, যেগুলি মহাসিদ্ধ কালীসাধকের সাধনস্থান হিসেবেই শক্তিপীঠে পরিণত হয়েছে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণের ভবতারিণী অথবা সাধক বামাখ্যাপার সিদ্ধস্থান তারাপীঠ। ভারতের অন্যত্র আমরা শক্তিপীঠের গবেষণায় দেখেছি, দেবী ভাগবত পুরাণের দেবীর ১০৮টি পীঠের বিবরণ আছে। কিন্তু সেগুলি অনেকগুলির সঙ্গে দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনও সম্বন্ধ নেই। আবার অনেক কালীপীঠ এই বঙ্গদেশেই আছে, যেগুলির সঙ্গে দেবীর অঙ্গযোগ ঘটেছে। অথচ সমস্ত মূল গ্রন্থের সঙ্গে সেগুলি মেলে না।

দক্ষযজ্ঞে 'যোগ-বিসৃষ্টদেহা' সতীর দেহ যে বিষ্ণুচক্রে খণ্ড খণ্ড করা হল তাও সব পুরাণে নেই। যেখানে যা আছে, সেখানেও সব জায়গায় দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈকল্পিক ভাবনাও আছে। অনেকেই এটা বলেন যে, প্রথমে দেবীর পীঠ ছিল মাত্র ৪টি। সেগুলি হল জলন্ধর, উজ্জীয়ান বা ওডিয়ান, পূর্ণশৈল এবং কামরূপ। কিন্তু এরপরে আস্তে আস্তে পীঠের সংখ্যা বেড়ে কখনও হয়েছে ৪২, কখনও ৫০, কখনও ১০৮ এবং সবচেয়ে গৃহীত মত হল ৫১টি পীঠ। যা তন্ত্রসার এবং পীঠ নির্ণয়গ্রন্থে একরকম। চতুষ্পীঠের জায়গায় পঞ্চম পীঠ হিসেবে শ্রীহট্টের নাম এসেছে উত্তর মধ্যযুগে। কিন্তু এটাও বেশ আশ্চর্যের, মহাপীঠ নির্ণয়ের অন্য একটি সংস্করণে এই বঙ্গদেশের আমরা অভগ্ন বাংলার কথা বলছি- সেই অভগ্ন বাংলার বহু স্থানে দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যুক্ত হয়েছে। এবং তাতে বোঝা যায়, বঙ্গদেশের তান্ত্রিকী শক্তিপূজার ব্যাপ্তি ঘটে গিয়েছে সপ্তদশ, অষ্টাদশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই। শ্রীহট্টের জয়ন্তী পীঠে যেমন দেবীর বাম জঙ্ঘা পড়েছিল, তেমনই ওই বাংলাদেশের শ্রীহট্টে সুরমা নদীর অপর পাড়ে পড়েছিল দেবীর গ্রীবা। সেটার নাম মহালক্ষ্মী স্থান। বাংলাদেশে চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে দেবীর ডানহাত পড়েছিল। ত্রিপুরার উদয়পুরে দেবীর নাম ত্রিপুরাসুন্দরী। এখানে দেবীর দক্ষিণ পদের অধিষ্ঠান। এখনকার বাংলাদেশের ভাগ্য এখানেই শেষ নয়। বরিশালের শিকারপুরে দেবীর নাম সুগন্ধা। হয়তো বা সেই জন্যই দেবীর নাসিকার পতন হয়েছিল এখানে। নাকি নাসিকা এখানে পড়েছিল বলেই দেবীর নাম সুগন্ধা। যশোরে দেবীর পানিপদ্ম। বর্তমান খুলনা জেলার স্বৈরীপুরে এই পীঠস্থান চিহ্নিত বলেই কি যশোর আর ঈশ্বরী মিলে যশোরেশ্বরী। এছাড়াও বগুড়া জেলায় আরও দুটি পীঠ আছে। যে দুটিতে দেবীর গায়ের লোম এবং বামকর্ণের অধিষ্ঠান। পুণ্ড্রবর্ধন এবং করতোয়াতটে এই দুই পীঠ।

এবার পশ্চিমবঙ্গে আসুন। কিন্তু তার আগে আবারও বলি যে, সাধারণত ৫১ পীঠের যে প্রাচীন তালিকা আছে, তাতে সারা ভারতবর্ষে এমনকি এখনকার ভারতবর্ষের বাইরে এবং তখনকার ভারতবর্ষে বালুচিস্তানে মরুতীর্থ হিংলাজ থেকে এপাশের পুবে কামরূপ এবং ওদিকে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পীঠ পর্যন্ত সর্বত্র সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলিতে দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে আছে। এতে দেবীর পীঠের ব্যাপ্তির সঙ্গে ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশনও জড়িত। তবে আমাদের ধারণা, বঙ্গভূমি যেহেতু ভারতীয়, তন্ত্রসাধনারও মাতৃভূমি, তাই এই পূর্ণ বাংলাদেশে বাঙালিত্বে 'ইন্টিগ্রেশন' হয়েছিল এই মাতৃপীঠের সূত্র ধরে এবং তার গুরুত্ব এতটাই যে, আমরা দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গও অনেকটাই সরিয়ে আনতে পেরেছি সেই অভিন্ন বাংলাদেশে।

পশ্চিমবঙ্গ ধরলে মাথার মুকুট নেপালকে ছেড়েই দিলাম। সেখানে দেবীর দক্ষিণ জঙ্ঘা এবং গুহ্যস্থানের গুরুত্বে পুণ্যদা আর গুহ্যেশ্বরীর মন্দির কিন্তু তারপরেই জলপাইগুড়িতে জল্পেশ্বর মন্দির থেকে দেবীপীঠে দক্ষিণায়ন দেখলে দিনাজপুরের বাণগড়ে (এখন বাংলাদেশে) দেবী অখিলেশ্বরী। তারপরেই মুর্শিদাবাদের লালবাগের কাছে কিরীটকোনা পীঠ। দেবীর মাথার মুকুটচূড়া কিরীট পড়েছিল এখানে। লক্ষ্যণীয়, বৈষ্ণব

সমগ্র ভারতবর্ষে কালীপীঠ বলতে কালীঘাটের নাম আসবে সবার আগে। তবে, ভারতবর্ষে আমাদের শক্তিপীঠ যত আছে, সেগুলির সবগুলির সঙ্গে সতী ভগবতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যোগ নেই। অনেক শক্তিপীঠই আছে, যেগুলি মহাসিদ্ধ কালীসাধকের সাধনস্থান হিসেবেই শক্তিপীঠে পরিণত হয়েছে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণের ভবতারিণী অথবা সাধক বামাখ্যাপার সিদ্ধস্থান তারাপীঠ।

স্থান নদিয়ার নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের আপন ভদ্রাসন বলেই দেবীপীঠের দরকার হয়নি। তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সহাবস্থানে আছেন বলেই শাক্ত-বৈষ্ণবরা 'কম্প্রোমাইজ' করে আছেন। কিন্তু নবদ্বীপের রাস একবার দেখলে সকলে বলবে যে কৃষ্ণ-কালীও একত্তর হয়ে গেছেন এখানে।

বরং রাঢ়ভূমিতে অট্টহাসপীঠ, যেখানে দেবীর ওষ্ঠ পড়েছিল। কিংবা সাঁইথিয়া নন্দীপুর পীঠে দেবীর গলার হার নিয়ে নন্দিনী, কঙ্কালীতলায় বেদগর্ভা, নলহাটি দেবীর শিরানলা নিয়ে কালী, বক্রেশ্বরে দেবীর মন আর তারাপীঠে বামাখ্যাপার থানেও দেবীর চোখের তারা পড়েছিল বলে তারাপীঠ, এরকম বিবরণ দিতে পারি আরও কত।

কিন্তু সবার ওপরে আছেন কালী কালী কলকাত্তাওয়ালি। যখন সকালবেলায় স্নান করে কালীঘাটে পুজো দিতাম ছোটবেলায়, তখনও কালীগঙ্গায় ক্ষীণ স্রোত ছিল। চান করে পুজো দিতাম সকালবেলায়, মনটা শান্ত হয়ে যেত। কিন্তু আমার সেই বিদেশি বান্ধবী র‍্যাকেল ম্যাক গবেষণার তাগিদে কলকাতায় এসেছিল, কালীপুজোর দিন ১৯৮৮ সালে। র‍্যাকেল লিখছে- সেই মধ্যরাতে শতশত লোক, ভক্ত ঠেলাঠেলি করছে, অন্তত ৩০টি কালো কুচকুচে ছাগলকে স্নান করিয়ে। গলায় জবার মালাও ঝুলিয়ে মেধ্য করে রাখা হয়েছে এবং লোকের কানফাটানো চিৎকারের মধ্যে বিশাল ঢাকের বাদ্যি, পুরোহিতের মন্ত্র আর ছাগলদের একে অন্যকে দেখা চিৎকারের মধ্যে একের পর এক বলি। র‍্যাকেল নিতে পারেনি। কিন্তু ও পরে বুঝেছে যে, পশুবলির মধ্যে দিয়ে আমাদের সমস্ত পশুভাবের বলি হয়। কিন্তু বলি যখন হয়, তখন এই বুদ্ধিটা যাঁরা জাগিয়ে রাখতে পারেন না, সমস্যা হয়, তখনই। নিষ্কামতার মধ্যে যদি পশুহত্যা সংঘটিত হত তাহলে নৃশংসতার রক্তচক্ষু ফিকে হত সেখানে। র‍্যাকেলকে বলেছিলাম, আমিও খুব একটা নিতে পারি না। এই দৃশ্য বরং কালীঘাটের কালীকে আমি বড় প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে দেখি, দেখি সংসারি শিবের প্রেমাঙ্গিনীর মধুরতায়। এখানে আমার রসিক পণ্ডিত রাজকুমার ন্যায়রত্নের চোখে কালীঘাটের কালীর কথা না বলে পারি না।

সত্যি কথা বলতে কী, কালীর এত পীঠ, সেইসব পীঠে তাঁর এত পুজো, এত রমরমা, এত মানসিক দান, কালী চমৎকার আছেন। ভক্তদের সমাগমে, ফলে-ফুলে, সিঁদুরে-চন্দনে বেশ আছেন কালী মাতা। ওদিকে, তাঁর স্বামী আর এক প্রেয়সী গঙ্গা, তাঁর সঙ্গে কালীর একটা তুলনায় গিয়েছেন পণ্ডিত, কবি রাজকুমার ন্যায়রত্ন। গঙ্গার সবচেয়ে বড় সমস্যা তার কোনও স্থাবর পীঠ নেই। তিনি বহতা নদী, তার তীরে তীরে তীর্থ আছে অনেক কিন্তু সেই তীর্থও এক দেবতার নামে। যেমন ধরুন বারাণসীতে তিনি শিবের নামে স্রোতোবহা, আবার নবদ্বীপ-শান্তিপুরে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নামে তার খ্যাতি। শিব তাঁকে মস্তকে ধারণ করেন বটে, কিন্তু শ্যামের মায়ের পায়ের তলায় শবরূপী শিব তাঁর এই দ্বিতীয় পত্নীকে তেমন কোনও স্থান মাহাত্ম্য দিতে পারলেন না। শুধু তাকে বয়ে যেতে দিলেন হিমালয় থেকে গঙ্গা।

আমাদের এখানে যখন দেশভাগের যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল, দলে দলে মানুষ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন। যেমনটা হয়েছে ওদিকে পঞ্জাবে। আমি পাঞ্জাবিদের মনস্তত্ত্বের কথা বলতে পারব না, কিন্তু বাংলার পূর্বখণ্ডের যাঁরা দেশভাগের পরেও কিছুকাল থাকতে বাধ্য হয়েছেন নিরুপায় হয়ে, তাঁদের এই দেশে আসার এবং তাঁদের প্রাদেশিক স্থান নির্ণয়ের একটা প্যাটার্ন লক্ষ করেছেন গবেষকরা। তখনকার পূর্ববঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাব হিন্দুদের ওপর অনেক বেশি ছিল। বিশেষত সমাজের নিম্নবর্ণ থেকে ইসলামের যে ধর্মান্তর ঘটেছিল, চৈতন্য মহাপ্রভুর উদার ধর্ম ভাবনায় সেই ধর্মান্তর ইসলামের দিকে না গিয়ে বৈষ্ণব হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। এই পটভূমিকায় যাঁরা পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ বসতি তৈরি করেছেন নদিয়া জেলায় এবং সেখানে তাঁদের ধর্মীয় আকর্ষণ ছিল গৌর-গঙ্গা অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর স্থান এবং বৈষ্ণবী গঙ্গা-বিষ্ণুপদ সম্ভূতা গঙ্গা।

অন্যদিকে, শাক্ত আবেশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা যে সংখ্যায় খুব বেশি তা নয়। কিন্তু অনেকেই যাঁরা কলকাতার আত্মীয়ের বাড়িতে জায়গা করে নিয়েছিলেন তাঁদের কাছে আকর্ষণ ছিল কালীঘাটের কালী এবং তৎসংলগ্ন গঙ্গা, যেখানে তখনও জোয়ারভাটার আয়োজন ছিল যথেষ্ট স্বাভাবিক। কিন্তু নবদ্বীপের মহাপ্রভুর থানে গঙ্গা যে মেজাজে এবং যে মাহাত্ম্যে বইতেন, কালীঘাটে তিনি মূলস্রোত থেকে শাখা হয়ে ওঠায় তার প্রভাব-প্রতিপত্তি সবদিক থেকেই করুণ হয়ে উঠেছিল। রাজকুমার ন্যায়রত্ন গঙ্গার সেই করুণ যন্ত্রণার কবিসুলভ কারণ দেখিয়েছেন। আসছি সেই কথায়। আমাদের এই সোনার দেশে ঠাকুর-দেবতাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব ভালো। খুব কম করে বললেও সাত-আট হাজার বছর পুরোনো সভ্যতা। সেই বেদের কালেই আমরা কাজে-অকাজে, ভালোমন্দে এমনকি খাদ্যাখাদ্যে পর্যন্ত দেবতাদের কাছে যেতে চেয়েছি। পিতার কাছে পুত্রের মতো অবাধে- স নঃ পিতেব সূনবে- স্বামীর কাছে পত্নীর মতো সলজ্জ শৃঙ্গারে কিংবা চির জন্মের সখার মতো- যেমনটা ভগবৎ গীতায় অর্জুন চেয়েছেন ভগবান বিশ্বরূপের কাছে। পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ/ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সৌঢ়ুম। পিতার কাছে পুত্র, সখার কাছে সখা, প্রিয়ার কাছে প্রিয়র মতো।

দেবতাদের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গের সম্পর্কের একটা বড় সুবিধা হল, এতে আমাদের দেবতারা কেউ অন্তরীক্ষ লোকে বসে আমাদের ওপর শুধু খবরদারি করার সুযোগ পাননি। তাঁদের সকলকে নেমে আসতে হয়েছে ভুঁইয়ে। নেমে আসতে হয়েছে আমার পূজার সিংহাসনে, আমার হাতেগড়া শিবমূর্তিতে, আমার যশমতির আঁচলের তলায়।

আলোচিত

যারা ২০০৮ সালে ৩০টি আসন পেয়েছিল, তাদের নির্বাচনে আসার আকাঙ্ক্ষা না থাকা স্বাভাবিক। এরা বাংলাদেশে নির্বাচন বানচাল করে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায়।

–শেখ হাসিনা

আজ

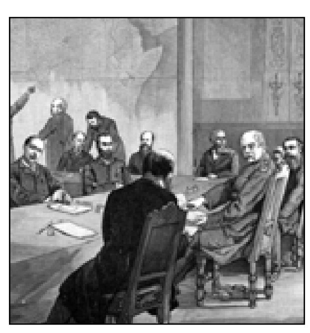

জার্মানির রাজধানী বার্লিনে আফ্রিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশগুলো ভাগ, বণ্টন নিয়ে ১৯৮৪ সালের এই দিনে একটি সম্মেলন হয়েছিল। ইতিহাসে সেই সম্মেলন বার্লিন সম্মেলন নামে পরিচিতি পায়।

বিন্দু বিসর্গ

জনমত

গাজায় অবিলম্বে বন্ধ হোক গণহত্যা

ইতিপূর্বে গাজায় মাঝে মাঝেই হামলার খবর আমরা জেনেছি। গাজাবাসীদের স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের ও যাতায়াতের কোনও অধিকার নেই। গাজায় হামাস নামে যে জঙ্গি সংগঠন তৈরি হয়েছে, জানা যায় তাও একসময় ইজরায়েলের শাসকদেরই সৃষ্টি। প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও শান্তির জন্য যে গণ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তাতে বিভাজন সৃষ্টির জন্য তাদের এক কূটকৌশল। এখন হামাসই গাজায় কর্তৃত্ব করে। তারাই ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের ওপর রকেট হামলা চালিয়ে সহস্রাধিক মানুষ হত্যা করে। পরম শক্তিশালী ইজরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা তা প্রথমে বুঝে উঠতেই পারেনি। এখন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু তাঁর সমগ্র সামরিক শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন প্রতিশোধ নিতে ও গাজাকে দখল করতে।

পশ্চিমী দুনিয়ার রাষ্ট্রনেতারা নেতানিয়াহুকে শুধু সমর্থনই নয়, সামরিক সহায়তাও দিয়েছেন। ভারত চিরদিন প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্বাধীনতা ও শান্তির আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। মনে আছে, সেই আন্দোলনের একসময়ের সর্বোচ্চ নেতা নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপক ইয়েসার আরাফত নব্বইয়ের দশকে ভারতেও এসেছিলেন। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই পশ্চিমী

রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সুর মিলিয়ে নেতানিয়াহুর পক্ষ অবলম্বন নিয়ে বসলেন।

সারা বিশ্বের লক্ষ কোটি মানুষ রাস্তায় নেমে ইজরায়েলের অমানবিক হামলার নিন্দা করছেন, যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানাচ্ছেন। খবরে প্রকাশ, ওয়াশিংটনে লাখো মানুষ রাস্তায় নেমে যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। এমনকি ইজরায়েলের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ শান্তি চাইছেন।

রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তনিও গুতেরাস বলেছেন, হামাসের আক্রমণ অসমর্থনীয়, কিন্তু সেটা তো শূন্য থেকে ঘটেনি। অর্থাৎ তিনি ইজরায়েলের হামলার ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির জন্য তিনি আবেদন করেছেন। রাষ্ট্রসংঘে ১২২টি দেশের প্রতিনিধি অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির দাবি জানিয়েছেন।

আমাদের দাবি, অবিলম্বে গাজায় ইজরায়েলের গণহত্যা বন্ধ করা হোক। যুদ্ধবিরতি চাই। রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্যালেস্তাইনবাসীদের ন্যায্য অধিকারকে মান্যতা দেওয়া হোক। একইসঙ্গে আমরা চাই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধও অবিলম্বে বন্ধ করা হোক।

পৃথিবীর বুকে মানুষ যুদ্ধ নয় পরস্পর সহযোগী হয়ে শান্তিতে জীবনযাপন করতে চান। আর কোনও যুদ্ধ নয়, বন্ধ হোক যুদ্ধনীতি, প্রতিষ্ঠিত হোক শান্তির নীতি।

প্রশান্ত বকসি
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

ডাক পরিষেবার বেহাল দশা গ্রামাঞ্চলে

চিঠিপত্র লেনদেনের ব্যাপারটা অনেকটা সেকেলে হলেও এর প্রয়োজন এখনও খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন সরকারি এবং অসরকারি কাগজপত্র আমরা এখনও ডাক অফিসের মাধ্যমে দেওয়া-নেওয়া করে থাকি। যদিও শহরাঞ্চল বাদ দিয়ে গ্রামীণ ও ব্লক সদর ডাক অফিসগুলি থেকে এই পরিষেবা ঠিকমতো পাওয়া দুষ্কর হয়ে পরে সময়ে সময়ে। শহরাঞ্চলের মতো তো সব জায়গায় জরুরিকালীন কুরিয়ার সার্ভিস সেন্টার পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। তাই সেই সব জায়গায় স্পিডপোস্টই মানুষের শেষ ভরসা।

অথচ স্পিডপোস্ট তো দূরের কথা, দীর্ঘদিন ধরে শীতলকুচি ব্লক সদর পোস্ট অফিস থেকে নর্মাল পোস্ট করে কাগজপত্র পাঠানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শুধু শীতলকুচিই নয়, এই সমস্যা অনেক জায়গারই। তাই প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, দ্রুত এই পরিষেবা ঠিকমতো চালু করার ব্যবস্থা করা হোক।

বিধান বর্মন, শীতলকুচি।

আধার বিভ্রাটে র‍্যাশনে বঞ্চনা

আমার বয়স প্রায় পঁচাশির কোঠায়। আধার কার্ডের আঙুলের ছাপ না মেলায় আমার র‍্যাশন বন্ধ। এজন্য প্রায় এক বছর আগে আমি বিডিও অফিসের ফুড সাপ্লাই বিভাগে আধার কার্ডের জেরক্স সহ দরখাস্ত করেছিলাম। যিনি দরখাস্ত নিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন, একমাস পরে র‍্যাশন ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। অথচ আজ পর্যন্ত আমি র‍্যাশন পেলাম না।

মাথাভাঙ্গা শহরের আমার কয়েকজন বন্ধুর থেকে জানতে পেরেছি, তাঁদেরও আঙুলের ছাপ মেলে না। কিন্তু তাঁরা র‍্যাশন পাচ্ছেন। এজন্য কোথাও দরখাস্ত করতে হয়নি। আমার মতো বৃদ্ধদের সরকারের দেওয়া র‍্যাশন থেকে বঞ্চিত করে কী লাভ হয় বুঝি না। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মতিয়ার রহমান
শিকারপুর, কোচবিহার।

ভারতীয় ক্রিকেটে হ্যাপি এন্ডিং ডে

৫ নভেম্বর একরাশ অজানা উৎকণ্ঠা নিয়ে টিভির পর্দায় চোখ রেখেছিলাম ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার একদিবসীয় ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে। উৎকণ্ঠার বিভিন্ন কারণ ছিল। যেমন, ভারত কি টসে জিতে আগে ব্যাটিং করতে পারবে? ভারত কি ম্যাচটা জিততে পারবে? বিরাট কোহলি কি ৩৫তম জন্মদিনে ৪৯তম একদিনের আন্তর্জাতিক শতরান পেয়ে যাবেন?

যাইহোক, ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা টসে জিতে আগে ব্যাটিং নেওয়ায় আমার প্রথম উৎকণ্ঠাটা কেটে গেল। তারপর ম্যাচ যত এগোতে লাগল আমার সমস্ত আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা ধীরে ধীরে কেটে যেতে লাগল। দর্শক ঠাসা ইডেনে বিরাট কোহলিও পেয়ে গেলেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত শতরান এবং শেষমেশ ভারতও বিজয়ী হল ২৪৩ রানে। এইভাবে যাবতীয় উৎকণ্ঠা মিটে গিয়ে চলতি বছরের ৫ নভেম্বর তারিখটা ভারতীয় ক্রিকেটে হ্যাপি এন্ডিং ডে হিসাবেই পরিচিতি পেয়ে গেল।

সঞ্জীবকুমার সাহা, উত্তরপাড়া, ওয়ার্ড নম্বর ১, মাথাভাঙ্গা।

भारत सरकार

জনজাতি কল্যাণের জন্য মোদি সরকার সমর্পিত

ধরতি আবা ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তীতে জনজাতি গৌরব দিবস উপলক্ষ্যে

স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার দেশের প্রধানমন্ত্রী ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মস্থল খুন্টির উলিহাতু গ্রামে গিয়ে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করবেন এবং

পিএম জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান (পিএম-জনমন) সহ ৪৯ হাজার কোটি টাকার জনজাতি কল্যাণ ও বিকাশ প্রকল্পের শুভারম্ভ/শিলান্যাস/উদ্বোধন করবেন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

বুধবার, ১৫ নভেম্বর, ২০২৩, সকাল ১১:১৫টা, খুন্টি জেলা, ঝাড়খণ্ড

পিএম জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান (পিএম–জনমন)

- স্বাধীনতার সাড়ে সাত দশক পর্যন্ত বঞ্চিত এবং বিশেষভাবে দুর্বল জনজাতি সমূহের সমগ্র বিকাশের জন্য ২৪ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প
- সুরক্ষিত আবাস, পরিস্রুত পানীয় জল, স্বচ্ছতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সড়ক, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও স্থায়ী জীবিকার মতো মৌলিক সুযোগসুবিধা প্রদানের জন্য মিশন
- আয়ুষ্মান ভারত যোজনা, সিকল সেল অ্যানিমিয়া নির্মূল মিশন, টিবি নির্মূল, ১০০ শতাংশ টিকাকরণ, পিএম সুরক্ষিত মাতৃত্ব যোজনা, পিএম মাতৃ বন্দনা যোজনা, পুষ্টি অভিযান, জন ধন যোজনা সহ বিভিন্ন যোজনার সম্পূর্ণ কভারেজের ওপর ফোকাস

জনজাতি কল্যাণে নিরলস প্রচেষ্টার সাড়ে নয় বছর

- ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী, ১৫ নভেম্বরকে জনজাতি গৌরব দিবস হিসেবে ঘোষণা; সারা দেশে ১০টি জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামী সংগ্রহালয় তৈরি করা হচ্ছে
- জনজাতি সম্প্রদায়ের জন্য ৫০ লক্ষেরও বেশি পাকা বাড়ি, ১.৩ কোটি নলবাহিত জলের সংযোগ এবং ১.৫ কোটি শৌচালয় তৈরি করা হয়েছে
- আয়ুষ্মান যোজনায় ৯৫ লক্ষ আয়ুষ্মান কার্ড তৈরি হয়েছে, এছাড়া জনজাতি এলাকায় জনঔষধি কেন্দ্রের সস্তা ও ভালো ওষুধ
- জনজাতি সম্প্রদায়কে সিকল সেল অ্যানিমিয়া থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় মিশন চালু
- একলব্য স্কুলের স্বীকৃতি সাড়ে সাত গুণ বৃদ্ধি, ২০০৪–২০১৩ সালে ৯০টি স্কুলের তুলনায় ২০১৪–২০২৩ সালে প্রায় ৭০০ স্কুল তৈরি
- মিশন বন ধনের অধীন, ৬১ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ১১ লক্ষ জনজাতি ভাই–বোন লাভবান

cbc 43101/13/0013/2324

ডিডি নিউজে অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার

শিশু দিবস পালিত

বিজ্ঞান নিয়ে পড়ুয়াদের আগ্রহী করে তুলতে বিজ্ঞানভিত্তিক নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল শিশু দিবস। মঙ্গলবার বিজ্ঞানকেন্দ্রে এই দিনটি উপলক্ষ্যে পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ 'সায়েন্স শো' আয়োজন করা হয়।

ছটের চাঁদা তোলা নিয়ে সংঘর্ষে জখম ৯

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : ছটপুজোর চাঁদা তোলাকে কেন্দ্র করে দুই পুজো কমিটির মধ্যে সংঘর্ষে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধল ময়নাগুড়িতে। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে বাজার এলাকায়। ঘটনায় দু'পক্ষের অন্তত নয়জন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষের পর পুলিশ ও র‍্যাফ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ঘটনার পর থেকে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দু'পক্ষের তরফেই আলাদাভাবে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস জানিয়েছেন, আপাতত ওই এলাকা শান্ত রয়েছে। চাঁদা তোলাকে কেন্দ্র করে কোনও রকমের ঝামেলা বরদাস্ত করা হবে না। ঝামেলার সূত্রপাত ময়নাগুড়ি ময়নামাপাড়া ক্লাসিক ফাইভ স্টার ক্লাব ও মহাকালপাড়া দুর্গাবাড়ি ছটপুজো কমিটির সদস্যদের মধ্যে। ক্লাসিক ফাইভ স্টার ক্লাবের সদস্যদের বক্তব্য, জরদা নদীর পশ্চিম অংশে বড় করে ছটপুজো হত। এই পুজোর জন্য চাঁদাও তোলা হত। কিন্তু এবছর দুটি পরিবারের সদস্যরা মিলে মূল ঘাটের থেকে কিছুটা দূরে আলাদা পুজো করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাতে চাঁদা সংগ্রহের কাজে অসুবিধা হচ্ছে বলে যুক্তি তাঁদের।

অন্যদিকে, দুর্গাবাড়ি ছটপুজো কমিটির সদস্যদের বক্তব্য, ৫৪ বছর ধরে তাঁরা জরদা নদীতে আলাদাভাবে ছটপুজো করে আসছেন। এবছর বড় করে পুজো করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে বাজারে চাঁদা সংগ্রহে বেরোনো হয়েছে। সেখানে তাঁদের চাদা তুলতে ফাইভ স্টারের সদস্যরা বাধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ।

বিষয়টি নিয়ে কয়েকদিন ধরেই দুই কমিটির সদস্যদের মধ্যেই হালকা কথা কাটাকাটি চলছিল। এদিন সকালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। দুই তরফে পাথর ছোড়া শুরু হয়। ওই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলার তথা ময়নাগুড়ি টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোবিন্দ পাল। তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান ফাইভ স্টারের সদস্যরা। দুই পুজো কমিটির সদস্যরা মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন। ঘটনায় জখম হন দুই পক্ষের মোট নয়জন। ঢিলের আঘাতে কারও মাথা ফেটেছে, কারও হাতে আঘাত লেগেছে। একজনের আঘাত লেগেছে চোখে। আহতদের ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করা হয়। বেলার দিকে ফাইভ স্টারের সদস্যরা ময়নাগুড়ি থানায় জড়ো হন। সেখানে মহাকালপাড়া দুর্গাবাড়ি ছটপুজো কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। এছাড়াও থানার মধ্যে স্থানীয় কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পর মহাকালপাড়া দুর্গাবাড়ি ছটপুজো কমিটির সদস্যরা ময়নাগুড়ি থানায় গিয়ে অভিযোগ জানান। যদিও এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি কাউন্সিলার গোবিন্দ পাল।

ক্লাসিক ফাইফ স্টারের সভাপতি কিশোর শা বলছেন, 'আমরা চেয়েছিলাম দুই পক্ষ মিলেমিশে একটাই পুজো করি। কিন্তু ওরা সেটায় রাজি হয়নি। ওরা আমাদের নাম করে বাজার থেকে চাঁদা তুলছিল। আমরা সেটায় বাধা দিলে গণ্ডগোলের সূত্রপাত।' ওই পুজো কমিটিরই সম্পাদক রাজা বাসফোরের কথায়, 'অন্যায়ভাবে আমাদের সদস্যদের উদ্দেশে করে পাথর ছোড়া হয়েছে। তাতে আমাদের সাতজন আহত হয়েছেন।'

সমবায়ের অডিটেও অনিয়ম আলিপুরদুয়ারে

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ১৪ নভেম্বর : হিসেবের গরমিল ঢাকা দিতেই কি অডিটেও অনিয়ম? আলিপুরদুয়ারে সমবায় দুর্নীতির তদন্তে নেমে সিবিআইয়ের কাছে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। নিয়মমতো, যে কোনও অফিসের ক্ষেত্রেই বছর বছর অডিট হওয়ার কথা। কিন্তু এই ঋণদান সমিতির ক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানা হয়নি। কখনও তিন বছর অন্তর, কখনও পাঁচ বছর অন্তর আলিপুরদুয়ার মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতির অডিট করা হয়েছে। আর এই সব অনিয়ম হয়েছে শেষের দিকে।

তদন্তকারী আধিকারিকরা তো ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছেন যে শেষের দিকে সমবায় সমিতির কর্মীদের একটা অংশ স্রেফ রসিদ দিয়ে মোটা টাকা তুলে নিয়েছে। সেসব টাকা কোথায় গিয়েছে, কেউ জানে না। প্রশ্ন উঠছে, সেসব হিসেবের গরমিল ঢাকার জন্যই কি এই অডিটে অনিয়ম? উঠছে সেই প্রশ্নও।

সমবায় দুর্নীতি তদন্তে ময়দানে নেমেছে সিবিআই। ইতিমধ্যেই সিবিআই আধিকারিকরা বেশ কয়েকবার আলিপুরদুয়ারে এসে দফায় দফায় এজেন্ট থেকে শুরু করে উপভোক্তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। সূত্রের খবর, এই অডিটে গরমিলের কথা সামনে আসার পর এবার অডিটর ও সমবায়ের তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদেরও সমবায়ের আর্থিক দুর্নীতির তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হবে।

আলিপুরদুয়ার মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতিতে শুরুর দিকে নিয়মিতই অডিট করা হত। ২০০৯ সালের পর থেকে সমবায়ে অডিট অনিয়মিত হতে শুরু করে। ২০০৯ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে অডিট হওয়ার কথা চারবার। করা হয় মাত্র একবার। এরপর ২০১৩ সাল থেকে ২০১৭ সালের মধ্যেও নিয়মিত অডিট করা হয়নি। তখন পাঁচবার অডিট হওয়ার কথা। হয়েছে একবার। দ্বিতীয় দফায় যে অডিট করা হয়, তখনই নাকি মোটা অঙ্কের টাকা নয়ছয় করা হয়েছিল। সমবায় দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রত্যেক বছর অডিট করার নিয়ম যে মানা হয়নি, বিভাগীয় তদন্তেও সেটা উঠে এসেছে।

আরও অভিযোগ, আমানতকারীদের কাছে সঞ্চয়ের টাকা সংগ্রহ করতে যে এজেন্টদের সমবায় থেকে নিয়োগ করা হয়েছিল, তাদের কমিশন দেওয়ার ক্ষেত্রেও নিয়ম মানা হয়নি। এই বিষয়টি সমবায় দপ্তরের বিভাগীয় তদন্তেও আগে উঠে এসেছিল। সেই বিভাগীয় তদন্তের রিপোর্টও সিবিআইয়ের তদন্তকারীদের হাতে ইতিমধ্যে চলে এসেছে।

সমবায় দপ্তরের ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, সেভিংস অ্যাকাউন্টে আমানতকারীদের টাকা জমা দেওয়ার জন্য এজেন্টদের ৩ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হত। সেভিংস অ্যাকাউন্টে ওইভাবে কমিশন দেওয়ার কোনও নিয়ম নেই। ওই অনিয়মের বিষয়টিও বিভাগীয় তদন্তে উঠে এসেছিল।

অনিয়মিত অডিট ও এজেন্টদের কমিশন সংক্রান্ত বিভাগীয় সেই তদন্ত রিপোর্ট ইতিমধ্যে সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা সংগ্রহ করেছেন। ২০১৪-২০১৭ সাল পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার সমবায় ঋণদান সমিতিতে আমানতকারীদের গচ্ছিত টাকা নয়ছয়ের পরিমাণ সবথেকে বেশি। ওই সময় আর্থিক গরমিলের বিষয়টি তদন্তকারীদের নজরে এসেছে। তখন অডিটরের ভূমিকা কী ছিল, তা জানতে অডিটরকে সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা শীঘ্রই ডাকবেন। সেই সঙ্গে গরমিল নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তৎকালীন এক কোঅপারেটিভ ইনস্পেকটরকেও (স্পেশাল অফিসারকে) শীঘ্রই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকবেন সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা।

সমবায় দুর্নীতি নিয়ে হইচই শুরু হওয়ার পর স্থানীয় তৃণমূল নেতারা দায় ঝেড়ে ফেলার জন্য জানিয়েছিলেন, সব দায় বাম আমলের। সত্যিই কি সমবায়ের আর্থিক নয়ছয় হয়েছে বাম আমলে? তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে সেই সময়ে আলিপুরদুয়ার মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতির পরিচালনার কাজে কিছু অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। যে বিভাগীয় তদন্ত হয়, তার রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওই মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতিতে একজন পুরুষ অ্যাডভাইজার (পরামর্শদাতা) রাখা হয়েছিল। দপ্তর থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ওই ধরনের কাউকে রাখা যায় না। ২০১৪-২০১৭ সালে আমাতনকারীরা সমবায়ে জমা দেওয়ার উদ্দেশ্যে টাকা দিলেও বেশিরভাগ টাকাই নাকি সমবায়ের অ্যাকাউন্টে আর ঢোকেনি। সমবায়ের কর্মীদের একটা অংশ কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। অডিট হল, তাতে এইসব গরমিল চোখে পড়ল না কারও? কেন? এসব প্রশ্ন কিন্তু এখন উঠছে।

প্রশ্ন আরও আছে। কয়েক বছর নিয়মিত অডিট না হলেও কেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা হাত গুটিয়ে বসেছিলেন? এরকম নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা।

কোথায় গণ্ডগোল

- মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতি শুরুর দিকে নিয়মিত অডিট করা হত
- ২০০৯ সালের পর থেকে অডিট অনিয়মিত হতে শুরু করে
- ২০০৯ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে অডিট হওয়ার কথা চারবার, করা হয় মাত্র একবার
- ২০১৩ সাল থেকে ২০১৭ সালে পাঁচবার অডিট হওয়ার কথা, হয়েছে একবার

স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য অনীত

চা শিল্পের মন্ত্রীগোষ্ঠীতে প্রকাশ ও বুলু

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৪ নভেম্বর : চা শিল্প নিয়ে মন্ত্রীগোষ্ঠী (গ্রুপ অফ মিনিস্টার্স) পুনর্গঠিত হল। সম্প্রতি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এব্যাপারে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। এতে চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটককে। এর বাইরে স্থায়ী সদস্য হিসেবে রয়েছেন আলিপুরদুয়ার থেকে মনোনীত রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজা, কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ ও অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ এবং আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। এই ৬ সদস্যর বাইরে মন্ত্রীগোষ্ঠীতে স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে জিটিএ'র চেয়ারম্যান অনীত থাপা সহ শ্রম, কৃষি ও শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিদের। মন্ত্রীগোষ্ঠীর নয়া কমিটি উৎপাদনের মসৃণতার দিকটি দেখার পাশাপাশি চা কোম্পানিগুলিকে সঠিক দিকনির্দেশ করবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

এদিকে বর্তমানে উত্তরবঙ্গের ১৮টি চা বাগান বন্ধ হয়ে রয়েছে। পুজোর সময় বোনাস বিবাদকে কেন্দ্র করেই বেশিরভাগ বাগানে ঝাঁপ পড়ে। উৎসবের মরশুম ফুরিয়ে যাওয়ার পর বন্ধ বাগানগুলি খোলাই ওই গ্রুপ অফ মিনিস্টার্স-এর মূল চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে চলেছে বলে চা মহলের ধারণা। এর বাইরে রয়েছে ন্যূনতম মজুরি, ২০১৭ সালে ফুরিয়ে যাওয়া চা শ্রমিকদের নতুন ডাবলি চুক্তির সম্পাদন সহ জমির পাট্টার মতো জ্বলন্ত ইস্যুগুলিও। কীভাবে সবকিছু কমিটি মোকাবিলা করে সেদিকে চোখ রাখছে শ্রমিক সংগঠনগুলি।

চা শিল্পের জন্য বিশেষভাবে গঠিত গ্রুপ অফ মিনিস্টার্স-এর পুজোর আগে পুনর্গঠনের পর এখনও কোনও বৈঠক ডাকা হয়নি। তবে দ্রুত তা ডাকা হবে বলে সূত্রের খবর। উত্তরবঙ্গ থেকে ওই কমিটিতে স্থান পাওয়া রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চা শ্রমিক ও সেইসঙ্গে চা শিল্পের উন্নয়নে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এই কমিটিকে নতুন করে গঠনের মাধ্যমে তিনি একাজে আরও গতি আনতে চাইছেন। আমি নিজে বাগানকর্মী। বৈঠক ডাকা হলেই সেখানে একদম তৃণমূল স্তরের সমস্যা ও চাহিদাগুলি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরব।'

মালবাজারের বিধায়ক ও অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ এবং আদিবাসী উন্নয়নমন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক বলেন, কীভাবে চা শিল্পকে আরও ভালো দিকে পরিচালিত করা যেতে পারে সেটাই গ্রুপ অফ মিনিস্টার্স-এর প্রধান লক্ষ্য থাকবে। প্রথম বৈঠক ডাকা হলে সেখানে যাবতীয় বিষয় বিশদে আলোচনা হবে।

বর্তমানে শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে প্রথম ধাপে ৫৫টি ক্রেশ ও ৪৪টি ১০ শয্যার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে। সেগুলির মধ্যে বেশ কিছুর কাজ শেষ হয়েছে বা শেষের পথে। লোকসভা নির্বাচনের আগেই সবক'টি ক্রেশ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালুর লক্ষ্য রয়েছে রাজ্যের। আগামী দেড়-দুই মাসের মধ্যে কয়েকটির উদ্বোধনও মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে হয়ে যাবে। প্রতিটি ক্রেশের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বাগানগুলির মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে। প্রকাশ বলেন, ক্রেশের শিশুদের পুষ্টিকর খাবার প্রদান, খেলাধুলোর সরঞ্জাম কেনা সহ আরও অন্য খরচের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে শ্রম দপ্তর মাসিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ডাক্তার, নার্স সহ ১৪ জনের টিম থাকবে। গ্রুপ অফ মিনিস্টার্সে এগুলিকে দ্রুত চালুর বিষয় নিয়েও আলোচনা হবে।

চাঁদা তুলতে বাধা, মার পুলিশকর্তাকে

ধূপগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : চাঁদার জুলুমবাজি ঠেকাতে গিয়ে মাথা ফাটল জলপাইগুড়ি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) ওয়াংদেন ভুটিয়ার। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি থানার ধীরেন দোকান এলাকায়, এশিয়ান হাইওয়ের উপর। সেখানে তখন একদল যুবক রাস্তা আটকে চাঁদা তোলায় যানজটে আটকে যায় পুলিশকর্তার গাড়ি। তাঁর নিরাপত্তারক্ষী গাড়ি থেকে নামতেই যুবকরা চড়াও হয়। তখন ওই আধিকারিক নিজেই এগিয়ে গেলে শুরু হয় মার। ওই যুবকরা পিছন থেকে এএসপির মাথায় আঘাত করে। রক্তাক্ত আধিকারিককে তড়িঘড়ি ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই যুবকের দল এএসপির গাড়িতে ভাঙচুর চালায়। ঘটনাস্থলে র‍্যাফ ও পুলিশবাহিনী নামানো হয়েছে।

ডিসান হাসপাতালে শিশু বিভাগ

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : ডিসান হাসপাতাল কলকাতা কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার শিশু দিবসের দিন 'ইনস্টিটিউট অফ উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন্স'-এর উদ্বোধন করল। শিশুদের উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য এই পেডিয়াট্রিক ইউনিট খোলা হল। কলকাতার ইস্টার্ন কোর্ট, আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গলে বিকেলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি হয়। সেখানে ছিলেন ডিসান হাসপাতাল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সজল দত্ত এবং ডিরেক্টর শাঁওলি দত্ত। ডিসান ইনস্টিটিউশন অফ ওমেন অ্যান্ড চিল্ড্রেন-এ ১০০টি শয্যা আছে। সেখানে মহিলাদের পাশাপাশি শিশুদের জন্য বিশেষ অপারেশন থিয়েটার রয়েছে। এটি কলকাতার সেরা লেভেল-৩ পিআইসিইউ (PICU) এবং এনআইসিইউ (NICU) দিয়ে সজ্জিত। যেখানে পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি, পেডিয়াট্রিক এন্ডোক্রিনোলজি, পেডিয়াট্রিক ক্যানসার সহ নানা চিকিৎসা হয়। ডিসান হাসপাতাল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলেন, 'ডিসান ইনস্টিটিউশন অফ ওমেন অ্যান্ড চিল্ড্রেন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য আমাদের অঙ্গীকারের একটি প্রমাণ। আমাদের লক্ষ্য, নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা চাহিদার জন্য একটি স্থান তৈরি করা।'

যুবক খুন

কিশনগঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : জমি নিয়ে বিবাদে প্রতিবেশীরা সোমবার বিহারের পূর্ণিয়ায় কসবা থানা এলাকার বেতোনা সাঁওতাল টোলায় সঞ্জয় ওরাওঁ (৩৮) নামে এক যুবককে পিটিয়ে খুন করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় প্রতিবেশী এক যুবক ও তার বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তরা পলাতক।

আবহাওয়া
বুধবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩১.০	২২.০
শিলিগুড়ি	৩০.০	১৬.০
জলপাইগুড়ি	৩০.০	১৫.০
কোচবিহার	৩০.০	১৪.০
আলিপুরদুয়ার	৩০.০	১৪.০
মালদা	৩০.০	১৭.০
রায়গঞ্জ	৩০.০	১৭.০
গ্যাংটক	২১.০	১০.০

জেলে খাবার নিয়ে বালুর আবদারে না

প্রথম পাতার পর

সোমবার রাতে জেলের খাবার দূরের কথা, বাড়ির খাবারেও আপত্তি করেছেন। শুধু ওষুধ খেতে চেয়েছিলেন। আপত্তি না শুনলে অনশনের হুমকিও দিয়েছিলেন। কিন্তু না খেলে ওষুধ দেওয়া যাবে না বলে সংশোধনাগারের চিকিৎসক প্রায় সাত ঘণ্টা বোঝানোর পর রাত আড়াইটা নাগাদ তাঁকে খাওয়ানো সম্ভব হয় বলে কারা দপ্তর সূত্রে খবর।

আদালতে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে ডায়াবিটিক খাবার সংশোধনাগারেই বানিয়ে দেওয়া সম্ভব। আদালত তাতে সম্মত হয়। তাই মঙ্গলবার দুপুরের খাবারে ভাত দেওয়া হয়নি মন্ত্রীকে। দুটো আটার রুটি ও ডাল ছাড়া পাতে পড়ে আলু ছাড়া বিভিন্ন সবজি দিয়ে তৈরি তরকারি, ডিম সেদ্ধ এবং পেঁপে, পেয়ারা ইত্যাদি ফল। ডায়াবিটিক রোগী জ্যোতিপ্রিয়র যাতে পুষ্টির ঘাটতি না হয়, সে কথা মাথায় রেখে তাঁর ডায়েট চার্ট তৈরি করেছে সংশোধনাগার।

খাওয়ার আগে ইনসুলিন নিতেও ভোলেননি বালু। তাঁকে চারদিনের জেল হেপাজত দিয়েছে আদালত। তাঁকে যে সেলে রাখা হয়েছে, তার পাশে রাজ্যের আরও চার বিধায়ক থাকায় কারারক্ষীদের অনেকে মজা করে সেলটিকে বলতে শুরু করেছেন 'এমএলএ ব্লক'। এই ভিআইপি সেলের নাম পহেলা বাইশ। ভোরে ঘুম থেকে ওঠা বালুর বরাবরের অভ্যাস। পার্থও ভোরে ওঠেন। মঙ্গলবার সকালে বালু সেলের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করার সময় মুখোমুখি দেখা পার্থর সঙ্গে।

১৯৯৮ সালে তৃণমূল গঠনের পর থেকে দুজনেই তৃণমূলের সক্রিয় নেতা ছিলেন। বালুকে দেখে পার্থ একগাল হেসে বলেন, 'শরীর তো খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। মানসিক দুশ্চিন্তা কমাও। সুগার বেড়ে যাচ্ছে।' বনমন্ত্রী পালটা বলেন, 'আপনিও ভালো থাকুন।' এরপর আরও কিছুক্ষণ তাঁরা কথা বললেও সেসব কেউ শুনতে পাননি। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অপসারিত চেয়ারম্যান মানিক ভট্টাচার্যকে দেখলেও তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি জ্যোতিপ্রিয়।

খাবার নিয়ে আপত্তি না শোনা হলেও বালুকে কিন্তু সেলের মেঝেতে কম্বল পেতে শুয়ে পড়তে দেখা যায় মধ্যাহ্ন আহারের পর। কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিতে দিতে ঘুমিয়েও পড়েন বালু। ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছিলেন।

বন্ধ শিশুশ্রমিক

প্রথম পাতার পর

আরেক শিক্ষক আকতারুল ইসলাম মুদির দোকান দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ভাতা বন্ধ থাকায় সংসার চালাতে বাধ্য হয়ে দোকান করেছি। অথচ আমাদের ব্লকে প্রচুর শিশুশ্রমিক রয়েছে। আমরা সার্ভে করে তালিকা দিয়েছি। এতদিন চাকরি করার পর কী করব বুঝে উঠতে পারছি না? ২০২১ সাল থেকে খুব কষ্টে আছি। শিক্ষকতা থেকে এভাবে সরে যেতে হবে ধারণা ছিল না।'

এক মহিলা শিক্ষাকর্মী বলেন, 'শিশুশ্রমিকদের একসময়ে বিড়ি বাঁধার কাজ থেকে ছাড়িয়ে স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলাম। এখন আমাকেই বিড়ি বাঁধতে হচ্ছে। না হলে সংসার চালাব কী করে?' জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা মিশনের জেলা সমন্বায়ক সোমনাথ চক্রবর্তী জানান, 'আলাদাভাবে শিশুশ্রমিক স্কুল বলে কিছু থাকবে না। এই স্কুলগুলির পড়ুয়াদের মূলস্রোতে নিয়ে আসা হয়েছে এবং আগামীতেও আনা হবে। শিশুশ্রমিক স্কুলের অনুমোদন ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ভাতার অর্থ দেয় কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রক। এ ক্ষেত্রে আমাদের কার্যত কিছু করার নেই।' জেলা শিক্ষা আধিকারিক পিডি শেরপা জানান, 'আমি জেলায় নতুন এসেছি। খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

শিশুশ্রমিকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য উত্তর দিনাজপুর জেলায় একাধিক ধাপে মোট ৩৯টি স্কুল গড়ে তোলা হয়েছিল। ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সি পড়ুয়াদের পড়াশোনার পাশাপাশি বিনামূল্যে শিক্ষা ও মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা ছিল। প্রতিটি শিশুশ্রমিক স্কুলে চুক্তিভিত্তিক দুজন শিক্ষক, ও দুজন করে শিক্ষাকর্মী ছিলেন। শিক্ষকদের বেতন ছিল সাত হাজার টাকা। করণিকরা পেতেন পাঁচ হাজার ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মীরা চার হাজার টাকা করে বেতন পেতেন। প্রথম দিকে প্রকল্পের অধীনে থাকলেও পরে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অধীনে এঁদের কাজ করতে হত। ২০২০ সালে করোনাকালে প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে স্কুলগুলিও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পেশা বদলাতে বাধ্য হন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা।

শহরে পরিত্যক্ত

প্রথম পাতার পর

আমি নিজে হাকিমপাড়ায় একটি ভাড়াবাড়িতে থাকি। সেই কারণে এই বাড়িতে আসিও না। তাই কীভাবে ওই মৃতদেহ ওখানে এল তা বুঝতে পারছি না।'

হাকিমপাড়ার যে এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে তা শহরের অত্যন্ত ব্যস্ত ও জনবহুল এলাকা। প্রতিটি রাস্তাতেই শিলিগুড়ির সম্ভ্রান্ত পরিবারের বাস। পরিত্যক্ত বাড়িটির ঢিল ছোড়া দূরত্বে আকাশবাণীর কোয়ার্টার। খুব কাছেই মাতৃসংঘ জনকল্যাণ আশ্রম ও অরুণোদয় সংঘ। সব সময়ে রাস্তা দিয়ে প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন। এমন ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দা সৌভিক দাসের কথায়, 'আমার প্রথমে বিশ্বাসই হয়নি। কিন্তু পরে যখন নিজের চোখে দেখলাম তখন ভয়ই লাগছিল। কবে থেকে যে এই মৃতদেহটি পড়ে রয়েছে সেটা জানতেই পারিনি।' এক স্থানীয় মহিলা বললেন, 'আচ্ছা বলুন তো, এই এলাকাতেই যদি এসব হয় তাহলে আমরা কী করে থাকব। এখানে মৃতদেহ পাওয়া গেল। অন্য কোনও ঘটনাও তো ঘটতে পারত। সত্যিই আমরা আতঙ্কিত।'

সোমবার এই কঙ্কাল পাওয়ার খবর প্রথমে দেওয়া হয় স্থানীয় কাউন্সিলার সুজয় ঘটককে। তিনি খবর পাওয়ামাত্র ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি বলেন, 'আমি পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে মৃতদেহটি নিয়ে যায়। তবে ওই রাস্তা দিয়ে সবসময় লোকজন যাতায়াত করে। কিছুদিন আগে ওই বাড়ির সামনে থেকে পচা গন্ধ বের হলে আমাদের কর্মীরা সেখানে গিয়ে খোঁজখবর করে। কিন্তু কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমরা তখন চারদিকে ব্লিচিং ছিটিয়ে আসি। পরবর্তীতে কেউ আর দুর্গন্ধের কথা বলেননি।'

প্রয়াত সাহারা গ্রুপের কর্ণধার সুব্রত রায়

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : প্রয়াত সাহারা গ্রুপের কর্ণধার সুব্রত রায়। দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। মুম্বইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখানেই মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। ভারতীয় শিল্পমহলে উল্কাসম উত্থান এই বাঙালি শিল্পপতির। সাহারা গ্রুপ গোটা দেশে জনপ্রিয় হয়। অর্থলগ্নি ব্যবসায় প্রথমে হাত পাকান সুব্রত। পরে বিমান সংস্থা, মিডিয়াতেও লগ্নি করে সাহারা গ্রুপ। দীর্ঘদিন ভারতীয় ক্রিকেট দলের স্পনসর ছিল সাহারা গ্রুপ।

২০০২ সালে দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পপতির পুরস্কারে ভূষিত হন সুব্রত রায়। এছাড়াও অসংখ্য পুরস্কার জোটে তাঁর। ২০১২ সালে দেশের প্রথম ১০ শিল্প সংস্থার মধ্যে স্থান করে নেয় সাহারা গ্রুপ। কিন্তু ২০১৪ সালে রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ম না মানায় গ্রেপ্তার হন সুব্রত রায়। দীর্ঘদিন গারদের অভ্যন্তরে থাকতে হয় তাঁকে। তখন থেকেই সাহারা সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। তাঁর জীবদ্দশায় হারানো সাম্রাজ্য আর পুনরুদ্ধার করতে পারেননি সুব্রত। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হল এক বর্ণময় চরিত্রের। বুধবার লখনউয়ের সাহারা শহরে নিয়ে যাওয়া হবে সুব্রত রায়ের দেহ। সেখানেই জানানো হবে শেষ শ্রদ্ধা।

সংঘর্ষে মৃত চালক

কিশনগঞ্জ, ১৪ নভেম্বর : ট্রাক ও পণ্যবাহী ছোটগাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু হল পণ্যবাহী ছোটগাড়ির চালকের। মৃতের নাম বিশালকুমার সিং (৩০)। তিনি মাটিগাড়ার বাসিন্দা। চালকের সহযোগীও গুরুতর জখম হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার ভোরে কিশনগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জ থানা এলাকার ৩২৭ই জাতীয় সড়কে মাদ্রাসা চকের কাছে।

পণ্যবাহী গাড়িটি শিলিগুড়ি থেকে বিহারের মজফফরপুর যাচ্ছিল। মাদ্রাসা চকের কাছে আরারিয়ার দিক থেকে আসা ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় পণ্যবাহী গাড়িটির।

সহযোগী।। *ময়নাগুড়ির তিস্তার চরে। মঙ্গলবার। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস*

খোলা মাঠে কাটছে

প্রথম পাতার পর

দীপ আর সিকন্দরের মতো কয়েকজন অবশ্য একটা সময় স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। তবে ক্লাসে তাদের মন টেকেনি। বাইরে টো টো করে ঘুরে বেড়াতেই আনন্দ। তাদের ধুলোমাখা পোশাক স্কুলে বাকিদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে না। পালিয়ে যায়। মাঝেমধ্যে কাগজ বা ভাঙা শিশি-বোতল কুড়িয়ে বিক্রি করে। তাতে দু'পয়সা হাতে আসে ঠিকই, তবে সেই টাকা কোথায় যায়, তার আর হদিস মেলে না। তাদের বাবা-মায়েদেরও এটাই পেশা। কেউ কেউ কাগজকুড়ানি। কেউ কেউ ভিক্ষুক। কেউ আবার সাফাইকর্মী। অভিভাবকদেরও গরজ নেই, তাই আর স্কুলে যাওয়া হয় না।

প্রশাসনের কর্তারা জানাচ্ছেন, মোবাইল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মাধ্যমে খাদ্য বিতরণের একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুক্ত পাঠশালার প্রাথমিক কাজও শুরু হয়েছে। এর মধ্যে তো একদিন জেলা শাসক নিজে তাদের ক্লাস নিয়েছেন। জেলা প্রশাসন অবশ্য পথশিশুদের সহবত শিখিয়ে স্কুলমুখী করতে চাইছে। যাতে তারা স্কুলের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। তবে এসবের মাধ্যমে তো ছয় বছর অবধি শিশুদের পরিষেবা দেওয়া যেতে পারে। তারপর কী হবে? এ প্রশ্নের জবাব নেই সুসংহত সেবা প্রকল্প আধিকারিক শুভম দাসের কাছেও।

আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা বলেন, 'মুক্ত পাঠশালার ক্লাসের পর অনেক শিশুই স্কুলের পরিবেশে অভ্যস্ত হবে বলেই মনে করছি। ইতিমধ্যে শহরের তিনটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে।' তাঁর আশ্বাস, 'শিশুদের সঙ্গে সঙ্গে কিশোর-কিশোরীদেরও স্কুলমুখী করার কাজ চলবে।' কী রে, কাকুরা বললে স্কুলে যাবি? প্রশ্ন শুনে প্রথমে খিলখিল করে হাসে পার্বতী আর লক্ষ্মী। আবার বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যখন সেই একই প্রশ্ন করা হয়, ওরা রেগে যায়। জিভ ভ্যাংচায়। ঠোঁটের কোণে বিড়বিড় করে কীসব জানি বলে। সেসব মোটেই ভালো কথা নয়। তারপর একছুটে চলে যায় মাঠের অন্যদিকে। প্যারেড গ্রাউন্ডটা তো অনেক বড়। আর ওরা ছোটেও পাঁইপাঁই করে। পিছন পিছন ছুটে প্রশাসন আর ওদের নাগাল পাবে কী করে?

অপ্রতিরোধ্য ভারতের সামনে

প্রথম পাতার পর

ধারাবাহিকভাবে এমন ক্রিকেট কি ভারতীয় দলের জন্য সেমিফাইনালের আগে আশীর্বাদ? নাকি অভিশাপ? কারণ, ক্রিকেটে 'ল অফ অ্যাভারেজ' বলে খুব চালু একটা কথা রয়েছে। টানা জয়ের মাঝে একটা ধাক্কা আসতেই পারে। পাশাপাশি ক্রিকেটীয় ভাবনা ও ইতিহাস বলছে এমন দাপুটে ক্রিকেটের মাধ্যমে অতীতে কখনও কোনও দলকে এভাবে রাজত্ব করতে দেখা যায়নি। যে দলটা মাসখানেক আগে শ্রীলঙ্কার মাটিতে এশিয়া কাপের আসরে বাংলাদেশের কাছেও হেরেছিল, সেই দলের অন্দরে কী এমন বদল ঘটল? ব্যক্তিগত কাজে আপাতত কলকাতায় থাকা প্রাক্তন ক্রিকেটার দিলীপ দোশির সঙ্গে এব্যাপারে যোগাযোগ করা হতেই তিনি বলে দিলেন, 'কোনও দলের অনেক সময় এমন একটা সোনার সময় আসে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, দলটা আর কখনোই হারবে না। তাই রোহিতদের আগামীকাল একটু বেশিই সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, নক আউটের লড়াই ভিন্ন স্তরের। একটা খারাপ দিন, কয়েক ঘণ্টার আচমকা ব্যর্থতা স্বপ্নভঙ্গ করে দিতেই পারে।' ইতিহাস বলছে, ২০১৫ ও ২০১৯ সালের একদিনের বিশ্বকাপেও এমন ঘটনাই ঘটেছিল। দু'বারই সেমির যুদ্ধে হারতে হয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে।

ওয়াংখেড়ের মায়াবী নৈশালোকে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন দেখে বোঝার উপায় নেই দলটা আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল খেলতে নামছে। সেমির যুদ্ধ এমন একটা মাঠে, যেখানে ২০১১ সালে মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারত বিশ্বকাপ জিতেছিল। কিউয়িদের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের আসরে ভারতের পরিসংখ্যান দুর্দান্ত না হলেও রোহিতদের ফর্ম অতীতকে গুলিয়ে দিচ্ছে বারবার। তাছাড়া এবারের বিশ্বকাপে ওয়াংখেড়েতে বেশিরভাগ ম্যাচই বড় রানের হয়েছে। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ঐতিহাসিক দ্বিশতরানও এখানেই।

এমন ঐতিহাসিক মঞ্চে আগামীকাল অমিতাভ বচ্চন, ডেভিড বেকহ্যাম, শচীন তেন্ডুলকারদের মতো সমাজের নানা স্তরের কিংবদন্তিদের সামনে রোহিতরা কী করেন, তা নিয়ে আগ্রহ এখন চরমে। কারণ, ভারতীয় ক্রিকেটমহল ধরেই নিয়েছে, ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত হওয়া আর কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা।

বান্ডিট কেক ডে

রিং শেপের বান্ডিট প্যানে তৈরি হওয়া কেককে বান্ডিট বলে। ইউরোপিয়ান কেক প্যান থেকে অনুপ্রাণিত এই শেপের জন্যই কেকটি জনপ্রিয়। ১৫ নভেম্বর বান্ডিট কেক ডে পালিত হয়।

ভারসাম্যের মেয়েবেলা।। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে আপন মনে। মঙ্গলবার। ছবি : তপন দাস

বহিরাগতদের দাপটে অতিষ্ঠ শক্তিগড়

৫ নম্বর রাস্তা যেন মদ্যপদের দখলে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : সন্ধ্যার পর থেকেই দলে দলে বহিরাগত যুবক-যুবতী এসে এলাকায় ভিড় জমাচ্ছে। এরপর রাস্তার একাংশজুড়ে বাইক, গাড়ি পার্ক করে সিগারেট ও গাঁজা সেবন চলছে। অনেকে গাড়িতে বসে মদ্যপান করে। স্থানীয় বাসিন্দারা সেই যানবাহনগুলি সরাতে বললেই বহিরাগতরা সমস্যা করছে। দিনের পর দিন ধরে এমন ঘটনা ঘটে চলায় শক্তিগড় ৫ নম্বর রাস্তার বাসিন্দারা রীতিমতো অতিষ্ঠ। সোমবার রাতে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, সামাল দেওয়ার জন্য পুলিশকে ঘটনাস্থলে আসতে হয়।

অভিযোগ, বহিরাগতরা স্থানীয় একটি দোকানের সামনে এসে ভিড় জমায়। তারপর হইহুল্লোড় শুরু করে। এর আগেও এই দোকান ও বহিরাগতদের বিরুদ্ধে বাসিন্দারা নিউ জলপাইগুড়ি থানায় গণস্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি জমা দেন। এরপর লাগাতার পুলিশের টহলদারি চলায় পরিস্থিতি কিছুদিন ঠিকঠাক ছিল। তবে পুজোর সময় থেকে টহলদারি একটু কমতেই ফের অত্যাচার শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার মৌমিতা মণ্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর বক্তব্য, 'এর আগেও আমি গিয়ে ওই দোকানে বলে এসেছিলাম।

ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

- সন্ধ্যার পর থেকেই শক্তিগড়ের ৫ নম্বর রাস্তায় বহিরাগতদের তাণ্ডব
- রাস্তার একাংশজুড়ে বাইক, গাড়ি পার্ক করে সিগারেট ও গাঁজা সেবন
- অনেকে গাড়িতে বসে মদ্যপান করে, যানবাহন সরাতে বললেই বচসা
- রাতে এলাকায় উত্তেজনা সামাল দিতে আসরে পুলিশ

গত পরশু রাতের ঝামেলার কথা আমাকে জানানো হয়েছে। সোমবার রাতের ঘটনার বিষয়ে আমার জানা নেই। তবে ওই এলাকায় আড্ডা বন্ধ করতে পুলিশকে বলেছি।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তিগড় এলাকায় কিছুদিন আগেই শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর ঝামেলা চলছিল। সেই সমস্যা মিটতে না মিটতেই এবার বহিরাগতদের উৎপাতে স্থানীয় বাসিন্দারা অতিষ্ঠ। শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাবের দিক থেকে ৫ নম্বর রাস্তার দিকে যেতে যে প্রথম মোড় পড়ে, সেখানে একটি দোকান রয়েছে। সকালে দোকান খোলার পর থেকেই সেখানে বহিরাগতদের ভিড় বাড়তে থাকে। স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা এসে দোকানে এসে সিগারেট খায়। সন্ধ্যার পর থেকে রাস্তার একাংশজুড়ে বাইক, স্কুটার, গাড়ি রাখা থাকে। যুবকদের পাশাপাশি যুবতীরা এখানে এসে সিগারেট খাওয়া শুরু করে। অনেকে গাঁজা সেবনও করে। পাশাপাশি গাড়িতে বসে মদ্যপান চলে।

রবিবার রাতেও রাস্তা থেকে গাড়ি সরানোর কথা বলায় স্থানীয়দের সঙ্গে বহিরাগতদের ঝামেলা হয়। পরে এলাকার প্রবীণরা এলাকায় জড়ো হয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন। রবিবারের মতো সোমবার রাতেও ওই এলাকায় একই ছবি ছিল। রাত ১২টা নাগাদ স্থানীয় এক যুবক গাড়ি নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। দুই যুবক ও দুই-তিন যুবতী রাস্তার একাংশজুড়ে স্কুটার পার্ক করে রেখেছিল। তাদের স্কুটার সরানোর কথা বলতেই মত্ত অবস্থায় তারা বচসা জুড়ে দেয়। আশপাশের মহিলারা তড়িঘড়ি এলাকায় জড়ো হন। স্কুটার আটকে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্কুটার আটক করে নিয়ে গেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

১০৮ পদে গোবর্ধন উৎসব

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : ক্ষীরের লাড্ডু, ফুলকপির পকোড়া, পোলাও, ভুনা খিচুড়ি, পনিরের সবজি, নাড়ু সহ মোট ১০৮ ধরনের পদ ভোগ দিয়ে মঙ্গলবার শিলিগুড়ির ইসকন মন্দিরে সাড়ম্বরে গোবর্ধন উৎসব পালন করা হল। শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন পর্বতকে এক আঙুলে তুলে বৃন্দাবনবাসীকে ইন্দ্রের রোষের থেকে রক্ষা করার কাহিনী আমাদের অনেকেরই জানা। এদিন প্রায় ১০৮ রকম পদ দিয়ে গোবর্ধন পর্বত তৈরি করে ভগবানকে নিবেদন করা হয়। প্রায় ছয় থেকে আট হাজার ভক্ত মন্দির প্রাঙ্গণে ভিড় জমিয়েছিলেন। শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে দিনটিকে উদযাপন করা হয়।

এদিন প্রায় ৫০ জন ভক্ত তিন থেকে চার ঘণ্টার চেষ্টায় ১০৮ রকমের ব্যঞ্জন তৈরি করেন। ইসকনে দীক্ষিত ভক্তরাও নানান ভোগ তৈরি করে ভগবানকে নিবেদন করেন। দেশবন্ধুপাড়া থেকে মিতালি রায় সকালেই মন্দিরে চলে এসেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য কিছু ফলও তিনি ভোগ হিসেবে নিয়ে এসেছিলেন। ঈশ্বরের জন্য গান শুনতে শুনতে এদিন তিনি বলছিলেন, 'বহু বছর ধরেই গোবর্ধন উৎসবে এই মন্দিরে আসি। গত বছর মায়াপুর ইসকন মন্দিরে গিয়েছিলাম। আজ এখানে এসে খুবই ভালো লাগছে। উৎসবকে কেন্দ্র করে এদিন মন্দির চত্বর রীতিমতো জমজমাট ছিল। ষাটোর্ধ্ব ঊষা দাসের মতো অনেকে নিজেদের বাড়ির গোপালমূর্তিকে নিয়ে এদিনের উৎসবে শামিল হয়েছিলেন।

ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাস বললেন, 'প্রতিবারের মতো এবছরও শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে গোবর্ধন উৎসব পালন করা হয়েছে। এদিন অনেকেই মন্দিরে এসেছিলেন।' কীর্তন, নাচ, গানে মন্দির প্রাঙ্গণ জমজমাট হয়ে ওঠে।

'পোড়ো' ভবনই মাথাব্যথা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : খোদ হাকিমপাড়ার মতো জনবহুল এলাকায় পরিত্যক্ত বাড়িতে নরকঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনার পর শিলিগুড়ি শহরের পরিত্যক্ত বাড়ি নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠল। শহরের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডেই এরকম কয়েকটি করে পরিত্যক্ত বাড়ি রয়েছে, যেখানে আবর্জনার স্তূপের পাশাপাশি রাতের অন্ধকারে নানা ধরনের অসামাজিক কাজ হয়ে থাকে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কিংবা পুলিশ প্রশাসনের কাছে মাঝেমধ্যে অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হলেও অনেক ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক নজরদারির অভাবে বহালতবিয়তে অসামাজিক কাজকর্ম করে চলেছে দুষ্কৃতীরা।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডেই রয়েছে পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি। পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের ডনবসকো মোড়ে পুরনিগমের তৈরি একটি পরিত্যক্ত ভবন দীর্ঘদিন ধরে পড়ে রয়েছে। সেই ভবনে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর নেশার আসর বসে বলে অভিযোগ। মাঝেমধ্যেই ভক্তিনগর থানার পুলিশ সেখানে অভিযান চালালেও কাজের কাজ কিছুই হয় না। পুরনিগমের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রমিক ভবনটি এখন পরিত্যক্ত হিসেবেই রয়েছে। রাতে সেখানেও অনেক সময় অসামাজিক কাজকর্ম হয় বলে অভিযোগ। পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রীতিলতা ওয়ার্ডের ইউনিয়ন ব্যাংকের পাশে একটি পরিত্যক্ত ভবন নিয়ে বিরক্ত এলাকার মানুষ। কারণ ওই পরিত্যক্ত ভবনটি দীর্ঘদিন ধরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হওয়ার কারণে গোটা এলাকা জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। ডেঙ্গি যেখানে ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে সেখানে এই ধরনের পরিত্যক্ত ভবন যে কোনও সময় ডেঙ্গির আঁতুড়ে পরিণত হতে পারে।

কড়া ব্যবস্থার ইঙ্গিত পুরনিগমের

হাকিমপাড়ার এই বাড়িতে মিলেছে কঙ্কাল। -সংবাদচিত্র

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের তিরঙ্গা মোড়ের কাছে রাধাকৃষ্ণ কমপ্লেক্সের কাজ অর্ধসমাপ্ত হয়ে থাকায় সেখানে প্রতিদিনই অসামাজিক কাজকর্ম হয় বলে অভিযোগ। নেশার আসরও বসে। ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের হায়দরপাড়া মার্কেট কমপ্লেক্সেও প্রতিদিন নেশার আসর বসে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ ও পরিবেশ বিভাগের প্রাক্তন মেয়র পরিষদের সদস্য সুজয় ঘটকের বক্তব্য, 'আমার ওয়ার্ড সহ বেশ কিছু ওয়ার্ডে এরকম পরিত্যক্ত ভবন রয়েছে। অবিলম্বে পুরনিগমের উচিত বাড়ির মালিককে পুরনিগমে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া। কারণ পরিত্যক্ত ভবনে যে সব অসামাজিক কাজকর্ম হয় তার জন্য পাড়ার অন্য লোক সমস্যায় পড়েন।'

শিলিগুড়িতে এমনই কিছু ভবনই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাকিমপাড়ার মতো এলাকায় যেখানে পরিত্যক্ত ভবনে নরকঙ্কাল মেলে সেখানে অন্য ওয়ার্ডগুলিরও এখনই বিষয়টি নিয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরিত্যক্ত ভবন ও

দুশ্চিন্তার কারণ

- শহরের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডেই এরকম পরিত্যক্ত বাড়ি রয়েছে
- সেখানে আবর্জনার স্তূপের পাশাপাশি রাতের অন্ধকারে নানা ধরনের অসামাজিক কাজ হয়
- অভিযোগ পেলে মাঝেমধ্যে ব্যবস্থা নেয় প্রশাসন
- তবে নিয়মিত প্রশাসনিক নজরদারির অভাব রয়েছে

পরিত্যক্ত জমির মালিকানা জানতে না পারলে, একটা বোর্ড লাগিয়ে জমি কিংবা বাড়ির মালিককে পুরনিগমে দেখা করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সেই বোর্ড দেখে অনেকে পুরনিগমে এসে যোগাযোগ করলেও অনেকে এর কোনও গুরুত্ব দিচ্ছে না। এই বিষয়গুলি নিয়ে এখন আমাদের কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে এসেছে। আমরা বোর্ডসভাতেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।'

মেগা ওয়াকাথন

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : ওয়ার্ল্ড ডায়াবিটিস ডে-তে কিনস ডায়াবিটিস ক্লিনিক 'অ্যাক্সেস টু কোয়ালিটি ডায়াবিটিস কেয়ার'-এর প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করল। এজন্য শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডের ঝংকার মোড়ের এই ক্লিনিকের তরফে একটি মেগা ওয়াকাথন আয়োজিত হয়। ১৪ নভেম্বর এই ওয়াকাথন ভেনাস মোড় থেকে শুরু হয়ে হিলকার্ট রোড, সেবক মোড়, এয়ার ভিউ মোড় হয়ে ঝংকার মোড়ে কিনস ডায়াবিটিস ক্লিনিকে শেষ হয়। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এই ওয়াকাথন উদ্বোধন করেন। শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ওয়াকাথনে অংশ নেন। কিনস ডায়াবিটিস ক্লিনিকের মেডিকেল ডিরেক্টর ডাঃ শেখর চক্রবর্তী বলেন, 'মানুষকে কোয়ালিটি ডায়াবিটিস কেয়ার দিতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। ওয়াকাথনে আমরা যে সাড়া পেয়েছি, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই।'

স্মারক বক্তৃতা

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : রতনলাল ব্রাহ্মণ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে বুধবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে রতনলাল ব্রাহ্মণ স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হবে। অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক প্রভাত পট্টনায়ক স্মারক বক্তৃতা দেবেন। বক্তৃতার বিষয় 'ধান্দার ধনতন্ত্র ও নয়া ফ্যাসিবাদ।' ট্রাস্টের সম্পাদক জীবেশ সরকার আশাবাদী, বক্তৃতায় অনেকেই উপস্থিত থাকবেন।

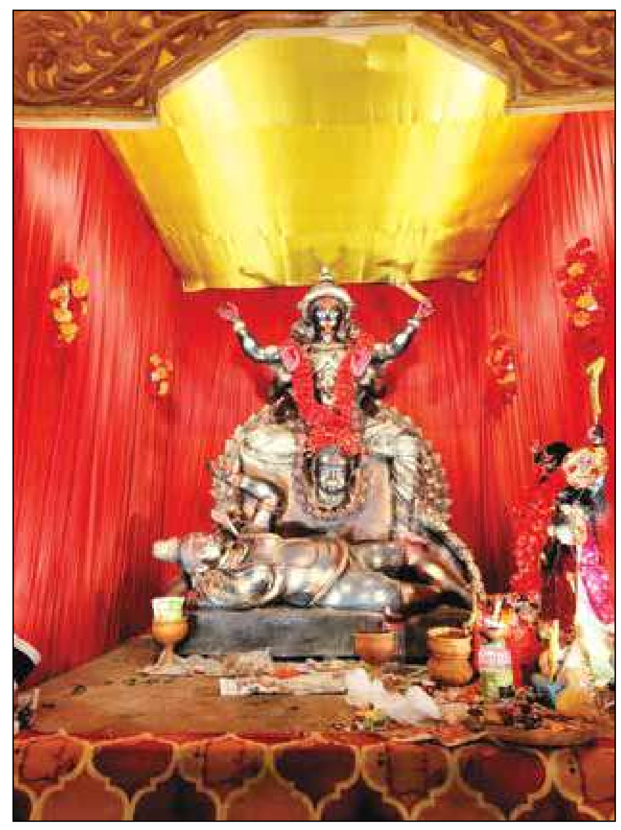

করালবদনী। শিলিগুড়ির বাগরাকোটে কিরণ সংঘের কালী প্রতিমা। -সংবাদচিত্র

অন্যরকম দিন কাটল হোমে ● মিষ্টি বিক্রিতে লক্ষ্মীলাভ ব্যবসায়ীদের

বিশেষভাবে সক্ষমদের ভাইফোঁটা অনুভবে

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : ২০০৪ সাল থেকে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে ভাইফোঁটার আয়োজন করে আসছে অনুভব। প্রতিবছর অনুভবের ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই দিনটিকে পালন করা হয়। বোনেরা ভাইদের কপালে ফোঁটা দিয়ে তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করেন। এদিন বাবুপাড়ার শক্তি সোপান ক্লাবে ১২ জন ভাই ও ৫ জন বোনদের নিয়ে দিনটিকে উদযাপন করা হয়। প্রতিদিন এই দিনটির অপেক্ষায় থাকে রুমকি, পিংকু, রাজকুমাররা।

সকাল থেকেই খুব উৎসাহিত রাজকুমার রায়, বিষ্ণু রায়। শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে বিশেষভাবে সক্ষম ওরা বাড়ি থেকে খুব একটা বের হয় না। তাই এই ধরনের উৎসব, সকলের সঙ্গে দেখা করার দিনগুলিতে তারা ভীষণ আনন্দে থাকে। ওদের খুশি দেখে আবেগঘন অভিভাবকরাও। ভাইদের ফোঁটা দেওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল পিংকু, রুমকিরা। মিষ্টি, ফুল, ধূপকাঠি সহ অনেক কিছু দিয়ে ভাইদের বরণ করে নিয়ে মঙ্গলবার ভাইফোঁটা সেরে ফেললেন। অনুভব সংগঠনের ছেলেমেয়েদের দিনটির আনন্দ ভাগ করে নেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর ও ওয়ার্ড কাউন্সিলার সিক্তা দে বসু রায়। এছাড়া ক্লাবের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। দিনটিকে এত সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পেরে খুশি এমনটাই জানান এদিন আগত অতিথিরা।

> "এই ছেলেমেয়েগুলোর জন্য কিছু করতে আমার খুব ভালো লাগে। ওদের খুশি রাখাটাই আমার উদ্দেশ্য। অনেক বছর ধরে এই অনুষ্ঠান করছি। সবাই খুব ভালোবাসে, উৎসাহ দেয়, ভবিষ্যতেও এই ধরনের কাজ করব।
>
> -প্রদীপ দাশগুপ্ত
> *অনুভবের কর্ণধার*

ডাঃ পার্থপ্রতিম পান এদিন ১৭ জনের হাতে কম্বল ও ক্লাবের তরফে জামা উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়। আবদুল বলছিল, 'অনেক বছর ধরে আমরা ভাইফোঁটায় আসি। সব বোনেরা আমাদের ফোঁটা দেয় অনেক আনন্দ হয়।'

অনুভবের কর্ণধার প্রদীপ দাশগুপ্তের কথায়, 'এই ছেলেমেয়েগুলোর জন্য কিছু করতে আমার খুব ভালো লাগে। ওদের খুশি রাখাটাই আমার উদ্দেশ্য। অনেক বছর ধরে এই অনুষ্ঠান করছি। সবাই খুব ভালোবাসে, উৎসাহ দেয়, ভবিষ্যতেও এই ধরনের কাজ করব।'

পেটে খেলে ফোঁটা সয়

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা যম দুয়ারে পড়ল কাঁটা', এই মন্ত্র বলে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেয় বোনেরা। মঙ্গলবার দুপুর থেকেই শুরু হয়েছে ভাইফোঁটা দেওয়ার পর্ব। চলবে বুধবার পর্যন্ত। ভাইয়ের কপালে ফোঁটা, জমজমাটি খাওয়াদাওয়া, উপহার দেওয়া ও মিষ্টিমুখের মাধ্যমে দিনটিকে উপভোগ করছেন প্রত্যেকে। আর বাজারে স্পেশাল দিনটিকে কেন্দ্র করে স্পেশাল মিষ্টি তো তৈরি হবেই। কোথাও শুভ ভাইফোঁটা লেখা তো কোথাও দিনটির আদলে নানান ধরনের মিষ্টি তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে নতুন ম্যাঙ্গো, ব্ল্যাক কারেন্ট ফ্লেভারের নানান মিষ্টি রয়েছে। বিক্রির হার দেখে খুশি বিক্রেতারা।

ভাইয়ের প্রিয় গুড়ের রসগোল্লা কিনতে গিয়ে ভাইফোঁটা স্পেশাল মিষ্টি দেখে খুশি নন্দিনী রায়। এদিন ভাইফোঁটা লেখা সন্দেশ ও ভাইবোনকে ফোঁটা দিচ্ছে এমন মিষ্টি দেখে কিনেই ফেললেন তিনি। বলছিলেন, 'ভাইয়ের গুড়ের মিষ্টি ভীষণ পছন্দ। তবে এবার দেখলাম স্পেশাল কিছু মিষ্টি এসেছে গুড়ের ফ্লেভারের তাই কিনে ফেললাম।' এতদিন ব্ল্যাক কারেন্ট ফ্লেভারের আইসক্রিম, শেক খেলেও মিষ্টি দেখে অবাক নিধি দত্ত। ক্ষুদিরামপল্লির সবজি বাজারের এই দোকানে ব্ল্যাক কারেন্ট মিষ্টি এবারের সবার নজর কাড়ছে। এবছর বাজারে ভাইফোঁটা স্পেশাল মিষ্টির মধ্যে ব্ল্যাক কারেন্ট মিষ্টি, আনারসি, অমৃত কলস, নানান ধরনের ছবি আঁকানো মিষ্টির চাহিদা অনেক।

এবারে হিট ব্ল্যাক কারেন্ট সন্দেশ।

ব্যবসায়ী বিপ্লব সাহা সকাল থেকে ব্যস্ত মিষ্টি বিক্রি করতে। চিরাচরিত রসগোল্লা, সন্দেশ, গোলাপজামকে টেক্কা দিচ্ছে নতুন ভাইফোঁটা স্পেশাল মিষ্টি। বিপ্লব সাহা বলছিলেন, 'সকাল থেকেই ভালো বিক্রি হচ্ছে। ভাইফোঁটা লেখা মিষ্টিগুলির চাহিদাই সব থেকে বেশি। ১৫ টাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন দামে এগুলি বিকোচ্ছে।' বর্তমানে প্রতিটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন মিষ্টি তৈরি করাটা ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই ট্রেন্ডে গা ভাসিয়েই নতুন ধরনের মিষ্টি তৈরি করেছেন শ্যামল মণ্ডল। তিনি বলছিলেন, 'এখন মানুষ সব অনুষ্ঠানে নতুন কিছু চান। ভাইবোন লেখা, ভাইফোঁটা লেখা মিষ্টির চাহিদাই সব থেকে বেশি।' ১৫ থেকে শুরু করে ৫০ টাকায় মিষ্টিগুলি বিক্রি হয়েছে। ভাইফোঁটায় মিষ্টি ব্যবসায়ীদের লক্ষ্মীলাভ ভালোই হচ্ছে।

ডিজে বক্সের দাপাদাপি রুখতে পদক্ষেপের আর্জি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর : সরকারি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু সেসব নিয়মকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শিলিগুড়িতে কালীপুজোয় তারস্বরে বেজেছে ডিজে বক্স। সেখানেই শেষ নয়, কালী প্রতিমা বিসর্জনে ডিজে বক্সের চাহিদা এতটাই বেশি যে, ওই বক্স ভাড়া পাওয়াই যাচ্ছে না। একদিকে দীপাবলির রাত থেকে শব্দবাজির দাপট, আর তার সঙ্গে ডিজে বক্সের বিকট আওয়াজ মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ডিজে বক্স বাজানো ও নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটানোর বিরুদ্ধে শহরবাসীর একাংশ প্রশাসনকে কড়া হওয়ার আবেদন করেছে। এই বিষয়ে শিলিগুড়ির এক কর্তার কথায়, 'নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

রবিবার রাত থেকে শহরে প্রচুর নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফেটেছে। অভিযোগ, বিহার থেকে এই শব্দবাজি শহরে ঢুকেছে। যা দেদারে বিক্রি হয়েছে। সমাজসেবী সংগঠনগুলির আশঙ্কা এবার শহরে শুরু হবে ডিজে বক্সের দাপাদাপি। শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সভাপতি রূপক দে সরকারের বক্তব্য, 'যেভাবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নিয়মের তোয়াক্কা না করে শহরে বাজি ফাটল তাতে পুলিশের ভূমিকায় আমরা হতাশ। শহরের রাস্তায় ডিজে বক্স বাজানো সরকারিভাবে নিষিদ্ধ। সেখানে হাসপাতাল, নার্সিংহোমের সামনেও ডিজে বক্স বাজানো হচ্ছে। পুলিশের তরফে নির্দিষ্ট হেল্পলাইন নম্বর প্রকাশ করা হলে এই নিয়ে অভিযোগ জানানো সম্ভব হত।'

কেন বাজনার চাইতে ডিজের এত বেশি চাহিদা? হায়দরপাড়ার একটি কালীপুজো কমিটির কার্যকর্তা স্বরূপ চন্দের কথায়, 'উৎসবের মরশুমে বাজনার দল ভাড়া করতে কমবেশি ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা খরচ। সেখানে জেনারেটর, গাড়ি সহ ডিজে বক্স ভাড়া

বিসর্জনে উদ্বেগ

৬ হাজার টাকার মধ্যে হয়ে যায়। সেই কারণে ডিজের চাহিদা বেশি। কম বাজেটের পুজোগুলি অল্প টাকা খরচ করে ডিজে বক্স পেয়ে যায়।'

দুর্গাপুজোর বিসর্জনেও ডিজে বক্সের দাপাদাপি দেখা গিয়েছে। তবে রাস্তায় গান বাজানো হলেও নদীঘাটে আগে বক্স বাজানো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। শিলিগুড়ি শহরে অগুনতি কালীপুজো হয়। গত কয়েক বছরে বিসর্জনের সময় দেখা গিয়েছে, ডিজে বক্সের গাড়ির লাইন। সেখানে এবছর পুলিশের তরফে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সেটাই দেখার।

ওডিআই বিশ্বকাপে সর্বাধিক রান

স্থান	নাম	দেশ	ম্যাচ	রান
১	বিরাট কোহলি	ভারত	৯	৫৯৪
২	কুইন্টন ডি কক	দক্ষিণ আফ্রিকা	৯	৫৯১
৩	রাচিন রবীন্দ্র	নিউজিল্যান্ড	৯	৫৬৫
৪	রোহিত শর্মা	ভারত	৯	৫০৩
৫	ডেভিড ওয়ার্নার	অস্ট্রেলিয়া	৯	৪৯৯

ওডিআই বিশ্বকাপে সর্বাধিক উইকেট

স্থান	নাম	দেশ	ম্যাচ	উইকেট
১	অ্যাডাম জাম্পা	অস্ট্রেলিয়া	৯	২২
২	দিলশান মদুশঙ্কা	শ্রীলঙ্কা	৯	২১
৩	জেরাল্ড কোয়েৎজে	দক্ষিণ আফ্রিকা	৭	১৮
৪	শাহিন শা আফ্রিদি	পাকিস্তান	৯	১৮
৫	মার্কো জানসেন	দক্ষিণ আফ্রিকা	৯	১৭

নকআউট এলেই সব বদলে যায় : কেন

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর : ভারতের সেমিফাইনাল ভাগ্য বনাম 'আন্ডারডগ' নিউজিল্যান্ড!

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের মেগা সেমিফাইনালকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। একদিকে আগামীকাল ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে নামার আগে কিউয়ি শিবিরে যখন অদ্ভুত সংযমের বাতাবরণ। তখন টিম ইন্ডিয়া তুলনায় অনেক বেশি ফুরফুরে।

যদিও সেই মনোভাবের মধ্যে অবশ্যই লুকিয়ে রয়েছে চাপও। ঘরের মাঠে আগামীকাল বিশ্বকাপ ফাইনালে নামার আগে 'চাপ' টের পেতে শুরু করেছেন রোহিত শর্মারা। সঙ্গে তাঁদের তাড়া করছে মুম্বইয়ের মাঠে সেমিফাইনালে হারের পরিসংখ্যানও।

ইতিহাস বলছে, ১৯৮৭ সালের বিশ্বকাপে ফেভারিট হিসেবে খেলতে নেমে এই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারতে হয়েছিল কপিল দেবের ভারতকে। পরিসংখ্যান আরও রয়েছে। ২০১৬ সালে টি২০ বিশ্বকাপের সেমিতেও ওয়াংখেড়েতে তলিয়ে গিয়েছিল ভারত। প্রতিপক্ষ ছিল অস্ট্রেলিয়া। ওয়াংখেড়ের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে মিশে রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার সেমিফাইনালের আরও কিছু পরিসংখ্যানও। যা ভারতীয় দলের পক্ষে নেই একেবারেই।

এমন তথ্য, পরিসংখ্যানের কথা অজানা নয় নিউজিল্যান্ডের। কিন্তু তারপরও অদ্ভুতরকমের শান্ত রয়েছেন কেন উইলিয়ামসনরা। আজ দুপুরে কিউয়ি অধিনায়ক যখন হাজির হলেন সাংবাদিক সম্মেলনে, তখন মাইক্রোফোন বিভ্রাট ঘটেছিল আচমকাই। এমন ঘটনাও উইলিয়ামসনের 'ফোকাস' নষ্ট করতে পারেনি। বরং তিনি দুপুরের সাংবাদিক সম্মেলনে মাইন্ড গেম খেলে গেলেন নীরবে। বলে দিলেন, 'কালকের সেমিফাইনালে আমরাই আন্ডারডগ। কিন্তু তারপরও আমাদের নতুনভাবে সব শুরু করতে হবে। শেষ চারে পৌঁছোতে পেরে আমরা খুশি। কিন্তু এখনও অনেক খেলা বাকি।' ইতিহাস বলছে, ক্রিকেট বিশ্বকাপের আসরে নিউজিল্যান্ড বরাবরই দুর্ভাগা এক দেশ। যারা মোট দু'বার ফাইনালে পৌঁছানোর পরও রানার্স তকমা নিয়ে ঘরে ফিরেছে। এবার কি কিউয়িদের ভাগ্যের চাকা বদলাবে?

জবাব সময়ের গর্ভে। তার আগে কিউয়ি অধিনায়ক উইলিয়ামসন আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'বিশ্বকাপের শুরুটা ভালো করেছিলাম আমরা। মাঝে সামান্য সময়ের জন্য ছন্দ হারালেও ফের নিজেদের গুছিয়ে নিতে পেরেছি। ঘরের মাঠে ভারত কত কঠিন প্রতিপক্ষ, সবার জানা। গ্যালারির পূর্ণ সমর্থনও ভারতের পক্ষেই থাকবে। কিন্তু তারপরও আমরা সেমির চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি। আসলে বিশ্বকাপের নক আউট পর্ব এলেই আশপাশে বহু কথা, আলোচনা, জল্পনা শুরু হয়ে যায়। বাস্তবে যার কোনও ভিত্তি নেই।' কিউয়ি অধিনায়ক উইলিয়ামসনের জন্যও কালকের বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল স্পেশাল। একে তো প্রতিযোগিতার শুরুতে তাঁর আঙুল ভেঙেছিল। সেই চোটের ধাক্কা সামলে তিনি ফের মাঠে ফিরেছেন। দলকে নেতৃত্বও দিচ্ছেন। ৩৩ বছরের কিউয়ি অধিনায়ক ভালোই জানেন, হয়তো এটাই তাঁর শেষ একদিনের বিশ্বকাপ। তাই কেরিয়ারের সম্ভাব্য শেষ একদিনের বিশ্বকাপের নক আউট পর্বে সেরাটা দিয়ে কিউয়ি ক্রিকেটে অমরত্বের ভাবনা তাঁর মধ্যেও রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে রোহিত-বিরাট কোহলিদের প্রতি পূর্ণ সম্মান। কেনের কথায়, 'ভারত দুর্দান্ত দল। ওদের দারুণ সব ক্রিকেটার রয়েছে। এমন দলের বিরুদ্ধে ওদের ঘরের মাঠে খেলাটা সহজ নয়। গ্যালারির সমর্থনও ভারতের জন্যই থাকবে। কিন্তু এসবই তো আমাদের জানা। আর এই চ্যালেঞ্জের জন্য আমরা তৈরি। আসলে বিশ্বকাপের নক আউটে খেলার সুযোগ তো আর বারবার আসবে না। তাই ছন্দ ধরে রাখার চ্যালেঞ্জটা নিতেই হবে আমাদের।'

'চাপ' সামলে 'ভাগ্য'র খোঁজে ক্যাপ্টেন রোহিত

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর : অতীত নিয়ে ভাবছি না। কারণ, সেটা অতীতই। চাপ সবসময় থাকে। আর খেলা যদি হয় বিশ্বকাপের, তাহলে চাপ এমনিই থাকবে। কারণ, প্রতিযোগিতার নাম বিশ্বকাপ। তবে এখনও পর্যন্ত আমরা ভালোই চাপ সামলেছি। সেই ছন্দ বজায় রাখতে হবে।

বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে চাপের পাশে ভাগ্যের ব্যাপারও থাকে। সফল হতে হলে মাঠে সেরাটা দেওয়ার পাশে ভাগ্যের সাহায্যও প্রয়োজন হয় অনেক সময়।

ধরমশালায় নিউজিল্যান্ড ম্যাচের পর আমাদের দুইদিনের বিশ্রাম ছিল। সেই সময় নানা টিম বন্ডিং সেশন হয়েছে আমাদের। গোপন ফ্যাশন শো-ও হয়েছে। থাক না সেই সব কথা। ভাগ্যিস আপনারা সবটা জানতে পারেননি।

১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল ভারত যখন খেলেছিল, তখন এই দলের কোনও ক্রিকেটারেরই জন্ম হয়নি। ২০১১ সালের বিশ্বকাপ সেমির সময় আমাদের অর্ধেক ক্রিকেটার খেলেইনি। ফলে সেই সময় কেমন চাপের অবস্থা ছিল, জানা নেই।

কখনও দার্শনিক। আবার কখনও দলের আদর্শ বড়দা। আবার কখনও বা অসম্ভব বাস্তববাদী। রোহিত শর্মা কা জবাব নেহি!

ফুরফুরে মেজাজ। শরীরী ভাষায় উপচে পড়া আত্মবিশ্বাস। সঙ্গে মুখে চওড়া হাসি। সন্ধ্যা ৫.৪৫ মিনিটে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ভিড়ে ঠাসা প্রেস কনফারেন্স রুমে ভারত অধিনায়ক রোহিত যখন হাজির হলেন, তখন তাঁকে দেখে একটাই কথা মনে হচ্ছিল, মেজাজটাই তো আসল রাজা। এমন এক রাজা, যাঁর সাম্রাজ্যবিস্তার নিয়ে স্বপ্ন দেখছে আসমুদ্রহিমাচল। দেখবেই তো।

টানা নয় ম্যাচে জয়। একদিনের বিশ্বকাপের আসরে টিম ইন্ডিয়া অপ্রতিরোধ্য। যারা হারতে জানে না। হোঁচট খেতে পারে না। শুধুই সাফল্যের সরণি বেয়ে এগিয়ে যায়। এভাবেই আগামীকাল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে 'পাড়ার মাঠে' টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দিতে নামছেন হিটম্যান। সেমির যুদ্ধ শুরুর আগেই তাঁর মননে ঢুকে পড়েছে ১৯ নভেম্বরের ফাইনাল। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সেই ফাইনালের আগে আগামীকাল কেন উইলিয়ামসন, ট্রেন্ট বোল্টদের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে ভারত অধিনায়ক তাই অনায়াসে বলতে পারেন, 'বিশ্বকাপের আসরে চাপ তো থাকবেই। আর সেই চাপ সামলে চলাই তো আসল চ্যালেঞ্জ। ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপের সময় এই দলের কারও জন্ম হয়নি। ২০১১ সালের বিশ্বকাপের সময় আমাদের দলের অনেকে ক্রিকেটই খেলেনি। তাই সেই সময় চাপ কেমন ছিল, জানা নেই। হ্যাঁ, চাপ এখন রয়েছে। তবে আমরা এখনও পর্যন্ত দারুণভাবে চাপ সামলেছি। এটাই তো এই দলের বিশেষত্ব।' দলের ওপেনাররা রান করছেন ধারাবাহিকভাবে। মিডল অর্ডারে ভরসার নাম বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, লোকেশ রাহুল। আর বল হাতে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজ, রবীন্দ্র জাদেজারা নিয়মিতভাবে আগুন ঝরাচ্ছেন। একজন অধিনায়কের কাছে এর চেয়ে বেশি আর কী-ই বা চাওয়ার থাকতে পারে।

কিন্তু তারপরও হিটম্যান সতর্ক। প্রবল আত্মবিশ্বাস থাকলেও সতর্কতার মোড়কে নিজের ভাবনার কথা দুনিয়ার দরবারে তুলে ধরেছেন রোহিত। বলেছেন, 'বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে ধারাবাহিকভাবে সফল হতে হলে সামান্য হলেও ভাগ্যের সহায়তার প্রয়োজন হয়। আমার মনে হয়, বিশ্বকাপের বাকি পর্বেও সেই ভাগ্য আমাদের সঙ্গেই থাকবে।' ভারত অধিনায়ক রোহিতের বয়স এখন ৩৬। তিনি আর কতদিন ক্রিকেটের সব ফর্ম্যাটে দাপিয়ে খেলবেন, দুনিয়াজুড়ে তা নিয়ে চলছে আলোচনাও। রোহিতের কথায়, 'ওসব নিয়ে এখন ভাবছি না। ১৯ নভেম্বরের পর এসব নিয়ে ভাবনার অনেক সময় পাওয়া যাবে। তাছাড়া আমি বিশ্বাস করি, খেলার সময় সেটা নিয়ে ভাবা দরকার। খেলা শেষে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সময় সেখানে ক্রিকেট যেন না আসে।'

আদ্যন্ত ফ্যামিলি ম্যানের মতো ভাবনা হিটম্যানের। কিন্তু তারপরও তিনি তাঁর দলের বড়দা। ভারত অধিনায়কের কথায়, 'অতীত নিয়ে ভেবে কী হবে। অতীত তো অতীতই হয়। যা ঘটে গিয়েছে, সেটা আমরা বদলাতে পারব না। কিন্তু আমরা দল হিসেবে চেষ্টা করলে আমাদের জন্য আগামীর সম্ভাবনা তৈরি করতেই পারি নতুনভাবে।' ভারতীয় ক্রিকেটে টিম বন্ডিং সেশন নতুন কিছু নয়। অতীতেও দেখা গিয়েছে। বর্তমান কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের জমানাতেও সেই ধারা বজায় রয়েছে। এভাবেই আগামীকাল নিউজিল্যান্ড ম্যাচের প্রস্তুতিতে ডুবে রয়েছে। ধরমশালায় কিউয়িরা সামান্য হলেও চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলেছিল টিম ইন্ডিয়াকে। তাই ধরমশালা ম্যাচের পর সামান্য সময় পেতেই টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে হয়েছিল ফ্যাশন শো। দলের অন্দরের গোপন খবর দুনিয়ার দরবারে তুলে ধরে রোহিতের মশকরা, 'ধরমশালা ম্যাচের পর আমরা দু'দিন ছুটিতে ছিলাম। সেই সময় টিম বন্ডিংয়ের অংশ হিসেবে আমরা ফ্যাশন শো-ও করেছিলাম। তবে আজ সেই সব কথা থাক। কিছু বিষয় গোপন থাকাই ভালো।' কথা শেষ করে নিজেই হেসে উঠলেন হিটম্যান। আগামীকাল নিউজিল্যান্ড ম্যাচেও তাঁর এমন হাসিই দেখতে চাইছে গোটা দেশ। সামনে যে ফাইনালের হাতছানি।

ওডিআই বিশ্বকাপে ওয়াংখেড়েতে ভারত

১৭ অক্টোবর, ১৯৮৭
জিম্বাবোয়েকে ৮ উইকেটে হারায় ভারত

৫ নভেম্বর, ১৯৮৭
দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভারত ৩৫ রানে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারে

২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬
অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত হারে ১৬ রানে

২ এপ্রিল, ২০১১
ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারায় ভারত

২ নভেম্বর, ২০২৩
শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারত জেতে ৩০২ রানে

« পিচে কী রহস্য লুকিয়ে জানতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন রোহিত শর্মা।

রাতের মুম্বইয়ে গাড়িতে শচীন-কন্যা

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর : আবার মুম্বই, আবারও সারা-শুভমান গিলের প্রেমকাহিনীর জল্পনা। এই সারা শচীন তেন্ডুলকারের কন্যা। ওডিআই বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচে ৯২ রানে আউট হয়ে ফেরা শুভমানকে সান্ত্বনা দিতে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে উঠে দাঁড়ানো সারার ছবি ভাইরাল হয়েছিল। আর এবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের আগে সামাজিক মাধ্যমে ঝড় তুলেছিল একটি ভিডিও। যেখানে দেখা যায় মাঝরাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে শচীন-কন্যা গাড়িতে চড়ে কোথাও বেরিয়ে যাচ্ছেন। অনেকেই বলতে থাকেন শুভমানের সঙ্গে অভিসারে বেরিয়েছেন সারা। পরে অবশ্য তাঁর ঘনিষ্ঠসূত্র মারফত জানা যায়, সারা নাকি সিনেমায় নামতে আগ্রহী। এজন্য সঞ্জয় লীলা বনসালির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তাও চলছে। সেই নিয়েই কথা বলতে সারা গিয়েছিলেন বিধুবিনোদ চোপড়ার বাড়িতে। আরও একটি সূত্র বলছে কাউকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাতেও সারা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে থাকতে পারেন। এমন মন্তব্য সামনে আসার পর সারা-শুভমানকে নিয়ে চর্চা থামছে না। তারা বরং তুলে আনছেন, আম্বানিদের পার্টি থেকে সারা ও শুভমানকে একসঙ্গে বেরিয়ে আসার প্রসঙ্গ।

জল্পনায় শুভমানের নাম

বিশ্বকাপে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড

মোট ম্যাচ ১০
ভারত ৪
নিউজিল্যান্ড ৫
নো রেজাল্ট ১

সর্বাধিক স্কোর
ভারত ২৭৪
নিউজিল্যান্ড ২৭৩

সর্বনিম্ন স্কোর
ভারত ১৫০
নিউজিল্যান্ড ১৪৬

বাঁহাতি বিরাট কোহলি। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সেমিফাইনালের আগে ভারতীয় দলের অনুশীলনে। ছবি : পিটিআই

বিশ্বকাপে সর্বাধিক রান

ক্রিকেটার	ম্যাচ	রান
শচীন তেন্ডুলকার	৪৫	২২৭৮
রিকি পন্টিং	৪৬	১৭৪৩
বিরাট কোহলি	৩৫	১৬২৪
কুমার সাঙ্গাকারা	৩৭	১৫৩২
ডেভিড ওয়ার্নার	২৭	১৪৯১

উইলিয়ামসনকে নিয়ে সতর্কবার্তা সানির

'রোহিত ব্যক্তিগত মাইলফলকের জন্য খেলে না'

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর : মঞ্চ তৈরি। অপেক্ষা আর কয়েক ঘণ্টার। ২০১৯ সালের শাপমোচন কি হবে? আশায় বুক বেঁধেছে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী। ব্যাটাররা ম্যাচ জেতালেও টুর্নামেন্ট জেতায় বোলাররা- ক্রিকেটের এই জনপ্রিয় প্রবাদের প্রতিফলনই যেন দেখা যাচ্ছে রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্সে। ব্যাটাররা দুরন্ত ছন্দে থাকলেও জসপ্রীত বুমরাহ-মহম্মদ সামি-মহম্মদ সিরাজ পেসত্রয়ী বিপক্ষ ব্যাটারদের ঘুম কেড়েছেন। শুরুতে তাঁদের সামলে দিলেও রবীন্দ্র জাদেজা ও কুলদীপ যাদবের ঘূর্ণির জাদুতে বশ মানছে তাবড় দল।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের লড়াইয়ের আগে কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকারের নজরে কুলদীপ বনাম কেন উইলিয়ামসনের দ্বৈরথ। মহারণের আগে কিউয়ি অধিনায়ককে নিয়ে সতর্ক করে সানি বলেছেন, 'উইলিয়ামসন অসাধারণ ব্যাটার। দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকলেও রান পাওয়া থেকে তাকে আটকানো মুশকিল। ওর যা দক্ষতা তাতে এই ম্যাচেও ওর রান পেতে অসুবিধা হবে না বলেই মনে হয়।' আরও বলেছেন, 'বল ঘোরার আগেই এগিয়ে এসে যেমন স্পিন সামলাতে পারে, তেমনই ক্রিজের গভীরতাও দারুণভাবে কাজে লাগায়। তাই মনে হয় না কুলদীপকে খেলানোর ক্ষেত্রেও কোনও ধন্দে পড়বে। চায়নাম্যানকে কীভাবে সামলাতে হয়, সেটা উইলিয়ামসন ভালোভাবেই জানে।'

চলতি বিশ্বকাপে স্পিনারদের রীতিমতো শাসন করতে দেখা গিয়েছে কেনকে। বুধবার কুলদীপকে সামলাতে তিনি কী করতে পারেন, সেই আভাস দিয়ে গাভাসকার বলেছেন, 'কুলদীপের বলে বড় শট খেলার দরকার পড়ে না। বল প্রতি ১ রান করে নিলেই ওভারে ৬ রান উঠে যায়, যা স্কোরিং রেট হিসেবে ভালো। উইলিয়ামসন এটাই করার চেষ্টা করবে। যখন বাউন্ডারি বল পাওয়া যাবে সেগুলিকে কাজে লাগানোর চেষ্টায় থাকবে। ব্যাটার উইলিয়ামসনকে এই বিশ্বকাপে আগের তুলনায় অনেক ঝুঁকি নিতে দেখছি। হাওয়ায় শট খেলতে দ্বিতীয়বার ভাবছে না। কয়েকদিন আগেই হাওয়ায় শট খেলতে গিয়ে ৯৫ রানে আউট হয়েছিল। কুলদীপের বিরুদ্ধে এমনই শট খেলার চেষ্টায় থাকবে ও।'

৫০৩ রান করে চলতি বিশ্বকাপে ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানসংগ্রহকারী রোহিত। কিন্তু এসব ভেবে দলের স্বার্থে তিনি খেলার ধরন পালটাবেন না। হিটম্যান যে একজন 'টিমম্যান' সেই প্রসঙ্গে সানি বলেছেন, 'রোহিত ওর খেলার ধরন পালটাবে বলে মনে হয় না। কোনও ব্যক্তিগত মাইলফলক নিয়ে রোহিত কখনও ভাবেনা। প্রথম ১০ ওভারে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলতে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংই করবে।' রোহিতের নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়া সেমিফাইনালে নামার আগে অবশ্য প্রাক্তন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব কিছুটা উলটো সুরে গাইছেন। কিউয়িদের বিরুদ্ধে রোহিতদের জয় চাইলেও কপিল বলেছেন, 'ভারতের বর্তমান দলের কোনও ক্রিকেটার টিপস নেওয়ার জন্য ফোন করে না, সাহায্য চায় না। বর্তমান ক্রিকেটাররা অত্যন্ত স্মার্ট। আমাদের পরামর্শ ওদের প্রয়োজন নেই। আমরা কোনও অংশেই ওদের চেয়ে ভালো নই। তাই আমি নিজে থেকে ওদের বলতে চাই না, কীভাবে ব্যাটিং, বোলিং করা উচিত। ওদের জুতোয় পা গলানোর ইচ্ছা আমার নেই। এসব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি।'

কোচ গ্যারি স্টিডের সঙ্গে আলোচনায় নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। মঙ্গলবার পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

বিশ্বকাপে আজ

প্রথম সেমিফাইনাল

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড
দুপুর ২টা, মুম্বই

স্কুলের গেটের নাম হচ্ছে রোহিত-শার্দূলদের নামে

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর : মুঝে ভি রোহিত ভাইয়া জ্যায়সে বননা হ্যায়! ইন্ডিয়া খেলনা হ্যায়!

কতই বা বয়স হবে বাচ্চাটার? বড়জোর ৬-৭। প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলা কথাটা শুনে চমকে উঠলাম।

মুম্বই শহরের অদূরে কান্দিভালি। দূরত্ব প্রায় ৩৭ কিলোমিটার। সেখানেই শচীন তেন্ডুলকার জিমখানা ক্লাব। সেই ক্লাবের মাঠেই আজ সকালে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার ছোটবেলার কোচ দীনেশ লাডের আহ্বানে হাজির হয়েছিলাম। মুম্বই অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কোচ হিসেবে সেখানে তখন অনুশীলন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন দীনেশ। মুম্বই ক্রিকেটের আগামী প্রজন্মের অনেক প্রতিভার সঙ্গে যেমন পরিচয় করিয়ে দিলেন। তেমনই কান্দিভালির আগের স্টেশন বোরিভালিতে যাওয়ার পরামর্শও দিলেন।

কারণ, এই বোরিভালির স্বামী বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক স্কুল ভারত অধিনায়ক রোহিতের ক্রিকেট শিক্ষার আঁতুড়। শুধু রোহিত কেন, শার্দূল ঠাকুরও এই স্কুল থেকেই দীনেশের কোচিংয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের মূল স্রোতে উঠে এসেছেন। এখানেই কেটেছে রোহিত-শার্দূলের ক্রিকেটীয় শৈশব। শিশু দিবসের দিন দুপুরে সেই স্কুলেও পৌঁছে গিয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আর সেখানে বসে হিটম্যান-শার্দূলের কোচ দীনেশ ভেসে গেলেন আবেগে। ফিরে গেলেন ভারত অধিনায়কের শৈশবের সেই দিনগুলিতে। যখন প্রতিভা থাকলেও তাঁর পরিবারের কাছে ছিল না অর্থ। স্বামী বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক স্কুলে মাসে ২৭৫ টাকা বেতন দেওয়াও তাঁর পরিবারের কাছে ছিল কঠিন চ্যালেঞ্জ।

শিশু দিবসে হিটম্যানের শৈশবের সংসারে উঁকি দিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

কঠিন পরিস্থিতিতে সেদিন রোহিতের হয়ে 'ব্যাট' ধরেছিলেন কোচ দীনেশ। স্কুল কর্তৃপক্ষকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন, হিটম্যানের মাসিক বেতন কম করার জন্য। কম হয়েওছিল কিছুটা। সপ্তম শ্রেণির ছাত্র রোহিতের কেরিয়ারের মোড় ঘোরার সেই শুরু। বাকিটা আজ ইতিহাস। আপাতত হিটম্যান ভারত অধিনায়ক। দেশের হয়ে একদিনের বিশ্বকাপ জয়ের অপেক্ষায়। স্বাভাবিকভাবেই বাকি দুনিয়ার মতো তাঁর স্কুলের বর্তমান ছাত্ররাও চাইছেন হিটম্যানের মতো হতে। ১৯ নভেম্বর আহমেদাবাদের মোতেরার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে রোহিত যদি ভারত অধিনায়ক হিসেবে বিশ্বকাপ জিতে নিতে পারেন, তাহলে কোচ দীনেশের জীবনে আর কিছু চাওয়াপাওয়ার থাকবে না। বরং তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, রোহিতের ছোটবেলার স্কুলের দুটি গেট বিশ্বকাপজয়ী তাঁর দুই ছাত্রের নামে করে দেবেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদের সঙ্গে একান্ত ক্রিকেট আড্ডায় দীনেশ বলছিলেন, 'রোহিত, শার্দূলরা ওদের জীবনে অনেক ওঠাপড়া দেখেছে। বিশেষ করে রোহিত। আজ যে জায়গায় ও পৌঁছাতে পেরেছে, তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ওর নিজের। আমি স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করেছি, ভারত বিশ্বকাপ জিতলে আমাদের বিদ্যালয়ের দুটি গেটের নাম রোহিত ও শার্দূল করে দেওয়া হবে। মূল গেটের নাম হবে রোহিত। আর পাশের গেটটি হবে শার্দূলের নামে।'

দুই কৃতী ছাত্র রোহিত শর্মা ও শার্দূল ঠাকুরের পোস্টারের মাঝে কোচ দীনেশ লাড। ডানদিকে তাঁদের ক্রিকেটার হয়ে ওঠার ঠিকানা। ছবি : প্রতিবেদক

স্বামী বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক স্কুলের গেটের নাম রোহিত-শার্দূলদের নামে হবে, বোঝা গেল। কিন্তু ৩৬ বছরের হিটম্যান তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ার নিয়ে কী ভাবছেন? প্রশ্ন শুনে একটু থমকালেন হিটম্যানের কোচ। পরক্ষণেই বলে দিলেন, 'চার বছর পরের একদিনের বিশ্বকাপ রোহিত খেলবে না নিশ্চিতভাবেই। আমি এখনও নিশ্চিত নই ওর ক্রিকেটীয় ভাবনা নিয়ে। তবে বিশ্বকাপের আগে, প্রতিযোগিতা চলার মাঝে ওর সঙ্গে আমার যতবার কথা হয়েছে, মনে হয়েছে ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটের কোনও একটি দ্রুত ছেড়ে দেবে রোহিত।' ছাত্র হিসেবে রোহিত, শার্দূলদের মধ্যে কে বেশি দুষ্টু ছিল? প্রশ্ন শুনেই হেসে ফেললেন কোচ দীনেশ। বলে দিলেন, 'শার্দূল একটু বেশি বদমায়েশ ছিল। আর রোহিত ছিল মূলত শান্ত স্বভাবের। কিন্তু খেলা আর খাওয়ার, বিশেষ করে নন ভেজ খাওয়ার প্রতি ওর সাংঘাতিক ঝোঁক ছিল। আর ছিল, কিছু করে দেখানোর প্রবল আত্মবিশ্বাস।'

কেমন সেই আত্মবিশ্বাস? কোচ দীনেশ শোনালেন হিটম্যানের ছোটবেলার চমকপ্রদ গল্প। ভারত অধিনায়ক তখন দশম শ্রেণির ছাত্র। স্বামী বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক স্কুল ছুটির পর সেই বিদ্যালয়ের সামনে পার্কিংয়ে থাকা একটি মার্সিডিজ গাড়ির দিকে অনেকটা সময় তাকিয়ে ছিল হিটম্যান। সেদিন রোহিতকে এভাবে গাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে তাঁর কোচ দীনেশ জানতে চেয়েছিলেন কারণটা কী। জবাবে সেদিন রোহিত বলেছিলেন, 'এমন গাড়ির মালিক হতে চান।' দীনেশ সেদিন ছাত্রের কথা শুনে অবাক হয়েছিলেন। বিস্ময়ের সেই ঘোর আজও রয়েছে তাঁর মধ্যে।

তাই তো স্কুলের গেটের নাম রোহিতের নামে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। অপেক্ষা শুধু হিটম্যানের হাতে বিশ্বকাপ ওঠার।

বুধবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত। তার আগে টিম ইন্ডিয়ার জার্সি পরে রোহিত শর্মাদের শুভেচ্ছা জানালেন জার্মানির ফুটবল তারকা টমাস মুলার।

কালোবাজারিতে ধৃত ১

টিকিটের দাম ১ লক্ষ ২০ হাজার

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর : ২০১৯ সালের বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের বদলার ম্যাচ। তৈরি ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম। টিকিটের চাহিদা বোঝাতে নতুন করে বিশেষণ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। টিকিটের কালোবাজারিও তুঙ্গে। এর সঙ্গে জড়িত একজনকে মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করল মুম্বই পুলিশ। ধৃতের নাম রোশন গুরুবক্সানি। পুলিশ মারফত জানা গিয়েছে, ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকায় টিকিট বিক্রির চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে রোশন। তার কাছ থেকে পুলিশ দুইটি টিকিট পায়। রোশন ও আরও একজনের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অভিযুক্তকে খোঁজার কাজ চলছে। এই নিয়ে পুলিশের ডেপুটি কমিশনার প্রবীণ মুন্ডে মুম্বইয়ের ক্রিকেট ভক্তদের টিকিট কেনার ক্ষেত্রে সচেতন থাকতে বলেছেন।

অধিনায়ক হয়ে উঠতে ব্যর্থ ও : আফ্রিদি

বিশ্বকাপ দিয়ে বাবরকে মাপতে নারাজ কপিল

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর : সমালোচনায় বিদ্ধ বাবর আজমের পাশে দাঁড়ালেন কপিল দেব।

বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়কের যুক্তি, বিশ্বকাপের ফর্ম দিয়ে পাক অধিনায়ককে মাপতে যাওয়া ভুল। বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার বাবর। আর বাবরের নেতৃত্বেই এই পাকিস্তান দলটাই কিছুদিন আগে আইসিসি-র ওডিআই ক্রমতালিকায় শীর্ষে ছিল।

বাবরকে সরিয়ে নতুন অধিনায়কের দাবিটা ক্রমশ জোরদার। পাক ক্রিকেট মহলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মহলের অভিযোগ, বাবরকে দিয়ে হবে না। নতুন কারও হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। খবর, অধিনায়ক বাবরের ভাগ্যে কী রয়েছে, পিসিবি প্রধানের সঙ্গে তাঁর আলোচনার পরই ঠিক হতে চলেছে।

এহেন টানাপোড়েনের মাঝেই বাবরের পাশে ভারতীয় কিংবদন্তি। এক সাক্ষাৎকারে কপিল বলেন, 'দলের বর্তমান পারফরমেন্সের জন্য বাবরকে তুলোধোনা করা হচ্ছে। কিন্তু সবার মনে রাখা উচিত, এই বাবরের নেতৃত্বেই পাকিস্তান কিছুদিন আগেও ওডিআই ফর্ম্যাটে এক নম্বর দল ছিল। প্রায় মাস ছয়েক নিজেদের জায়গা ধরেও রেখেছিল।'

সমালোচনার কারণ পাক অধিনায়কের নিজস্ব ফর্মও। ৯ ম্যাচে ৩২০ রান, যা মোটেও বাবর-সুলভ নয়। পাক অধিনায়ক নিজেও স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি সমর্থকদের প্রত্যাশাপূরণ করতে পারেননি।

শাহিদ আফ্রিদি আবার চেনা মেজাজে বাবর ইস্যুতে কপিলের বিপরীত মেরুতে। প্রাক্তন পাক অধিনায়ক এদিনও তোপ দাগেন। দাবি করেন, অধিনায়ক হিসেবে প্রচুর সময়, সুযোগ পেয়েছেন বাবর। মাথার ওপর তরোয়ালও ঝোলেনি। পর্যাপ্ত স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উন্নতির কোনও লক্ষণ নেই। ভুল থেকে কিছুই শেখেনি। একই তিমিরে রয়ে গিয়েছে অধিনায়ক বাবর। বিশ্বকাপে যার খেসারত দিতে হয়েছে পাকিস্তান দলকে।

> আমি বাবরের ভক্ত। বিগ প্লেয়ার। আমার ছোট ভাইয়ের মতো। বরাবরই ওকে বিশ্বের অন্যতম সেরা অধিনায়কদের মধ্যে দেখতে চেয়েছি। প্রায় বছর চারেক হয়ে গেল নেতৃত্বে রয়েছে। কখনও চাপে রাখা হয়নি। স্বাধীনতা পেয়েছে। প্রত্যেকেই সমর্থন করেছি ওকে। আমার ধারণা ৩-৪ বছর যথেষ্ট অধিনায়ক হিসেবে পরিণত হয়ে উঠতে। বাবরের ক্ষেত্রে যদিও তা ঘটেনি।
> -শাহিদ আফ্রিদি

বাবরকে নিয়ে আফ্রিদি বলেছেন, 'আমি বাবরের ভক্ত। বিগ প্লেয়ার। আমার ছোট ভাইয়ের মতো। বরাবরই ওকে বিশ্বের অন্যতম সেরা অধিনায়কদের মধ্যে দেখতে চেয়েছি। প্রায় বছর চারেক হয়ে গেল নেতৃত্বে রয়েছে। কখনও চাপে রাখা হয়নি। স্বাধীনতা পেয়েছে। প্রত্যেকেই সমর্থন করেছি ওকে। আমার ধারণা ৩-৪ বছর যথেষ্ট অধিনায়ক হিসেবে পরিণত হয়ে উঠতে। বাবরের ক্ষেত্রে যদিও তা ঘটেনি। লম্বা সময় পেলেও উন্নতি ঘটেনি। নিজেদের লিডার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ। বিশ্বকাপে ওর ভুলের বহর হতাশ করেছে আমাদের।'

আফ্রিদির আরও দাবি, রঙিন ফর্ম্যাট থেকে বাবরকে সরিয়ে দেওয়া পাক দলের জন্য সঠিক পদক্ষেপ হবে। টেস্টে ক্রিকেটে নেতৃত্বের পরিবর্তন দরকার নেই। কিন্তু ওডিআই, টি২০-তে নতুন কারও হাতে অবিলম্বে দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া উচিত। 'টেস্টে রদবদলের পক্ষে নই আমি। বাবরই নেতৃত্বে থাকুক। তবে বাকি দুই ফর্ম্যাটে পরিবর্তন প্রয়োজন। পিসিবি হয়তো দলের অন্যান্য সিনিয়ার ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা বলে চূড়ান্ত পদক্ষেপ করবে,' বলেছেন আফ্রিদি।

বিশ্বকাপ-ভরাডুবির পর দলের পুরোদস্তুর খোলনলচে পরিবর্তনেও সম্মতি নেই আফ্রিদির। প্রাক্তনের যুক্তি, দলে প্রতিভার অভাব নেই। মূল সমস্যা নিজেদের দক্ষতা অনুযায়ী পারফর্ম করতে না পারা। দ্রুত ব্যর্থতার হাল খুঁজে তা নিয়ে কাজ করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

রাচিনের নামের নেপথ্য কাহিনী ফাঁস বাবার

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর : আইপিএলে সেরা উদীয়মান ক্রিকেটারকে পুরস্কার দেওয়া হয়। বিশ্বকাপে সেইরকম কোনও ব্যক্তিগত ট্রফি নেই। থাকলে চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে যার প্রধান দাবিদার হতে পারেন নিউজিল্যান্ডের ওপেনার রাচিন রবীন্দ্র।

৯ ম্যাচে ৫৬৫ রানে ২৪ বছরের রাচিন বিশেষজ্ঞদের মুগ্ধ করেছেন। অভিষেক বিশ্বকাপে সর্বাধিক রান করে ইংল্যান্ডের জনি বেয়ারস্টোকে টপকে গিয়েছেন। বুধবার ভারতের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে রাচিনের উইকেট জসপ্রীত বুমরাহ-মহম্মদ সামিরা দ্রুত তুলতে পারলে চিন্তা কমবে রোহিত শর্মার। ব্যাটিংয়ের সঙ্গে ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাচিনের নাম নিয়েও আলোচনা অব্যাহত। রাচিনের বাবা রবি কৃষ্ণমূর্তি দুই ভারতীয় কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকার ও রাহুল দ্রাবিড়ের ভক্ত। তাঁদের নাম মিলিয়েই ছেলের নাম রেখেছিলেন। এতদিন এমনটাই জানত ক্রিকেটমহল। কিন্তু এদিন রাচিনের নামের নেপথ্য কাহিনী সামনে আনলেন রবি।

ছেলের নামকরণ প্রসঙ্গে রাচিনের বাবা বলেছেন, 'রাচিন জন্মানোর পর আমার স্ত্রী সদ্যোজাত সন্তানের জন্য একটি নাম ঠিক করতে বলেন। রাচিনের নামকরণ নিয়ে আমরা খুব বেশি আলোচনা করিনি। নামটি শুনতে ভালো লাগছিল। উচ্চারণ সহজ। ছোট নাম। তাই রাচিন নামটাই স্থির হয়। কয়েক বছর পর আমরা বুঝতে পারি, রাচিনের নামকরণ শচীন ও দ্রাবিড়ের নামের সংমিশ্রণে রাখা হয়েছে। বড় হয়ে আমাদের ছেলে ক্রিকেটার হবে, এরকম কোনও ভাবনা থেকে রাচিনের নাম রাখা হয়নি।'

অনুশীলনের পর হাসপাতালে ম্যাক্সওয়েল

অজিদের চিন্তায় রাখছে ইডেনের ন্যাড়া পিচ

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : ইডেন গার্ডেন্স-অজি সখ্যের ইতিহাস বেশ পুরোনো।

পঞ্চম বিশ্বজয়ের শুভসূচনা কলকাতার নন্দনকাননেই হয়েছিল। ১৯৮৭ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে গ্রাহাম গুচের ইংল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবার বিশ্বজয়ের স্বাদ পায় অ্যালান বর্ডারের অস্ট্রেলিয়া।

গত সাড়ে তিন দশকে গঙ্গা দিয়ে প্রচুর জল বয়ে গিয়েছে। আরও চারবার বিশ্বসেরার খেতাব পকেটে পুরেছে ক্যাঙারু ব্রিগেড। ফের ভারত, এবার চোখ বিশ্বজয়ের ডাবল হ্যাটট্রিকের। ১৯ নভেম্বরের খেতাবি যুদ্ধের টিকিট আদায়ে আগামী বৃহস্পতিবার ইডেনে সেমিফাইনালের দ্বৈরথ।

চলতি ফর্মের বিচারে ভারতের পর সবচেয়ে ধারাবাহিক এবং শক্তিশালী দল। প্রতি বিভাগে একঝাঁক ম্যাচ উইনার। দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে নিশ্চিতভাবেই অ্যাডভান্টেজ অস্ট্রেলিয়ার। অবশ্য অজি শিবিরের ফুরফুরে মেজাজে কিছুটা তাল কাটছে মাঝের বাইশ গজ।

পুরো দল নিয়ে দুপুরের ইডেনে পা রাখেন প্যাট কামিন্স। গতকাল ঐচ্ছিক অনুশীলনে প্রথম দলের একঝাঁক তারকা বিশ্রামে ছিলেন। বোলিং ব্রিগেডের প্রায় প্রত্যেকেই হোটেলে কাটান। আজ কিন্তু পুরো দল অনুশীলনে। প্রায় ঘণ্টা তিনেকের প্র্যাকটিস। তার মাঝেই প্রায় বিস্কুট কালারের প্রায় শুকনো ন্যাড়া পিচ নিয়ে অস্বস্তি।

পিচের কভার তোলার পর ডেভিড ওয়ার্নার সোজা বাইশ গজে। কখনও দাঁড়িয়ে, কখনও প্রায় শুয়ে ইডেনের পিচের পূর্বাভাস নিতে চেষ্টা চালালেন। কিছুক্ষণ পর ওয়ার্নারের সঙ্গে যোগ দেন স্টিভেন স্মিথ, প্যাট কামিন্সরাও। প্রায় ঘাসহীন পিচ যে খুশি করেনি, দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছিল। কোচিং স্টাফদের সঙ্গে পিচের পাশে দাঁড়িয়েই কার্যত ছোটখাটো বৈঠক।

নেট সেশন সেরে ইডেন ছাড়ার সময় ফের মাঝের বাইশ গজে কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড, বোলিং কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরির সঙ্গে কামিন্স। ফের আন্দাজ করার চেষ্টা। কথা বলতে দেখা গেল কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও। ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ এই বাইশ গজেই খেলা হয়েছিল। রবীন্দ্র জাদেজার স্পিন ভেলকিতে বেহাল দশা হয় ব্যাটারদের।

আগামী ৪৮ ঘণ্টায় পিচের হালহকিকতে বড়সড়ো পরিবর্তন না ঘটলে অস্ট্রেলিয়ার তিন জেনুইন পেসার নিয়ে খেলার স্ট্র্যাটেজি কতটা সঠিক হবে, প্রশ্ন উঠতেই পারে। দলে একমাত্র জেনুইন স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা। সঙ্গী গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। বিকল্প কার্যত নেই কামিন্সের হাতে। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার জোড়া বিশেষজ্ঞ স্পিনার কেশব মহারাজ-তাবরেইজ শামসি কিন্তু ম্যাচের অঙ্ক বদলে দিতে পারেন। বিশেষত বাঁহাতি কেশব।

অজিদের অনুশীলনে কেশবের প্রভাব টের পাওয়া গেল এদিন। নেটে গতকাল থেকেই একাধিক বাঁহাতি স্পিনার ছিল। এদিন নেটে টানা বল করলেন টিম অস্ট্রেলিয়ার বোলিং কোচ ভেত্তোরিও। মহারাজ-মোকাবিলায় প্রস্তুতির ভাবনা। মিচেল মার্শ থেকে মার্নাস লাবুশেন, ট্রাভিস হেডরাও দীর্ঘক্ষণ স্পিন সামলালেন।

বিগম্যাচ প্লেয়ার স্মিথ আবার নেট ছাড়তেই চাইছিলেন না। সতীর্থদের বেশিরভাগ যখন মাঠ ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তখনও একাকী নেটে। চলতি বিশ্বকাপ প্রত্যাশামাফিক কাটেনি স্মিথের। ভার্টিগোর সমস্যাও ভোগাচ্ছে। তবে সেমিফাইনালের মতো বিগ মঞ্চে খালি হাতে ফিরতে নারাজ। এদিনের নন্দনকাননে তারই সাধনা জারি।

ম্যাক্সওয়েলকে নিয়ে হঠাৎ চাপানউতোর। অনুশীলনের একদম শেষদিকে নেটে ঢুকলেন। স্পিনারদের বিরুদ্ধে স্পেশাল ম্যাক্স-স্কুপ, রিভার্স সুইপের মহড়া চলল। পাশের নেটে ম্যাক্সওয়েলকে অনুসরণ করার মেজাজে ব্যাট ঘোরাতে দেখা গেল লাবুশেনকেও। এরমধ্যেই প্র্যাকটিসের পর ছুটতে হয়েছে দক্ষিণ কলকাতার এক হাসপাতালে। টিম সূত্রের খবর, রুটিন-চেকআপ। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে হাসপাতালে যান। বিষ্যুদবার খেলা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।

মিচেল স্টার্ক আবার টানা ঘাম ঝরালেন। নেটে প্রথম থেকেই আগুনে বোলিংয়ে অস্বস্তিতে ফেলছিলেন সতীর্থদের। বিশ্বকাপ এখনও পর্যন্ত ঠিকঠাক না গেলেও নক আউটে সেরাটা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন, তা পরিষ্কার। সেমির প্রস্তুতির মাঝে অধিনায়ক কামিন্স আবার টি২০ অধিনায়কত্ব, নিজের আইপিএল ভাবনা নিয়ে মুখ খুলেছেন। জানান, ২০২৪ সালের আইপিএলে খেলতে চান। গত দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে মিচেল মার্শ টি২০ দলের দায়িত্ব খুব ভালোভাবে সামলেছেন। কামিন্সের ইঙ্গিত, বোর্ড চাইলে নেতৃত্বের বদলে টি২০-তে নিজের বোলিংয়ে নজর দেওয়ার জন্য মানসিকভাবে তিনি প্রস্তুত।

ঘুরেফিরে ফোকাস আপাতত ইডেন-যুদ্ধ। অধিনায়ক কামিন্সের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে যার ওপর নির্ভর করবে।

দ্বৈরথের আগে তৈরি হচ্ছেন মিচেল স্টার্ক ও কুইন্টন ডি কক। ছবি : ডি মণ্ডল

চোট-আশঙ্কা সরিয়ে টানা অনুশীলন বাভুমার

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পুণ্যতিথি।

ভাইদের দীর্ঘায়ু কামনায় বোনেদের ফোঁটা।

ইডেন গার্ডেন্সের ঢিল ছোড়া দূরত্বে বাবুঘাটে আবার চলছে গঙ্গাবক্ষে বিসর্জন। ঢাকঢোলের আওয়াজের মাঝেও বিদায়ের সুর। 'আসছে বছর আবার হবে'-র সমবেত আওয়াজ। এর মাঝে দিনভর নব কলরবে সেজে ওঠা নন্দনকাননে সেমিফাইনালের প্রস্তুতিতে মগ্ন অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা।

বৃহস্পতিবারের মহারণ। একদলের পকেটে যাবে ফাইনালের টিকিট। অপর শিবিরে বিসর্জনের বাজনা। ভাগ্য গড়ার যে ম্যাচে এক ইঞ্চি জমি না ছাড়ার বার্তা প্রত্যাশিত। এদিনের ইডেনে যদিও ভিন্ন ছবি দুই দলের অনুশীলনে।

দুপুরে অস্ট্রেলিয়া যখন পুরোদস্তুর নেট সেশন সেরেছে, তখন সন্ধের ইডেনে কিছুটা হালকা প্রস্তুতির পর টিম হোটেলের পথে দক্ষিণ আফ্রিকা। শুরুতে ফুটবল প্র্যাকটিস, তারপর ব্যাটিং অনুশীলন। পেসের পরিবর্তে বেশিরভাগ সময়ই স্পিনের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি।

সবার চোখ ছিল মূলত টেম্বা বাভুমার দিকে। উঁকি মারছিল প্রশ্নটা, সেমিফাইনালের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কি অধিনায়কহীন হবে দক্ষিণ আফ্রিকা। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পান। স্ক্যানও করাতে হয়। দলের তরফে প্রকাশ্যে বিবৃতি না এলেও চোট-চিন্তা ছিলই।

মঙ্গলবারের ইডেনের নেট প্র্যাকটিসে সেই চিন্তা অনেকটাই দূর। কিছুটা দেরিতে হলেও নেটে ব্যাট হাতে ঢুকলেন প্রোটিয়া দলপতি। তাবরেইজ শামসি, কেশব মহারাজদের বিরুদ্ধে লম্বা সময় ধরে ব্যাটিং অনুশীলনও সারলেন। নিশ্চিতভাবে স্বস্তি দেবে দক্ষিণ আফ্রিকা শিবিরকে।

চলতি বিশ্বকাপে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি বাভুমা (৭ ইনিংসে ১৪৫ রান, সর্বোচ্চ ৩৫)। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে অধিনায়কের উপস্থিতি দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বাভুমার সাম্প্রতিক সাফল্যও চোখে পড়ার মতো। ০-২ পিছিয়ে ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ জয়ের অন্যতম কান্ডারি ছিলেন।

ইডেন গার্ডেন্সে সেমিফাইনালের প্রস্তুতিতে টেম্বা বাভুমা। ছবি : ডি মণ্ডল

টিম গেমই অবশ্য প্রোটিয়া শিবিরের মূল শক্তি। কুইন্টন ডি ককের পাশে হেনরিচ ক্লাসেন, রাসি ভ্যান ডার ডুসেন, মার্কো জানসেনদের ফর্ম সেমিফাইনালের টক্করেও অস্ত্র। গ্রুপ লিগে ১৭টি উইকেটের পাশাপাশি লোয়ার অর্ডারে জানসেনের 'জান' লড়িয়ে দেওয়ার ব্যাটিং প্রশংসা কুড়িয়েছে। নিটফল, ভারতের পর গ্রুপ লিগে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছে তারা।

পিচও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে।

গতকালের পর আজও বাইশ গজ খুঁটিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি পিচ প্রস্তুতকারক সুজন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও কথা বললেন বাভুমা। যুদ্ধক্ষেত্র নিয়ে কিছু টিপস পাওয়ার প্রচেষ্টা। হালকা অনুশীলনেও পিচের প্রভাব পরিষ্কার। প্রায় পুরোটা সময়ই স্পিনের বিরুদ্ধে অনুশীলন।

শুরুতে কাগিসো রাবাদা-লুঙ্গি এনগিডিরা কিছুক্ষণ হাত ঘুরিয়ে বিরতি দেন। তারপর টানা স্পিন। এক নেটে শামসি, পাশে কেশব। সঙ্গে স্থানীয় কয়েকজন স্পিনার। ভারত-ম্যাচে কয়েকদিন আগে রবীন্দ্র জাদেজা-কুলদীপ যাদবের বিরুদ্ধে ৮৩ রানে গুটিয়ে যাওয়ার ধাক্কা মাথায় ঘুরছে, তা পরিষ্কার।

টস গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। চলতি বিশ্বকাপে বাকি কেন্দ্রগুলির তুলনায় ইডেনে গড় রান কম। বিশেষত, রান তাড়া করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছে দলগুলি। আগে ব্যাটিং করে বড় স্কোরের বোঝা চাপিয়ে দেওয়াই পাখির চোখ থাকবে দুই শিবিরেরই। প্রোটিয়া শিবিরে লক্ষ্যপূরণে তুরুপের তাস ডি কক। ৬৫.৬৬ গড়ে এখনও পর্যন্ত ৫৯১ রান করেছেন। এর মধ্যে চারটি সেঞ্চুরি। প্যাট কামিন্সদের জন্য পয়লা নম্বর কাঁটা নিশ্চিতভাবে।

ডি ককের তেমনই একটা আতশি ইনিংস সেমির ভাগ্য গড়ে দিতে পারে।

বৃহস্পতিবার বৃষ্টির ভ্রূকুটি

ব্যাট-বলের হিসেবনিকেশের মাঝে উঁকি মারছে বৃষ্টি-আশঙ্কা। নিম্নচাপে আগামী কয়েকদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা সিটি অফ জয়ে। ম্যাচের দিন এবং শুক্রবার রিজার্ভ ডে-তেও বৃষ্টির সম্ভাবনা। ম্যাচ শেষপর্যন্ত ভেস্তে গেলে থাকবে অন্য অঙ্ক। গ্রুপ লিগে দ্বিতীয় স্থানে থাকার সুবাদে ফাইনালের টিকিট বাভুমাদের পকেটে। ব্যাট-বলের দ্বৈরথে আবহাওয়া কতটা জল ঢালে, সময়ই বলবে। সেটাই দেখার।

ঐশ্বর্যকে টেনে অশালীন মন্তব্য রজ্জাকের

করাচি, ১৪ নভেম্বর : ওডিআই বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা সভায় বসেছিলেন তিন প্রাক্তন ক্রিকেটার শাহিদি আফ্রিদি, আব্দুল রজ্জাক ও উমর গুল। সেখানেই হঠাৎ করে ঐশ্বর্য রাই বচ্চনকে টেনে প্রাক্তন পাক অলরাউন্ডার রজ্জাক অশালীন মন্তব্য করে বসেন। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘পাকিস্তান দলের বেহাল অবস্থার জন্য আমাদের দেশের বোর্ড কর্তারাই দায়ী। ওরা ধরেই নিয়েছিলেন ভালো কোচ নিয়ে আসলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু বিষয়টা অত সহজ নয়। অনেকেই মনে করেন ঐশ্বর্যর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হয়, তাহলে সুন্দর সুন্দর বাচ্চা উপহার পাব, কিন্তু সেটা হয় কি? সবার আগে নিজের মানসিকতা ঠিক করা প্রয়োজন। বুঝতে হবে যে আমি কী চাই। না হলে ভালো ক্রিকেটার তৈরি হবে না। জিততে পারবে না পাকিস্তানও।’

রজ্জাকের কথা শুনে হেসে ফেলেন দর্শকরা। হেসে ওঠেন আফ্রিদি-গুলও। প্রাক্তন

আলোচনা সভায় আব্দুল রজ্জাক।

সতীর্থের কথার সমর্থনে তাঁদের হাততালি দিতে দেখা যায়। ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এমন আচরণের জন্য তিন পাক প্রাক্তন ক্রিকেটারকে সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছে। পরে তিনি অবশ্য ঐশ্বর্য সংক্রান্ত মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন।

রজ্জাক চেয়েছিলেন, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কর্তাদের সমালোচনা করতে। তিনি বলেছেন, ‘বোর্ড কর্তাদের উদ্দেশে বলছি, জাতীয় দলে খেলার সময় আমাদের অধিনায়ক ইউনিস খানের ওপর আমার পুরো ভরসা ছিল। জানতাম ও পাকিস্তানকে বিজয়ী দেখতে চায়। তার জন্য আমরাও সেরাটা দিতাম। এখন যে পাকিস্তান দল খেলছে তাদের তো ভালো খেলার তাগিদটাই নেই।’

বিমানে মাঝ আকাশে শুভেচ্ছা সুনীলদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : কুয়েত সিটি পৌঁছে গেল ভারতীয় দল। ১৬ তারিখ কুয়েতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের প্রথম ম্যাচ খেলবেন সুনীল ছেত্রীরা।

এদিন দুবাই থেকে কুয়েত সিটি উড়ে যাওয়ার পথে ভারতীয় দলকে মাঝ আকাশেই স্বাগত জানানো হয়। উড়ানের পাইলট নিজে বেরিয়ে এসে বাকি যাত্রীদের জানান, ভারতীয় ফুটবল দল এই উড়ানে সফর করছে। তাঁরা বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব খেলতে কুয়েত যাচ্ছে। ফুটবলারদের করতালি দিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর আবেদন জানান তিনি। বাকি যাত্রীরা হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানান সুনীলদের। পরে তাঁদের উদ্দেশে একজন এয়ারহস্টেস মাঞ্জাপাড়া কুয়েত সমর্থকদের শুভেচ্ছাবার্তাও পড়ে শোনান।

মাঝে মাত্র একটা দিন স্থানীয় মাঠে অনুশীলন করবে ভারতীয় দল। তারপর বৃহস্পতিবারই ম্যাচ। কুয়েত সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হয়ে আছে ইগর স্টিমাক ব্রিগেডের। নিজেদের মাঠে আধিপত্য নিয়ে খেললেও অ্যাওয়ে ম্যাচে সতর্ক ব্লু টাইগাররা। বিশেষ করে নিজেদের মাঠে যে ওই হারের বদলা নিতে বাড়তি উদ্দীপনা নিয়ে ঝাঁপাবে কুয়েত, সেই কথা বলাই বাহুল্য।

তাছাড়া আরও একটা জিনিস ফুটবলারদের মাথায় রাখতে বলা হচ্ছে, এই ম্যাচের ফলাফল প্রভাবিত করবে কাতার ম্যাচের পারফরমেন্সকে। এই ম্যাচে ভালো ফল হলে কাতারের বিরুদ্ধে বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়ে নামতে পারবেন রাহুল ভেকে-অনিরুদ্ধ থাপারা। গত তিন বছরে ৩ বার দেখা হলেও বিশ্বকাপ খেলে ফেলা কাতারই যে গ্রুপের সবথেকে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ, এই নিয়ে কারও কোনও সন্দেহ নেই। তাই ভুবনেশ্বরের ওই ম্যাচের আগে সাবধানি ভারতীয় শিবির কুয়েত থেকে মাথা উঁচু করে ফিরতে চায়।

বাবরদের নির্বাচক কমিটিকে ছাঁটাই করল পিসিবি

লাহোর, ১৪ নভেম্বর : চলতি বিশ্বকাপে দলের চরম ব্যর্থতার পর পুরো নির্বাচন কমিটিকে ছাঁটাই করল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। মুখ্য নির্বাচক ইনজামাম-উল-হক ও বোলিং কোচ মরনি মরকেল ইতিমধ্যেই দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। এরপর অস্থায়ীভাবে প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার তৌসিফ আহমেদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে চেয়ারম্যান জাকা আশরফ এদিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন কমিটিকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেন। নতুন দায়িত্বে কে আসবেন সেই নিয়ে চলছে জল্পনা। ভেসে আসছে অনেক পরিচিত নাম। পাকিস্তানের এক শীর্ষ সংবাদমাধ্যমের মতে, মুখ্য নির্বাচকের দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক শাহিদ আফ্রিদি। এছাড়া দলের ব্যাটিং কোচ হিসেবে দলে যোগ দেবেন প্রাক্তন তারকা ব্যাটার ইউনিস খান। তাঁদেরকে আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হবে। যদিও আফ্রিদির মুখ্য নির্বাচক হওয়া নিয়েও প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। মঙ্গলবার লাহোরে পিসিবি-র দপ্তরে আশরফের সঙ্গে বৈঠকে দেখা গিয়েছে ইউনিস খান, মহম্মদ হাফিজ, ওয়াহাব রিয়াজ ও সোহেল তনভীর। এরপরই অনেক মহলে গুঞ্জনে উঠে আসছে মুখ্য নির্বাচক হিসেবে মহম্মদ হাফিজের নাম। অনেকে ইউনিস খানকেও ব্যাটিং কোচের বদলে নির্বাচকের দৌড়েই রাখছেন। অস্ট্রেলিয়া সফর ও পরের বছর টি২০ বিশ্বকাপের জন্য দল তৈরি করতে একজনকে দায়িত্ব দেওয়ার পরিকল্পনার ব্যাপারে জানা যাচ্ছে। ২০-২৪ নভেম্বর টেস্ট ক্রিকেটের দল নিয়ে বৈঠক ও ট্রায়ালের কথাও ভেসে আসছে। যদিও এখনও এই বিষয়ে পিসিবি-র পক্ষ থেকে কোনও বিবৃতি আসেনি। এরই মাঝে চলতি সপ্তাহে আশরফের সঙ্গে দেখা করবেন অধিনায়ক বাবর আজম। বাবরের অধিনায়কত্ব থাকবে কিনা সেটা নির্ভর করছে এই বৈঠকের ওপর। ক্রিকেটবিশেষজ্ঞদের মতে, আশরফের সঙ্গে বৈঠকে বাবর নিজের নেতৃত্ব না হারালেও নির্বাচক হিসেবে শাহিদ আফ্রিদি যোগ দিলে তা নিশ্চিত হারাবেন। কারণ, পূর্বে আফ্রিদি বলেছিলেন তিনি দায়িত্ব পেলে বাবরকে অধিনায়কত্ব থেকে সরাবেন। তাই নেতৃত্বের ভাগ্য এখন দুর্বল সুতোয় ঝুলছে।

চেন্নাইয়ান ম্যাচের প্রস্তুতি ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ নভেম্বর : ছুটি কাটিয়ে অনুশীলনে নেমে পড়ল কার্লোস কোয়াদ্রাতের দল। এদিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে ফের একবার পরবর্তী আইএসএল ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু হল ক্লেইটন সিলভা-ভিপি সুহেরদের। শিশুদিবস উপলক্ষ্যে এদিন ইস্টবেঙ্গল ফুটবল স্কুলের কিছু বাচ্চা এসে এদিন সিনিয়ার দলের ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়। পরে তাঁদের হেড কোচ কোয়াদ্রাত ও সহকারী দিমাস দেলগাডো কিছু শারীরিক সক্ষমতার ব্যায়াম দেখান।

জাতীয় দলের সঙ্গে কুয়েত সফরে থাকায় এদিন অনুশীলনে ছিলেন না শুধু লালচুঙ্গনুঙ্গা ও নাওরেম মহেশ সিং। জাতীয় শিবির থেকে এবার বাদ গিয়েছেন নন্দকুমার শেখর। ফলে তাঁকে অবশ্য পাচ্ছেন কোয়াদ্রাত। কালীপুজো ও দীপাবলির তিনদিনের ছুটি কাটিয়ে এদিন দলের সঙ্গে অনুশীলন করলেন সব বিদেশিরাও। চোটের জন্য দলের সঙ্গে অনুশীলন করতে পারেননি গুইতে ও তুহিন দাস। দ্বিতীয়জন অসমের নগাঁওয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপে রিজার্ভ দলের সঙ্গে খেলতে গিয়ে চোট পান আর গুইতের আগেই চোট ছিল। বাকিরা সকলেই ফিট। তবে ফিটনেসের থেকেও এখন কোয়াদ্রাতের কাছে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে দলের পারফরমেন্স। শেষ তিন ম্যাচেই হার। সেই জায়গা থেকে মানসিকভাবে এখন গোটা দলকে বার করে আনাই চ্যালেঞ্জ লাল-হলুদ কোচের কাছে। প্রতি ম্যাচেই গোলমুখে স্ট্রাইকারদের ব্যর্থতা যেমন সমস্যায় ফেলেছে তেমনি জর্ডন এলসের অনুপস্থিতিতে নড়বড়ে ডিফেন্সও বিপদ ডেকে এনেছে। কোচ যদিও ভুলত্রুটি শোধরানোর কথা অনুশীলনে বারবার বলছেন। কিন্তু সমর্থকরা আর দলের পারফরমেন্স দেখে ভরসা করতে পারছেন না।

২৫ নভেম্বর চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে আবার আইএসএলের পরবর্তী পর্ব শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল। এখনও পর্যন্ত দুটি অ্যাওয়ে ম্যাচের একটাতেও জিততে পারেননি জাভিয়ার সিভেরিওরা-সল ক্রেসপোরা। আর এই হারের জন্য সিভেরিওর গোলমুখে ব্যর্থতা নিয়ে সবথেকে বেশি আলোচনা হচ্ছে। তাছাড়া মাঝমাঠে ক্রেসপো ও বোরহা হেরেরাও খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ভুল করে দলকে বিপদে ফেলে দিচ্ছেন। তাই এই মুহূর্তে ইস্টবেঙ্গলের বিদেশিদের পারফরমেন্সই মূলত আতশকাচের তলায়। এখান থেকে দলকে কীভাবে বার করে আনেন কোয়াদ্রাত, সেটাই এখন দেখার।

নকআউট ম্যাচে ভাগ্য দরকার : শেহবাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুম্বই, ১৪ নভেম্বর : রাত পেরোলে আরও একটা সেমিফাইনালে নামছে টিম ইন্ডিয়া। প্রতিপক্ষ সেই নিউজিল্যান্ড। কিউয়িদের মোকাবিলা করার আগে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে অধিনায়ক রোহিত শর্মা ‘লাক ফ্যাক্টর’-এর কথা বলেছেন।

জাহিরের পরামর্শেই ওপেনার বীরু

টিম ইন্ডিয়ার সর্বাধিনায়কের সুরই প্রাক্তন ওপেনার বীরেন্দ্র শেহবাগের গলায় শোনা গেল।

২০১১ সালের বিশ্বজয়ী দলের সদস্য বীরু বলেছেন, ‘বিশ্বকাপের নক আউট ম্যাচ জিততে হলে কিছুটা ভাগ্যের সাহায্যের দরকার হয়। তারসঙ্গে অবশ্যই ভালো ক্রিকেট খেলারও দরকার রয়েছে। ২০১১ সালের বিশ্বকাপে পাকিস্তান ম্যাচের কথা মনে আছে। আমরা প্রথম ব্যাটিং করে ২৬০ রান মতো তুলেছিলাম। পরে আমাদের বোলাররা দুর্দান্ত বোলিং করে জিতিয়েছিল। এবার টিম ইন্ডিয়া স্বপ্নের ফর্মে রয়েছে। ভাগ্যের কিছুটা সাহায্য পেয়ে গেলে সোনায় সোহাগা হবে।’

চলতি বিশ্বকাপে ব্যাটে রান করার সঙ্গে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন রোহিত। যার প্রশংসা করে শেহবাগ বলেছেন, ‘খোলামনে ব্যাটিং করছে রোহিত। সঙ্গে দুরন্ত নেতৃত্ব দিচ্ছে। বাড়তি দায়িত্ব নিচ্ছে। ফলে দল প্রতি ম্যাচে ভালো শুরু করতে পারছে। শুভমান গিলের উপর থেকে যেভাবে রোহিত চাপ সরিয়ে নিচ্ছে তা অনবদ্য।’

মূলত জাহির খানের পরামর্শে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে ওপেনিংয়ে তুলে এনেছিলেন বলে জানিয়েছেন বীরু। স্মৃতির সরণিতে হেঁটে শেহবাগ বলেছেন, ‘দলীপ ট্রফিতে একটি ম্যাচে সবুজ উইকেটে জাহির, অজিত আগরকার, সন্তোষ সাক্সেনাদের বিরুদ্ধে ১৮০-র বেশি রান করেছিলাম। তারপরই আমাকে দিয়ে ওপেন করানোর পরামর্শ সৌরভকে দেয় জাহির। আমি ওডিআইয়ে ওপেন করতে শুরু করি। ইংল্যান্ডে সৌরভ বলে, আমার টেস্টেও ওপেন করা উচিত। আমি জানাই, এই কাজটা তুমি বা শচীন তেন্ডুলকারও করতে পারো। আমাকে সৌরভ কাগজে লিখে দিয়েছিল, যদি ওপেনিংয়ে ব্যর্থ হই তাহলেও মিডল অর্ডারে আমি জায়গা পাব। বাকিটা ইতিহাস।’

‘দেরি করে হল অফ ফেমে’

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর : অরবিন্দ ডি সিলভা, ডায়ানা এডুলজির সঙ্গে আইসিসি-র হল অফ ফেমে বীরেন্দ্র শেহবাগও। মহাতারকাদের গ্যালাক্সিতে নাম অন্তর্ভুক্তির অনুষ্ঠানে পরিচিত মেজাজে বীরু। স্যর ভিভিয়ান রিচার্ডসের উপস্থিতিতে প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার শুরুই করলেন, ‘আমার মনে হচ্ছে, কিছুটা দেরি হয়ে গেল।’ কথার মধ্যে বীরুর ঔদ্ধত্য নয়, লুকিয়ে ছিল স্বভাবসুলভ রসিকতা। তাঁর বলার ধরনে হেসে ওঠেন উপস্থিত শ্রোতারাও। নিজের খেলার স্টাইল নিয়ে শেহবাগের মন্তব্য, ‘আমার দর্শনই ছিল বল দেখো, শট মারো। বেশ কিছু ক্রিকেটার আছে বলের গতিবিধি লক্ষ্য করে শট নেয়। কিন্তু সেটা করার জন্য আমাদের দলে শচীন তেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষ্মণের মতো কিংবদন্তিরা ছিল। সেটাও একটা কারণ আমার খেলার স্টাইল না বদলানোর জন্য।’

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন থানে -এর একজন বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, থানে - এর একজন বাসিন্দা বনমালা পান্ডুরাং গোসাভি - কে

19.09.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 37C 18658 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি প্রতিনিয়তই বহুসংখ্যক কোটিপতি বানিয়ে চলেছে। মাত্র অল্প কিছু টাকার বিনিময়ে আমি ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি। ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে একটি নতুন ও সমৃদ্ধ জীবন দিয়েছে। আমাকে এরকম একটি সুযোগ দিয়ে কোটিপতি বানানোর জন্য আমি ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।"

মায়ামিতে সাক্ষাতের আগে মুখোমুখি মেসি-সুয়ারেজ

বুয়েনস আয়ার্স, ১৪ নভেম্বর : ফুটবল বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলতে উরুগুয়ে দলে ফিরলেন তারকা স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজ। বৃহস্পতিবার বুয়েনস আয়ার্সে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে উরুগুয়ে। দারুণ ছন্দে রয়েছেন ২৯ ম্যাচে ১৪ গোল করে ব্রাজিলিয়ান লিগে অন্যতম গোলস্কোরার সুয়ারেজ। ফলে ৩৬ বর্ষীয় রেকর্ড গোলদাতা নতুন কোচ মার্সেলো বিয়েসলার অধীনে প্রথমবারের জন্য জাতীয় দলে ডাক পেলেন। কাতার বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্যায় থেকে বিদায়ের পর গায়ে উরুগুয়ের জার্সি চাপাননি সুয়ারেজ। পরের ম্যাচে খেললে প্রাক্তন এফসি বার্সেলোনা সতীর্থ লিও মেসির মুখোমুখি হবেন তিনি। বার্সার কিংবদন্তি ‘এমএসএন ত্রয়ীর’ দুই তারকা ‘এমএস’ সম্ভবত ফের একই দলের হয়ে খেলতে চলেছেন। কারণ, পরের মরশুমে গ্রেমিয়ো থেকে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিতে চলেছেন। খবরটি নিশ্চিত করেছেন গ্রেমিয়ো কোচ রেনাতো গাউচো। তিনি জানিয়েছেন, ডিসেম্বর মাসে শীতকালীন ট্রান্সফার উইন্ডোতে ক্লাবের সঙ্গে দুই বছরের চুক্তির অর্ধেক কাটিয়েই যুক্তরাষ্ট্র পাড়ি দেবেন সুয়ারেজ। চুক্তির সময়ে তাঁর কাছে সুযোগ ছিল এক বছর ব্রাজিলে কাটিয়ে পরের বছরে মায়ামিতে যাওয়ার। এখন ঠিক সেই পথেই পা বাড়াতে চলেছেন তিনি। তবে পুনর্মিলনের আগে দ্বৈরথে দেশের স্বার্থকে মর্যাদা দিতে মাঠে নামবেন তাঁরা। ম্যাচের পূর্বে মেসিকে আটকানো নিয়ে উরুগুয়ে অধিনায়ক ফেডেরিকো ভালভের্দের বক্তব্য, ‘আমি জানি না মেসিকে কীভাবে আটকাব। তিনি বার্সেলোনার হয়ে খেলাকালীন অনেকবার ওর বিপক্ষে খেলেছি। তবে তখন ওঁকে আটকানোর দায়িত্ব ছিল ক্যাসেমিরোর।’ সর্বকালের অন্যতম সেরা হওয়ায় মেসি এই সম্মানের যোগ্য বলে মত ভালভের্দের।

E-BOOK TODAY AT WWW.MARUTISUZUKI.COM OR VISIT YOUR NEAREST MARUTI SUZUKI DEALERSHIP.

MARUTI SUZUKI AUTHORIZED DEALERS: KOLKATA: ONE AUTO (MANIKTALA): 9007242424. OSL MOTOCORP (VIP ROAD): 8013299999. OSL MOTOCORP (LEE ROAD): 8337066666. PREMIER CARWORLD (B.T. ROAD/NAIHATI): 9836983691. PREMIER CARWORLD (BARASAT): 8335041313. MACHINO TECHNO (ALIPORE ROAD/BAGNAN): 9830632032. STARBURST MOTORS (MADHYAMGRAM): 9007799000. STARBURST MOTORS (KALYANI/RANAGHAT/BONGAON): 9007799000. SANEI MOTORS (VIP ROAD/TARAKESHWAR/ARAMBAGH): 8981234567. JYOTE MOTORS (SOUTHERN BYPASS): 9038212112. BHANDARI AUTOMOBILES (NEW TOWN RAJARHAT/BASIRHAT/KRISHNA NAGAR/CHAKDAH): 9674095552. BHANDARI AUTOMOBILES (GARIAHAT ROAD): 9674515000. BHANDARI AUTOMOBILES (KONA EXPRESSWAY-HOWRAH/ULUBERIA/SALKIA): 9836002002. BHANDARI AUTOMOBILES (SREERAMPORE/DANKUNI/CHANDAN NAGAR): 9674388445. DEWAR'S GARAGE (COUNCIL HOUSE/ UTTARPARA): 8584015204/7980654059. DEWAR'S GARAGE (SALT LAKE): 8584888764/9955747576. DEWAR'S GARAGE (TOPSIA): 7980710232. ONE AUTO (E.M. BYPASS/ DIAMOND HARBOUR/BUDGE BUDGE/BARUIPUR): 8584018000. KHARAGPUR: PODDAR CAR WORLD: 7291977774. BHANDARI AUTOMOBILES: 9002344907. BHANDARI AUTOMOBILES (CHANDRAKONA ROAD/HALDIA/CONTAI/BANKURA/TAMLUK): 9002344907. COOCHBEHAR: PODDAR CAR WORLD: 9933922222. SOUTH BENGAL: BEEKAY AUTO (BURDWAN/KALNA): 9800045738. BEEKAY AUTO (BEHRAMPORE): 9932049458. BEEKAY AUTO (ASANSOL/SURI/RAGHUNATHPUR): 8170019494. SWG CAR WORLD (DURGAPUR/PURULIA/BOLPUR): 8373087621. GANGTOK: ENTEL MOTORS: 9933031828. MALDA: JK WHEELS (MALDA/RAIGANJ): 9733020202. SILIGURI: SEVOKE MOTORS: 9800031118. BEEKAY AUTO: 9932049351. JALPAIGURI: PODDAR CAR WORLD: 7478027777.

*Offer includes consumer offer, exchange bonus, additional savings, ISL/ rural offer, (wherever applicable) on Celerio (Petrol MT and AGS variants) and S-Presso (Petrol MT and AGS variants). *Terms and conditions apply. Accessories and features shown in the pictures may not be part of the standard equipment and may vary according to the variant. Images used are for illustration purposes only. Creative Visualization. Car colors shown may vary from actual body colors due to printing on paper. Black glass shade on the vehicle is due to the lighting effect. *As per JATO Dynamic certificate dated 14th August, 2023. *As certified by Test Agency Under Rule 115 (G) of CMVR 1989. For more details, please contact your nearest ARENA dealership. Offer may vary from variant to variant. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to withdraw offers at any point intime without any advance notice. Above shown offers are valid for limited period on selected models and in select cities only till 30th November 2023.

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in